উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শিলিগুড়ি ২৫ ভাদ্র ১৪৩৩ শনিবার ৫.০০ টাকা 12 September 2026 Saturday 14 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 47 Issue No. 116

सत्यमेव जयते
GOVERNMENT OF INDIA

"Our goal will be to redefine BRICS as Building Resilience and Innovation for Cooperation and Sustainability. Just as we brought inclusivity to our G-20 Presidency and placed the concerns of the Global South at the forefront of the agenda, similarly, during our Presidency of BRICS, we will advance this forum with a people-centric approach and the spirit of 'Humanity First.'"

- Shri Narendra Modi, Prime Minister

Shaping an Inclusive Future

BRICS
INDIA 2026

BUILDING FOR RESILIENCE, INNOVATION, COOPERATION AND SUSTAINABILITY

BRICS SUMMIT

12 - 13 September 2026 New Delhi, India

As BRICS completes twenty years, India's Chairship marks a defining moment. It is uniting emerging and developing economies to build resilient, innovative, sustainable and inclusive societies.

HIGHLIGHTS

400+ Meetings | 30+ Cities in India | 20+ Ministerials | 10,000+ Participants

www.brics2026.gov.in BRICS2026India brics2026 BricsIndia2026 BRICS India

CBC 22201/13/0030/2627

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Notice Inviting e-Tender
Executive Engineer, Dakshin Dinajpur Division, PWD invites online e-Tender Notice Tender no. WBPWD/EE/DDD/NIeT-03/26-27 for the work of 1 (One) no. work "Renovation of different Toilets of Dakshin Dinajpur District Court Compound at Balurghat under Dakshin Dinajpur Division, P.W.Dte. Last date of Bid Submission 29-09-2026 upto 12:00 Hrs. All documents along with Corrigenda can be seen/obtained from the websites https://tenders.wb.gov.in and office notice board. Tender ID: 2026_WBPWD_5023482_1. Sd/- Executive Engineer, Dakshin Dinajpur Division, P.W.Dte. ICA-T17690(3)/2026

Executive Engineer, WBSRDA, Uttar Dinajpur Division on behalf of WBSRDA invites percentage rate electronic bids for **Projects under SDRF (State Disaster Response Fund)** under the jurisdiction of WBSRDA, Uttar Dinajpur division vide eNIT No. **WBSRDA/SDRF/08 of 2026-27 (1st Call).**
Details can be viewed in **http://www.tenders.wb.gov.in** on & from **12.09.2026 at 10:00 hours.** Last date for e-submission stands **25.09.2026 up to 16.00 Hrs.** for the aforesaid NIT.
Sd/-
Executive Engineer & HPIU
WBSRDA, Uttar Dinajpur Division

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
E.NIT NO-CMOH/CBR/2025-2026/NVBDCP/24(2nd Call)
E-Tender is hereby invited for various printing items for DH&FW Samiti, CoB (for details please visit www.tenders.wb.gov.in, www.coochbehar.gov.in & www.wbhealth.gov.in Sd/- CMOH & Secretary, DH & FW Samiti, CoB. ICA-T17627(2)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Tender Ref No:WBPWD/EE/CED/eNIT36/2ndcall/2026-27. (Tender ID: 2026_WBPWD_5023553_1) EE, CED, P.W. Dte invite online e-tender for the following work: (1) Urgent installation of VRLA batteries for On-Line UPS system at Surgery OT in the District Hospital Alipurduar. Bid Submission Start Date: 18.09.2026 at 09:00 AM. Bid submission Closing Date: 28.09.2026 at 12:00 PM. Bid Opening Date: 30.09.2026 after 01:00 p.m. Details of NIT and tender documents may be downloaded from https://wbtenders.gov.in. Sd/- S. Thakur Executive Engineer, P.W.D Cooch Behar Electrical Division. ICA-T17693(2)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
e-N.I.T. No. WBPWD/AE/SLGSD/NIT15/2026-2027.
Tender ID: 2026_WBPWD_5023424_1
Online e-tenders are invited by the Assistant Engineer, PWD, Siliguri Sub-Division, Siliguri from enlisted Outside Bonafide contractors as per Govt. G.O. for the above said N.I.T. Bid submission start date: 10/09/2026 from 06.55 Hrs. Bid submission end Date: 22/09/2026 upto 02.00 Hrs. (Online). Details of eN.I.T. & other Tender Documents may be downloaded from https://wbtenders.gov.in Sd/- Assistant Engineer, P.W.D., Siliguri Sub-Division, Siliguri ICA-T17704(1)/2026

মালদা ডিভিসনে এম-ইউটিএস সহায়ক নিয়োগ

অবসরপ্রাপ্ত রেলওয়ে কর্মচারী, অবসরপ্রাপ্ত রেলওয়ে কর্মচারীগণের স্বামী বা স্ত্রী/প্রাপ্তবয়স্ক সন্তান এবং সাধারণ জনগণের জন্য

বিজ্ঞপ্তি নং: সিওএম/এম-ইউটিএস/সহায়ক-২০২৬/এমএলডিটি তারিখ: ১০.০৯.২০২৬

এটি রেলওয়ে কোন চাকরি নয়, এটি এজেন্টের মতো কাজ।
বোনাস রাশি সরাসরি অ্যাভিডাভ টিকিট ডিপোজিট অ্যাকাউন্টে জমা হবে।

এম-ইউটিএস ডিভিসনের মাধ্যমে অসংরক্ষিত পেপার টিকিট প্রদান করতে, ৩০.০৬.২০২৭ তারিখ পর্যন্ত এম-ইউটিএস সহায়ক হিসাবে কাজ করার জন্য **অবসরপ্রাপ্ত রেলওয়ে কর্মচারী, অবসরপ্রাপ্ত রেলওয়ে কর্মচারীগণের স্বামী বা স্ত্রী/প্রাপ্তবয়স্ক সন্তানদের** থেকে নির্ধারিত বয়ানে আবেদন আহ্বান করা হচ্ছে। ক্র. নং, স্টেশন ও প্রয়োজনীয় এম-ইউটিএস সহায়কের সংখ্যা নিম্নরূপ: ১. মালদা টাউন (এমএলডিটি) : ১২ (বারো)। ২. ভাগলপুর (বিজিপি) : ১২ (বারো)। ৩. জামালপুর (জেএমপি) : ০৯ (নয়)। ৪. নিউ ফারাক্কা (এনএফকে) : ০৬ (ছয়)। অবসরপ্রাপ্ত রেলওয়ে কর্মচারী এবং/বা তাঁদের স্বামী বা স্ত্রী/প্রাপ্তবয়স্ক সন্তান যাঁরা উপরোক্ত স্থানগুলিতে এম-ইউটিএস সহায়ক হিসাবে কাজ করতে আগ্রহী ও যাঁদের বয়স ১৮ বছরের ঊর্ধ্বে, তাঁরা **www.er.indianrailways.gov.in** ওয়েবসাইট থেকে নিয়োগের সাধারণ শর্তাবলী, আবেদনপত্র, যোগ্যতার শর্তাবলী, মেয়াদ, নির্বাচন পদ্ধতি ও কার্যপ্রণালী ইত্যাদি ডাউনলোড করতে পারেন এবং তা **সিনি. ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা-এর কার্যালয়, ডিআরএম বিল্ডিং, ঝলঝলিয়া, মালদা-৭৩২১০২**-তে জমা করতে পারবেন।

কোন কারণ না দর্শিয়ে কোন একটি বা সকল আবেদন স্থগিত/পরিবর্তন বা বাতিল করা অথবা কোন আবেদন গ্রহণ করার অধিকার রেলওয়ে প্রশাসন কর্তৃক সংরক্ষিত।

সিনিয়ার ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, মালদা

পূর্ব রেলওয়ে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

স্পেশাল ট্রেন
হাওড়া ও লামডিং এবং কলকাতা ও নিউ জলপাইগুড়ির মধ্যে

আসন্ন দুর্গাপুজো, দীপাবলি ও ছট পুজোর সময়ে যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় সামাল দিতে **হাওড়া ও লামডিং** এবং **কলকাতা ও নিউ জলপাইগুড়ির** মধ্যে স্পেশাল ট্রেন নিম্নলিখিত সংক্ষিপ্ত সময়সূচী, স্টপেজ, চলাচলের তারিখ ও গঠন অনুযায়ী চলবে:-

০৩০০৫/০৩০০৬ হাওড়া - লামডিং - হাওড়া স্পেশাল

হাওড়া - লামডিং স্পেশাল			(০৩০০৫) (০৩০০৬)	লামডিং - হাওড়া স্পেশাল		
দিন	পৌঃ	ছাঃ	স্টেশন	পৌঃ	ছাঃ	দিন
শুক্রবার	--	০৭.১৫	↓ হাওড়া	১২.৩০	--	রবিবার
	১১.০০	১১.০৫	আজিমগঞ্জ	০৭.১৫	০৭.২০	
	১৪.৪০	১৪.৫০	মালদা টাউন	০৪.৫০	০৫.০০	
	১৯.১০	১৯.২০	নিউ জলপাইগুড়ি	০০.৩০	০০.৪০	
শনিবার	০৩.৫০	০৪.০০	গুয়াহাটি	১৫.৩০	১৫.৪০	শনিবার
	০৮.০০	--	লামডিং ↑	--	১১.০০	

উপরোক্ত স্পেশাল ট্রেনগুলি উভয় অভিমুখে পথিমধ্যে ব্যান্ডেল, নবদ্বীপধাম, কাটোয়া, জঙ্গীপুর রোড, নিউ ফারাক্কা জং., কুমেদপুর, বারসোই, কিষাণগঞ্জ, আলুয়াবাড়ি রোড, ধূপগুড়ি, নিউ কোচবিহার, নিউ আলিপুরদুয়ার, গোসাইগাঁও হাট, কোকরাঝাড়, নিউ বঙ্গাইগাঁও, গোয়ালপাড়া টাউন, কামাখ্যা, জাগি রোড, চাপারমুখ, হোজাই এবং লঙ্কা স্টেশনেও থামবে।

● চলাচলের তারিখ/দিন : হাওড়া থেকে ০৩০০৫ : ১৬.১০, ২৩.১০, ৩০.১০, ০৬.১১, ১৩.১১, ২০.১১ ও ২৭.১১.২০২৬ তারিখ (শুক্রবার) = ৭ ট্রিপ এবং লামডিং থেকে ০৩০০৬ : ১৭.১০, ২৪.১০, ৩১.১০, ০৭.১১, ১৪.১১, ২১.১১ ও ২৮.১১.২০২৬ তারিখ (শনিবার) = ৭ ট্রিপ। ● গঠন : এসি ৩-টিয়ার - ০৪, স্লিপার ক্লাস - ১০, সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণি (জিএস) - ০৬, এসএলআরডি - ০২ = মোট ২২টি কোচ; ● ক্যাটাগরি : মেল/এক্সপ্রেস।

০৩১২৯/০৩১৩০ কলকাতা - নিউ জলপাইগুড়ি - কলকাতা স্পেশাল

কলকাতা - নিউ জলপাইগুড়ি স্পেশাল			(০৩১২৯) (০৩১৩০)	নিউ জলপাইগুড়ি - কলকাতা স্পেশাল		
দিন	পৌঃ	ছাঃ	স্টেশন	পৌঃ	ছাঃ	দিন
শনি ও রবি	--	২৩.১০	↓ কলকাতা	০০.৪০	--	সোম ও মঙ্গল
রবি ও সোম	০০.২৬	০০.২৮	ব্যান্ডেল	২৩.০৮	২৩.১০	রবি ও সোম
	০১.৫০	০১.৫২	কাটোয়া	২১.০০	২১.০২	
	০৬.২০	০৬.৩০	মালদা টাউন	১৭.১০	১৭.২০	
	১০.৪৫	--	নিউ জলপাইগুড়ি ↑	--	১২.৪৫	

উপরোক্ত স্পেশাল ট্রেনগুলি উভয় অভিমুখে পথিমধ্যে নৈহাটি, নবদ্বীপধাম, আজিমগঞ্জ, জঙ্গীপুর রোড, নিউ ফারাক্কা জং., বারসোই, কিষাণগঞ্জ এবং আলুয়াবাড়ি রোড স্টেশনেও থামবে।

● চলাচলের তারিখ/দিন : কলকাতা থেকে ০৩১২৯ : ১৭.১০, ১৮.১০, ২৪.১০, ২৫.১০, ৩১.১০, ০১.১১, ০৭.১১, ০৮.১১, ১৪.১১, ১৫.১১, ২১.১১, ২২.১১, ২৮.১১ ও ২৯.১১.২০২৬ তারিখ (শনিবার ও রবিবার) = ১৪ ট্রিপ এবং নিউ জলপাইগুড়ি থেকে ০৩১৩০ : ১৮.১০, ১৯.১০, ২৫.১০, ২৬.১০, ০১.১১, ০২.১১, ০৮.১১, ০৯.১১, ১৫.১১, ১৬.১১, ২২.১১, ২৩.১১, ২৯.১১ ও ৩০.১১.২০২৬ তারিখ (রবিবার ও সোমবার) = ১৪ ট্রিপ।
● গঠন : এসি ৩-টিয়ার - ০৪, স্লিপার ক্লাস - ১০, সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণি (জিএস) - ০৬, এসএলআরডি - ০২ = মোট ২২টি কোচ; ● ক্যাটাগরি : মেল/এক্সপ্রেস।

চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার

পূর্ব রেলওয়ে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
ABRIDGED TENDER NOTICE
Tender Reference No. WBPHED/EE/MD/NIeT_21 (2nd Call) of 2026-27. Vide NIeT memo no. 3367/MD, Dt-10/09/2026. Tender Id : 2026_PHED_5023469_1 to 2026_PHED_5023469_5. Last date for submission of Technical and Financial Bid (online) : 19.09.2026 upto 5.00P.M. Tender invited by the undersigned for different O & M works and different PWSS under Malda Division, P.H.E. Dte. All details available in website www.tenders.wb.gov.in & www.wbphed.gov.in Sd/- Executive Engineer, Malda Division, P.H.E. Dte. ICA-T17644(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NOTICE INVITING E-TENDER
West Bengal Medical Services Corporation Ltd. is inviting electronic bids for providing Facility Management Services at Jalpaiguri Medical College as per details indicated in below:
Particulars : Facility Management Services at Jalpaiguri Medical College. Bid Ref. No. WBMSCL/NIT-756/2026 Dated-08.09.2026. Last date of submission of online bid 01.10.2026 upto 14:00 hrs. Interested Bidders may download the tender document and / or submit their bids online at the website https://tenders.wb.gov.in. The tender document may also be downloaded from the websites www.wbhealth.gov.in, www.wbmsc.gov.in Sd/- Managing Director, WBMSCL ICA-T17634(3)/2026

BLOCK DEVELOPMENT OFFICER
SADAR BLOCK JALPAIGURI
NIT NO. WB/JAL/SADAR/ B.D.O/ 05/26-27, DATED: 10/09/2026 invited by the undersigned for 05 No's of work under Sadar Block, Jalpaiguri Period and time for download of bidding documents: From 11/09/2026 Time: 18.00 Hour To 25/09/2026 Time: 14.00 Hours. Please visit on Website: htpp://wbtenders.gov.in Detailed will be available from the office on all working days.
Sd/-
Block Development Officer
Sadar Block, Jalpaiguri

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NOTICE FOR e-TENDER
e-Tenders are hereby invited by the undersigned from eligible and bonafide interested bidders for "Supply and Installation of Electronic Signage Board with Structure Frame and ACP surface under S.W.M. Project Within Haldibari, Jalpaiguri,Mal,Mekliganj and Maynaguri Municipality". the details mentioned :Tender ID No. 2026_MAD_5022867_1 to 2026_MAD_5022867_5. Tender Ref No. WBMAD/e-Tender/05 of EE/ MED/ JAL/ 2026-27. Dt. 08/09/2026 Location: Jalpaiguri, Mal, Haldibari, Mekliganj & Maynaguri Municipal Area. Bid Submission end date 19.09.2026, up to 05:00PM. Interested Bonafide bidders are requested to visit https://tenders.wb.gov.in/. Sd/- Executive Engineer, Jalpaiguri Division, M.E.Dte, Govt. of West Bengal. ICA-T17642(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
A.E., P.W.D., Malda Sub-Division-I, invites Tender, vide Nie-T No.- 10 of 2026-2027, for **1.** Roof treatment work by A.P.P. for the office of the Superintending Engineer, PWD, Northern Electrical Circle, Malda under Malda Division, PWD." Tender ID: 2026_WBPWD_5023446_1. **2.** Construction of Car Parking Shed for Office vehicles at the Office of SENC, Mangalbari, Malda under Malda Division, P.W.D. Tender ID: 2026_WBPWD_5023446_2. Bid Submission Starting Date & Time- 14/09/2026 up to 11.00 A.M. Last date and time for Submission of Tender is - 21/09/2026 up to 11 A.M. Other details may be seen Website: https://wbtenders.gov.in & from this office Notice Board. Sd/- Bibhor Majumder, Assistant Engineer, P.W.D., Malda Sub-Division-I, Malda ICA-T17684(1)/2026

সিগন্যালিং সম্পদের মেরামত, পুনরুদ্ধার/রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে নির্ভরযোগ্যতার উন্নতকরণ

ই-টেন্ডার নং. এসএনটি-৩২-এলএমজি- ২০২৬-২৭ তারিখ: ০৮.০৯.২০২৬। ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তরফ থেকে নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য "ই-টেন্ডারিং" পদ্ধতির মাধ্যমে কাজের টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে: **কাজের নাম:** এসএসই/এসআইজি/গুয়াহাটি/আইসি অধিক্ষেত্রের অধীনে সিগন্যালিং সম্পদের মেরামত, পুনরুদ্ধার/ রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে নির্ভরযোগ্যতার উন্নতকরণ। **টেন্ডার রাশি:** ১,৬৯,১৩,৮৯৩.২৪ টাকা। **বায়না রাশি:** ৩,৩৪,৩০০/- টাকা। **টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়:** ৩০-০৯-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং **খোলা যাবে:** ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
ডিএসটিই, লামডিং
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

প্রধান স্টেশনসমূহে ডেকোরেটিভ লাইটিং অ্যারেঞ্জমেন্ট ভাড়া করা

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.: **AP/EL/05/26-27/RT**। নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: **ক্র. নং. ১, টেন্ডার নং.: AP/EL/05/26-27/RT; কাজের নাম:** আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে: আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের প্রধান স্টেশনসমূহ, ডিআরএম অফিস, টিপিসি বিল্ডিং এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সার্ভিস বিল্ডিং-এ সারা বছরের জাতীয় উৎসব উপলক্ষে ডেকোরেটিভ লাইটিং অ্যারেঞ্জমেন্ট ভাড়া করা। **বিজ্ঞাপিত টেন্ডার মূল্য:** ৭,৯১,১৬৯.৮৪ টাকা, **বায়নার ধন:** ১৫,৮০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার ৩০-০৯-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় **বন্ধ হবে** এবং ৩০-০৯-২০২৬ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায় ডিআরএম/ ইলেক্ট. (জি)/ আলিপুরদুয়ার জং. কার্যালয়ে **খোলা হবে।** উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য **http://www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
ডিআরএম/ইলেক্ট. (জি)/আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকের সেবায়"

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
EE,PWD, Cob. Divn. invites online e-tender (e-NIT 26) Tender Id: 2026_WBPWD_5023273_1. & 2026_WBPWD_5023273_2. Bid submission start date: 15.09.2026, 14.30 Hrs. & Bid submission closing date: 29.09.2026, 14.30 hrs. Downloaded from: http://wbtenders.gov.in Sd/-EE, PWD, COB. DIVN. ICA-T17712(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Tender Ref No: WBPWD/EE/CED/eNIT-49/2026-2027. (Tender ID: 2026_WBPWD_5023455_1) EE, CED, P.W. Dte invite online e-tender for the following work: (1) Construction of proposed new G Plus 4 storied composite court building on the existing vacant land under the judgeship of Cooch Behar sadar SITC of Lift. Bid Submission Start Date : 19.09.2026 at 09:00 AM. Bid submission Closing Date : 05.10.2026 at 12:00 PM. Bid Opening Date: 07.10.2026 after 01:00 p.m. Details of NIT and tender documents may be downloaded from https://wbtenders.gov.in. Sd/- Simson Thakur. Executive Engineer, P.W.D Cooch Behar Electrical Division. ICA-T17709(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD e-QUOTATION NOTICE
PD & EE, AH-02, PIU-II, P.W. (Roads) Directorate, Siliguri invites Quotation for the work of "Hiring of One (1) No. Motor Cab/Maxi Cab, with Engine Capacity more than 2000 cc on monthly basis for the office uses of the Superintending Engineer, PIU-II, PW(Roads) Directorate, Siliguri" for contract of 01 (One) year. eNIQ No. - 02 of 2026-27 of Project Director (AH -02), PIU-II, Siliguri. Tender ID:- 2026_WBPWD_5023325_1. Bid Submission start date:- 16.09.2026. Bid submission closing date:- 25.09.2026. Corrigendum if any will be published in website only Details of NIQ may be downloaded from http://tenders.wb.gov.in Sd/-PD & EE, AH -02, PIU -II, PW(Roads)Dte. Govt of West Bengal, Siliguri. ICA-T17718(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD e-QUOTATION NOTICE
PD & EE, AH-02, PIU-II, P.W. (Roads) Directorate, Siliguri invites Quotation for the work of "Hiring of One (1) No. Motor Cab/Maxi Cab, with Engine Capacity more than 2000 cc on monthly basis for the office uses of the Superintending Engineer, PIU-II, PW(Roads) Directorate, Siliguri" for contract of 01 (One) year. eNIQ No. - 02 of 2026-27 of Project Director (AH -02), PIU-II, Siliguri. Bid Submission start date:- 16.09.2026. Bid submission closing date:- 25.09.2026. Corrigendum if any will be published in website only Details of NIQ may be downloaded from http://tenders.wb.gov.in Sd/- PD & EE, AH -02, PIU -II PW(Roads)Dte. Govt of West Bengal, Siliguri. ICA-T17719(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Assistant Engineer, Malda Highway Sub-Division, P.W.(Roads) Directorate, invites online e-NIQ for the work of "Supply of 1 (one) No Good condition Motor Cab (popularly known as Luxury taxi) with commercial permit with driver on per day hire as and when necessary and purely on temporary basis for official duty of the office of the Superintending Engineer, Northern Highway Circle, P.W.(Roads) Directorate, Malda for the use of the T.A. to S.E.(2nd Call)." e-NIQ No. WBPW(R)D/AEMHSD/e-NIQ-03/2026-2027. Tender ID: 2026_WBPWD_5021070_1. (i) Last date & Time of Dropping of Bid Doc. 19.09.2026 upto 12:00 PM, Time of Opening of the Bid Doc. 21.09.2026 at 12:30 PM (online). Details of e-N.I.Q and Bid documents may be downloaded from www.pwdwb.in Sd/- AE, MHSD, PWRD, GOVT. OF W.B. ICA-T17731(1)/2026

কাটিহার ডিভিশনের অধীনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.: **KIR/Engg./43 of 2026, তারিখ: 09-09-2026**। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে : **টেন্ডার নং. ১। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ:** নিউ জলপাইগুড়ি- রানিনগর জলপাইগুড়ি এবং নিউ জলপাইগুড়ি - হাটিগুরার (আপ ও ডাউন) - টিএসআর (পি) - যথাক্রমে ৮,০০০ টিকেএম ও ৩২,৩৭৪ টিকেএম। টেন্ডার মূল্য: ৬,২৩,৪৫,৩১৪.০৭ টাকা; বিড সিকিউরিটি: ১২,৪৬,৯০০.০০ টাকা। **টেন্ডার নং. ২। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ:** কাটিহার ডিভিশনের শিলিগুড়ি টাউন (এসজিইউটি) স্টেশনে রিলে-ভিত্তিক ইন্টারলকিংকে ইলেকট্রনিক ইন্টারলকিং-এ রূপান্তর (সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস)। টেন্ডার মূল্য: ১,৬৩,৭১,০২২.৯৭ টাকা; বিড সিকিউরিটি: ৩,২৭,৪০০.০০ টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধ হবে** ০৮-১০-২০২৬ তারিখের ১৫:০০ ঘন্টায় এবং **খুলবে** ০৮-১০-২০২৬ তারিখের ১৫:৩০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ০৮-১০-২০২৬ তারিখের ১৫:০০ ঘন্টা পর্যন্ত **http://www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
ডিআরএম (ওয়ার্কস), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
PPP/NIT/35/2026
Department of Health & Family Welfare invites Request for Proposal for Selection of Private Partner for Establishment, Operation, Maintenance and Management of 5 bedded Dialysis Centre at Darjeeling DH, Darjeeling, West Bengal under Public Private Partnerships (PPP) in EOM mode. The document containing the scheme and the eligibility criteria of the applicants may be obtained from the web site https://wbtenders.gov.in / https://tenders.wb.gov.in & www.wbhealth.gov.in under the option 'TENDER'. Interested Organizations may attend a Pre-BID meeting to be held on 18-09-2026 at 12.00 PM at SPSRC, "B" wing, 5th floor, Swasthya Bhawan, Sec-V, Salt Lake, Kolkata-91. The Bid submission start date (Online: https://wbtenders.gov.in / https://tenders.wb.gov.in) 12-09-2026 at 12:00 pm & last date of receipt of Bids (online: site https://wbtenders.gov.in / https://tenders.wb.gov.in) in the prescribed format provided in the document (online) for the Project is 03-10-2026 till 5.00 p.m. Sd/- Spl. Secretary & Director SPSRC, Department of Health & Family Welfare ICA-T17635(3)/2026

নিউ জলপাইগুড়িতে ইকো পার্কের উন্নয়ন

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং : কেআইআর/ইএনজিজি./৪২ অফ ২০২৬, তারিখ : ০৭-০৯-২০২৬, নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **টেন্ডার নং ১; কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ :** নিউ জলপাইগুড়ির জিএসডি কমপ্লেক্সে ইকো পার্কের উন্নয়ন। **টেন্ডার মূল্য:** ২,২৫,৪১,২০২.৫৬/- টাকা; **বিড সিকিউরিটি :** ৪,৫০,৮০০/- টাকা; টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ ও সময় ০৫-১০-২০২৬ তারিখ ১৫:০০ টায় এবং **খোলার সময়** ১৫:৩০ টায়। উপরে উল্লিখিত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ০৫-১০-২০২৬ তারিখ ১৫:০০ টা পর্যন্ত **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ রয়েছে।
ডিআরএম (ডব্লিউ), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Assistant Engineer, Mal Highway Sub-Division, P.W.(Roads) Directorate invites online e tender for the following works: NIeT-13 of 2026-27 of AE/MHSD [Sl No. 1-2]. **1.** Ambari Rly. Crossing to Paramunda More Road from Ch. 0.00 kmp to Ch. 2.00 km, emergency patch maintenance work in different stretches under Jalpaiguri Highway Division in the District of Jalpaiguri. Rs. 4,86,684.00. **2.** Construction of Bituminous Rumble Strip & Road Safety work in front of Jyotirmoy Public School at Ch.5.24 Km of Odlabari Kranti road under Jalpaiguri Highway Division in the district of Jalpaiguri. Rs. 4,36,679.00. NIeT-13 of 2026-2027 of AE/MHSD [Tender ID: 2026_WBPWD_5023608_1 to 2]. 1. Bid submission start date (online): 12-09-2026 at 11.00 A.M. 2. Bid submission closing date (online): 19-09-2026 at 12.30 P.M. 3. Bid opening date for Technical Evaluation (online): 21-09-2026 at 01.00 P.M. Details of N.I.T and Tender documents may be downloaded from: http://tenders.wb.gov.in Sd/- (Siddartha Mandal) Assistant Engineer, Mal Highway Sub-Division, P.W.(Roads) Dte. ICA-T17734(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Executive Engineer (P.W.D), Jalpaiguri Division, Jalpaiguri invites online tender for the work of **Sl no: 01** Emergent patch Repairing work of Haldibari Bypass Road from Chainage 0.00 km to 2.00 km under Jalpaiguri Sub division, PWD, during the year 2026-27. **Sl no: 02** PATCH REPAIRING OF GAIRKATA RAMSAI ROAD FROM CHAINAGE 11.00 KM TO 13.00KM UNDER JALPAIGURI DIVISION PWD DURING THE YEAR OF 2026-2027, Tender ID: 2026_WBPWD_5023657_1. Estimated Amount Put to Tender: Rs. 1464653.16, Tender ID: 2026_WBPWD_5023657_2. Estimated Amount Put to Tender: Rs, 969453.17. NIeT No. 07 of 2026_27 (1st call) Sl no : 01. Bid submission closing date (online): 28-09-2026 at 12:30 Hrs. Technical Opening date (online): 30-09-2026 at 12.30 Hrs. Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIQ documents may be downloaded from : Sl no: 02. Bid submission closing date (online): 21-09-2026 at 12:30 Hrs. Technical Opening date (online): 23-09-2026 at 12.30 Hrs. Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIeT documents may be downloaded from : http://tenders.wb.gov.in Sd/- EE, JALPAIGURI DIVISION, PWD. ICA-T17753(2)/2026

রঙ্গিয়া মণ্ডলে ব্যারাকের উন্নীতকরণ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ৫৪-ইএনজিজি-আরএনওয়াই-২০২৬-২৭। ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তরফ থেকে নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য "ই-টেন্ডারিং" পদ্ধতির মাধ্যমে কাজের টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে: **কাজের নাম:** রঙ্গিয়া মণ্ডলে ব্যারাকের উন্নীতকরণ। **টেন্ডার রাশি:** ৩০,৫৬,৩৪০.৯৫ টাকা। **বায়না রাশি:** ৬১,১০০/- টাকা। **টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়:** ২৮-০৯-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং **খোলা যাবে:** ১৫.৩০ ঘন্টায় ডিআরএম (ডব্লিউ), রঙ্গিয়া কার্যালয়ে। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে। **টোকা:** টেন্ডারের যেকোনো শেষ মুহূর্তের পরিবর্তনের জন্যে জমা করার পূর্বে অনুগ্রহ করে মূল টেন্ডার নোটিসে উল্লেখ করা সংশ্লিষ্ট কার্যালয়সমূহের নেট/ সংবাদপত্র/ সংশোধনী পরীক্ষা করুন।
ডিআরএম (ডব্লিউ), রঙ্গিয়া
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Executive Engineer (P.W.D), Jalpaiguri Division, Jalpaiguri invites online tender for the work of **Sl no: 01** - Operation and maintenance of Pump Motor Sets in pump house by manual panel including operation of valves internal and external illumination as per specification and round the clock guarding of the whole installation with all necessary two shifts (as and when required) as per terms and condition of different Govt. Building under the jurisdiction of Jalpaiguri Division, P.W.D. for 1 (One) year. Annual Operation & maintenance of Pump Sets at Chalsa Inspection Bungalow PWD at Chalsa Under Mal Sub Division, PWD, During the year 2026-2027. Tender Id: 2026_WBPWD_5023621_1. **Sl no: 02** - Operation and maintenance of Pump Motor Sets in pump house by manual panel including operation of valves internal and external illumination as per specification and round the clock guarding of the whole installation with all necessary two shifts (as and when required) as per terms and condition of different Govt. Building under the jurisdiction of Jalpaiguri Division, P.W.D. for 1 (One) year. Annual Operation & maintenance of Pump Sets at Gaikata P.W.D. under Gairkata Sub-Division PWD, During the year 2026-2027, Tender Id: 2026_WBPWD_5023621_2. NIeQ No. 10 of 2026_27 (1st call) Sl no: 01 & 02. Bid submission closing date (online): 21-09-2026 at 02:00 Hrs. Technical Opening date (online): 23-09-2026 at 03.00 Hrs. Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIQ documents may be downloaded from: http://tenders.wb.gov.in Sd/- Executive Engineer, P.W.D., Jalpaiguri Division ICA-T17746(2)/2026

কর্মখালি

সিকিউরিটি গার্ডের জন্য অভিজ্ঞ লোক চাই। থাকা ও খাওয়ার সুব্যবস্থা আছে। বেতন আলোচনা সাপেক্ষ। M:- 9635658503. (C/123542)

e-Tender
Executive Engineer, WBSRDA, Islampur Division on behalf of WBSRDA invites percentage rate electronic bids vide eNIT No. **WBSRDA/PRUD/06/2026-27 (1st Call) &1st CORRIGENDUM** Details can be viewed in **http://www.tenders.wb.gov.in.** on. Last date for e-submission stands 15.09.2026 up to 16.00 Hrs for the aforesaid NIT.
Sd/-
Executive Engineer & APIU
WBSRDA, Islampur Division

Corrigendum Notice of NIT No. DDP/N-10 of 2026-27
Closing date extended upto 16//09/2026 at 14.00 Hours.
Details of NIT may be seen in the Website **www.tenders.wb.gov.in**
Sd/-
Additional Executive Officer
Dakshin Dinajpur Zilla Parishad

Government of West Bengal
ABRIDGE 2nd Corrigendum against e-SNIT No.- WBIW/EE/MID/e-SNIT-07/2026-27, Sl. No.-01
Tender Id : 2026_IWD_5022654_1
The **Executive Engineer, Malda Irrigation division, Green Park, Malda** circulate 1st Corrigendum (Date) of above mentioned e-SNIT, Sl. No.-01 under the head of Emgnt Rest Work SDS (M) work. Last Date of Bid Submission **14-09-2026 & Time upto 12:00 Hrs**. Details may be had from the office of undersigned. For details visit the site **http://www.iwd.wb.gov.in / & www.tenders.wb.gov.in**
Sd/-
Executive Engineer
Malda Irrigation Division
Green Park, Malda

ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. **DCBL/09/2026/MLG, তারিখ: 03-09-2026**। নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা মুক্ত ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে :

টেন্ডার নং.: DCBL112026MLG; কাজের নাম: এসএসই/বিআর/রাঙাপারা নর্থ-এর অধীনে ২১টি এবং ১৩টি স্টীল ব্রীজগুলিতে পেইন্টিং বিভিন্ন সেকশনে আনুমানিক ৭৭৮৯৯.২০ এসকিউএম সারফেস এরিয়া এবং ৭২ টি ব্রীজের বিয়ারিং-এর লুব্রীকেশন। **আনুমানিক টেন্ডার মূল্য :** ১,১১,২৭,২৪৬.৩৮ টাকা; **বিড সিকিউরিটি:** ২,২২,৬০০.০০ টাকা।

টেন্ডার নং.: DCBL122026MLG; কাজের নাম: (ক) এসএসই/বিআর/বঙাইগাঁও-এর অধীনে ৫৪টি স্টীল গার্ডার ব্রীজ পেইন্টিং এবং ২৪ টি স্টীল গার্ডার ব্রীজ-এর মেঝে পেইন্টিং, আনুমানিক আবরণের সারফেস এরিয়া ২৯৯৬৬৯ এসকিউএম (ডাংতল-রঙিয়া, নিউ বঙাইগাঁও-কামাখ্যা, নিউ আলিপুরদুয়ার - ডাংতল, ফকিরাগ্রাম জং-ধুবুরী, গৌরীপুর-অভয়াপুরী আসাম সেকশন)। **(খ)** এসএসই/বিআর/বঙাইগাঁও-এর অধীনে ৩৮টি স্টীল ব্রীজ গার্ডার-এর বিয়ারিং লুব্রীকেশন এবং মেরামতী/ব্রীজ নং. ৩৫৫ (এন.এন. সেতু) কি.মি. ৩৬/৪-৩৮/৫ যোগীঘোপা-পঞ্চরত্ন স্টেশনের মধ্যে এবং ব্রীজ নং. ১৬৫ ডিএন কিমি. ১৫২/২-৩ নিউ আলিপুরদুয়ার-শামুকতলা রোড স্টেশনের মধ্যে আমূল সংস্করণ, "অয়েল বাথ বিয়ারিং"-এর অয়েল প্রতিস্থাপনসহ। **আনুমানিক টেন্ডার মূল্য :** ৩,৮০,১৭,৪৯৭.৩০ টাকা; **বিড সিকিউরিটি:** ৭,৬০,৪০০.০০ টাকা।

টেন্ডার নং.: DCBL132026MLG; কাজের নাম: এসএসই/বিআর/পান্ডু অধীনে বিভিন্ন সেকশনে স্টীল ব্রীজ -এর ০৯টি পেইন্টিং এবং ১৬টি ব্রীজের মেঝে পেইন্টিং। আনুমানিক সারফেস এরিয়া ৬০৯৭৬ এসকিউএম এবং ১৭ টি ব্রীজের বিয়ারিং-এর লুব্রীকেশন। **আনুমানিক টেন্ডার মূল্য :** ১,০২,৩৩,৫০৮.৮৪ টাকা; **বিড সিকিউরিটি:** ২,০৪,৭০০.০০ টাকা।

টেন্ডার **বন্ধের তারিখ:** ২৫-০৯-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা। টেন্ডার **খোলার তারিখ:** ডেপুটি চিফ ইঞ্জিনিয়ার/ব্রিজ-লাইন/মালিগাঁও, গুয়াহাটি-৭৮১০১১ (অসম)-এ ২৫-০৯-২০২৬ তারিখের ১৫.০৫ ঘন্টা। বিশদ বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে **www.ireps.gov.in** দেখুন।
ডিওয়াই. সিই/ব্রিজ-লাইন/মালিগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৫৩১০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৫৩৮৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪৬২৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	২৩০৬৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	২৩০৭৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

অ্যাফিডেভিট

আমি Filmina Bara W/O-Suraj Bara, Vill+PO- Lalchandpur Dist- Alipurduar 736202. আমার নাম আধার ID 4647 7275 8863 অনুযায়ী Filmina Bara. আমার স্বামীর নাম আধার ID 7050 5753 6355 অনুযায়ী Suraj Bara এবং আমার কন্যার নাম Sanjana Bara আমার কন্যার Birth Certificate Reg. No. B-2020 : 19-05596-000254 DT- 11/04/2020তে ভুলবশতঃ আমার নাম Filmina Bara Oraon আমার স্বামীর নাম Suraj Oraon এবং আমার কন্যার নাম Sanjana Oraon আছে। গত 11.03.2026 আলিপুরদুয়ার Civil Judge Junior কোর্টের Affidavit অনুযায়ী Filmina Bara Oraon এবং Filmina Oraon এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি, Suraj Bara এবং Suraj Oraon এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি, Sanjana Bara এবং Sanjana Oraon এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি। (P/S)

●

আমি প্রবোধ কুমার মন্ডল, পিতা মৃত হরেন্দ্রনাথ মন্ডল, গ্রাম প্রণব পল্লী, পোস্ট পতিরাম, থানা বালুরঘাট, জেলা দক্ষিণ দিনাজপুর। পশ্চিমবঙ্গ। ভারত। আমার আধার কার্ড ও ভোটার কার্ডে নাম রয়েছে প্রবোধ কুমার মন্ডল। কিন্তু আমার কন্যা পৃথা মন্ডলের আধার কার্ড ও ভোটার কার্ডে আমার নাম রয়েছে প্রবোধ মন্ডল। এমত অবস্থায় গত 07.09.2026 Ld. Judicial Magistrate (1st class), বালুরঘাট, দক্ষিণ দিনাজপুর-এর অ্যাফিডেভিট বলে প্রবোধ কুমার মন্ডল ও প্রবোধ মন্ডল এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিগণিত হয়েছি। (C/123821)

●

আমি Hosenaaali Miya 10/08/26 কোচবিহার 1st Class J. Magistrate- এ অ্যাফিডেভিট করে Md. Hossain Ali মিঞা থেকে Hosenaaali Miya হলাম ও পিতার নাম Md. Phaniruddin Miah থেকে Fanirauddin করলাম। গ্রাম- হাওয়ারগাড়ী। (C/A)

DHUPGURI MUNICIPALITY
Repairing Crematorium
2026_MAD_5023703_1
Last Date of Bid Submission- 26.09.2026 at 11:00 AM
O & M Works
2026_MAD_5023921_1
Last Date of Bid Submission- 03.10.2026 at 11:00 AM
Sd/-
Administrator
Dhupguri Municipality

NOTICE
Last Date of Bid Submission for eNIT No. **WBSRDA/PRUD/05/2026-27 (1st Call)** is hereby extended till **15.09.2026** up to **16:00 Hours.** Details can be viewed from respective Tender Portal (https://www.tenders.wb.gov.in).
For other details, the intending bidders are requested to contact this office during office hours.
Sd/-
Executive Engineer & HPIU
WBSRDA, Uttar Dinajpur Division

বিক্রয়

Sale, Hyundai Grand 110 Magna-2024-WB-74-BS-3265, Tata Intra V30-2025-WB-73-M-6094. Ph- 0353 2950301. (C/123808)

অ্যাফিডেভিট

আমার ড্রাইভিং লাইসেন্স নং WB63 20060963729 আমার পদবি Datta এর পরিবর্তে Dutta উল্লেখিত হয়েছে। আমার বাবার পদবি উল্লেখিত আমার ড্রাইভিং লাইসেন্সে Datta-এর পরিবর্তে Dutta নথিবদ্ধ হয়েছে। গত 07.09.26 নোটারি পাবলিক, সদর কোচবিহার- অ্যাফিডেভিট দ্বারা Subrata Datta এবং Subrata Dutta, পিতা- Shyamal Kumar Datta এবং Shyamal Kumar Dutta এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। ম্যাগাজিন রোড, পঞ্চরঙ্গী মোড়ের নিকট, W/Nom-17, থানা- কোতোয়ালি, পো: + জেলা : কোচবিহার। (C/122684)

●

আমি Paban Hemram, S/o.- Samai Hemram, আমার আধার কার্ডে (6451 0838 1262) আমার নাম Raju Hemram থাকায় গত 20/08/26 এ প্রথম শ্রেণী J.M. কোর্ট গঙ্গারামপুরে অ্যাফিডেভিট বলে Raju Hemram থেকে Paban Hemram করা হলো যা উভয় এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি। (C/123820)

●

আমার DL No. PB-3520130044 637-এ Lakhi Thapa নাম আছে। গত 11/09/2026 তারিখে Notary- এর মাধ্যমে Siliguri Court হইতে Affidavit বলে Lakhi Thapa ও Lakhi Rai Thapa-এক ও অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইলাম। (C/113898)

●

I Anil Sha S/o Rajendra Sha, Aadhar no- 818729805398 (certificate of secondary education no- A10131G-0337, H.S.certificate no- 13589) resi- Dayaram Jote. P.O/P.S- Naxalbari, Dist- Darjeeling, Pin- 734429 declares that Anil Sha and Anil Sah S/o Rejendra Sha and Rajendra Sah is single and one identidal person, affidavit dated 9th sept 2026 before the Judicial Magistrate (1st class) 4th court at Siliguri. (C/123810)

●

I, Dipika Mandal, W/o Susanta Mahaldar, Vill-Kashipur, P.O.- Sonarai, P.S.- Chanchal, Dist- Malda, WB, do hereby declare that my daughter's actual name is "Dibyashree Mahaldar" and her name wrongly recorded as "Diti Mahaldar" in Aadhaar & Ration card, That Dibyashree Mahaldar and Diti Mahaldar are the same and one identidcal person, Vide and Affidavit dated 19/08/26 before the Executive Magistrate at Chanchal, Malda. (C/123809)

আজ টিভিতে

রাজা শিবাজি (ওয়ার্ল্ড টিভি প্রিমিয়ার) রাত ৮.০০ স্টার গোল্ড, স্টার গোল্ড এইচডি

সিনেমা

জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.০০ অনন্যা, দুপুর ১২.০০ মহাজন, ২.০০ স্বপ্ন, বিকেল ৫.০০ প্রজাপতি, রাত ৮.০০ বউরানি, ১০.৩০ তিন ভুবনের পারে
জলসা মুভিজ : সকাল ১০.১৫ ডোরা, দুপুর ১.০০ লাভেরিয়া, বিকেল ৪.০০ লভ এক্সপ্রেস, সন্ধে ৭.০০ শুধু একবার বলো, রাত ১০.৩০ মন মানে না
কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ ভালোবাসা ভালোবাসা, দুপুর ২.০০ যুদ্ধ, বিকেল ৫.৩০ বন্ধন, রাত ৯.৩০ খোকা ৪২০
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ নামতে নামতে
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ ধন্যি মেয়ে
জি অ্যাকশন : সকাল ১০.৪২ শূরবীর, দুপুর ১.৩৬ বিজয় দ্য মাস্টার, বিকেল ৪.৫৭ খুঁখার, সন্ধে ৭.৩০ দ্য হিরো- লভ স্টোরি অফ আ স্পাই, রাত ১১.০৫ সিডি

দাদাগিরির মঞ্চে আজ উইঙ্কল টুইঙ্কল ছবির কলাকুশলীরা। রাত ৯.৩০ জি বাংলা

ধন্যি মেয়ে বিকেল ৩.০৫ আকাশ আট

ওশান ওয়াইল্ড দুপুর ২.৩০ অ্যানিমাল প্ল্যানেট

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : বহুদিনের কোনও চেনা মানুষের দ্বারা আর্থিক ক্ষতি হতে পারে। উচ্চশিক্ষায় বাধা কাটবে। বৃষ : বাবার পরামর্শে লাভবান হবেন। আচমকা পড়ে গিয়ে চোট-আঘাত লাগতে পারে। মিথুন : স্ত্রীর নামে কোনও ব্যবসার পরিকল্পনায় লাভবান হবেন। সংসারের আর্থিক সমস্যা নিয়ে মানসিক চাপ থাকবে। কর্কট : কাউকে উপকার করতে গিয়ে অপমানিত হতে পারেন। তর্কবিতর্ক থেকে নিজেকে দূরে রাখুন। সিংহ : কর্মক্ষেত্রে কাজের চাপ আপনাকে চিন্তায় রাখবে। দূরের কোনও বন্ধুর দ্বারা উপকৃত হবেন। কন্যা : নিজের চেষ্টায় কোনও জটিল কাজের সমাধান করে প্রশংসিত হবেন। ধর্মকর্মে আগ্রহ। তুলা : কর্মক্ষেত্রে নতুন কোনও পরিকল্পনায় সফল রূপায়ণ করতে পারবেন। সংগীত শিল্পীরা ভালো সুযোগ পেতে পারেন। বৃশ্চিক : ব্যবসায় নতুন করে আজ লগ্নি না করাই ভালো। পড়ুয়ারা অধিক পরিশ্রমের সাফল্য পাবে। ধনু : কর্মপ্রার্থীরা দুপুরের পর ভালো খবর পাবেন। বহুদিনের বকেয়া পাওনা পেয়ে নিশ্চিন্ত হবেন। মকর : খুব দরকারি কাগজপত্র সাবধানে রাখুন। কর্মক্ষেত্রে নিজের প্রভাব বজায় রাখতে সক্ষম হবেন। কুম্ভ : পারিবারিক দায়িত্ব পালনে ব্যয় বাড়বে। দাম্পত্যে সম্পর্ক অটুট থাকবে। মীন : কাউকে উপকার করতে গিয়ে সমস্যায় পড়তে হতে পারে। নতুন বাড়ি কেনার স্বপ্ন সফল হবে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২৫ ভাদ্র ১৪৩৩, ভাঃ ২১ ভাদ্র, ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ২৫ ভাদ্, সংবৎ ১ ভাদ্রপদ সুদি, ২৯ রবিঃ আউঃ। সূঃ উঃ ৫।২৫, অঃ ৫।৪৩। শনিবার, প্রতিপদ দিবা ৭।৫৩। উত্তরফল্গুনীনক্ষত্র দিবা ২।৪১। শুভযোগ অপরাহ্ণ ৫।২৯। ববকরণ দিবা ৭।৫৩ গতে বালবকরণ রাত্রি ৭।৩৯ গতে কৌলবকরণ। জন্মে- কন্যারাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী মঙ্গলের ও বিংশোত্তরী রবির দশা, দিবা ২।১৪ গতে দেবগণ অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা। মৃতে-ত্রিপাদদোষ, দিবা ৭।৫৩ গতে চতুষ্পাদদোষ,দিবা ২।১৪ গতে দ্বিপাদদোষ। যোগিনী- পূর্বে, দিবা ৭।৫৩ গতে উত্তরে। কালবেলাদি ৬।৫৮ মধ্যে ও ১।৬ গতে ২।৩৮ মধ্যে ও ৪।১১ গতে ৫।৪৩ মধ্যে। কালরাত্রি ৭।১১ মধ্যে ও ৩।৫৮ গতে ৫।২৬ মধ্যে। যাত্রা-নাই, দিবা ২।৩৮ গতে যাত্রা শুভ পূর্বে ও উত্তরে নিষেধ, রাত্রি ৩।৪৯ গতে পশ্চিমেও নিষেধ, রাত্রি ৩।৫৮ গতে পুনঃ যাত্রা নাই। শুভকর্ম- দিবা ৬।৫৮ গতে অপরাহ্ণ ৪।১১ মধ্যে বিপণ্যারম্ভ। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- দ্বিতীয়ার একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৯।২৯ গতে ১২।৪২ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৫৪ গতে ১০।১৮ মধ্যে ও ১১।৫৩ গতে ১।২৯ মধ্যে ও ২।১৭ গতে ৩।৫৩ মধ্যে।

সতর্কীকরণ : উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৭৪,৭৮১.৭৬ (-১২০.৮৩)
নিফটি : ২৩,৩৯৮.১০ (-৭৯.৭০)

ভুল বুঝবেন না, আমিও বাঙালি...
সাফাই ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ শাস্ত্রীর ৫

সমুদ্রপথে সুরক্ষার সওয়াল নমোর ১০

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
৩২° সর্বোচ্চ	২৫° সর্বনিম্ন	৩৩° সর্বোচ্চ	২৫° সর্বনিম্ন	৩৩° সর্বোচ্চ	২৬° সর্বনিম্ন	৩২° সর্বোচ্চ	২৫° সর্বনিম্ন

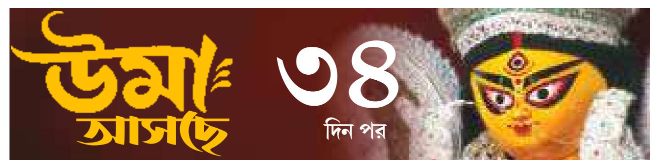

শিলিগুড়ি ২৫ ভাদ্র ১৪৩৩ শনিবার ৫.০০ টাকা 12 September 2026 Saturday 14 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 47 Issue No. 116

সাদা চোখে সাদা কথায়

আপনি বাঁচলে দলের নাম, মুরোদ নেই বিরোধিতার

গৌতম সরকার

লেজ গুটিয়ে পালানোর দৌড়ে আরও একজন। পিঠটান দিলেন কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরী। সরকার যদি অসহযোগিতা করেই থাকে, তাহলে তার মোকাবিলা করার মুরোদ হল না তাঁর। কিংবা শাসক শিবির যদি চাপ দিয়ে পদত্যাগে বাধ্য করে থাকে, সেটা প্রকাশ্যে বলার সাহসও নেই। অবশ্য একা ইংরেজবাজার পুরসভার চেয়ারম্যানকে দুষে লাভ নেই। দল বিধানসভা নির্বাচনে হেরে যাওয়ার পর তৃণমূলের সব জনপ্রতিনিধিরই এমন পালাই পালাই ভাব।

পুরসভার মেয়র, চেয়ারম্যানরা হয় ইস্তফা দিচ্ছেন নয়তো দলের কাউন্সিলাররাই তাঁদের বাধ্য করছেন সরে যেতে। শিলিগুড়ির দোর্দণ্ডপ্রতাপ প্রাক্তন মেয়র গৌতম দেবও ব্যতিক্রম নন। বিধানসভা ভোটে হেরে গেলেও পুরসভাগুলি ছিল তৃণমূলের ঘাঁটি। পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি, জেলা পরিষদগুলিও। এইসব স্বশাসিত সংস্থাকে আঁকড়ে দলের তৎপরতা চালু রাখার সুযোগ তৃণমূলের ছিল। ছিল না শুধু সেই কাজ করতে হলে যে মেরুদণ্ড থাকা দরকার, সেটাই। পুরসভার চেয়ারম্যান, জেলা পরিষদের সভাধিপতি কিংবা পঞ্চায়েত প্রধানদের।

এইসব প্রতিষ্ঠানে তৃণমূলের দুর্গ থাকলেও কেউ কেউ রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে অসহযোগিতার অজুহাত দিচ্ছেন। সরকারি বরাদ্দ বন্ধ, বিভিন্ন খাতে অর্থ খরচে লিখিত-অলিখিত নির্দেশে পুরসভা, পঞ্চায়েতগুলিকে পঙ্গু করে দেওয়ার অভিযোগ। পদত্যাগীদের যুক্তি, কাজই যখন করা যাচ্ছে না, তখন পদ আঁকড়ে থেকে কী লাভ! যা আসলে ছেঁদো যুক্তি। কেন্দ্রের বিরুদ্ধে বঞ্চনার অভিযোগ তুললেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কি রাজ্য সরকার চালিয়ে যাননি!

তৃণমূল দলটার আগাপাশতলা সুবিধাবাদ এমনভাবে গেড়ে বসেছিল যে নীতি-নৈতিকতার বালাই ছিল না কোনও স্তরে। পদ আঁকড়ে থাকা মানেই ছিল নানা ধান্দা, আখের গুছোনোর ফিকির। সরকার বদল হতে সেই রাস্তাগুলি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। দলের স্বার্থকে প্রাধান্য দেওয়ার আগ্রহ বা মানসিকতা পুরসভার চেয়ারম্যান, পঞ্চায়েত প্রধানদের ছিল না।

এরপর সাতের পাতায়

পরিবহণনগরের আইটি পার্কে অভিযান। বৃহস্পতিবার মধ্যরাতে।

সর্ষেতেই কি ভূত, অভিযানে অধরা মাথারা

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১১ সেপ্টেম্বর : সকাল থেকেই জোর প্রস্তুতি। শিলিগুড়ি কমিশনারেটের বিভিন্ন থানা থেকে পুলিশকর্মীদের একত্র করা হয়েছিল। রাত বাড়তেই সারি দিয়ে দাঁড় করিয়ে ব্রিফিং চলেছে। এরপর তাঁদের নিয়ে বেরিয়ে পড়ে গাড়ির কনভয়। সাম্প্রতিক সময়ে শিলিগুড়িতে এত বড় আকারের অভিযান হয়নি। কিন্তু, বৃহস্পতিবার মধ্যরাতের ঘটনা যতটা গর্জাল, ততটা ঠিক বর্ষাল না।

- গাড়ি থেকে নামা নিয়ে পুলিশকর্তা ও কর্মীদের মধ্যে বোঝাপড়ার অভাব
- অভিযানের আগের মুহূর্ত থেকে দফায় দফায় লোডশেডিং
- ধৃত নয়জনের মধ্যে একজনই শিলিগুড়ির
- বড় মাথাদের ধরতে পারেনি পুলিশ
- অভিযানের খবর আগাম ফাঁসের আশঙ্কা

সবমিলিয়ে ধৃতের সংখ্যা ৯। প্রত্যেকেই অবৈধ কলসেন্টারের কর্মী। কিন্তু, বছরের পর বছর ধরে কারবার চালানো চক্রের মাথারা রয়ে গেলেন অধরাই। পরিবহণনগরের আইটি পার্কের দ্বিতীয় ফেজের বিল্ডিংয়ের একটি অফিস ও শিমুলগুড়ির লিচু বাগানে পার্কের একটি অফিসে তালা মারা হয়েছে। আলাদা দুটি স্বতঃপ্রণোদিত মামলা রুজু করে সবমিলিয়ে নয়জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এরমধ্যে একটি অফিস থেকে চারজনকে, অন্যটি থেকে পাকড়াও করা হয় পাঁচজনকে।

অভিযানের 'ফল' নিয়ে এখন ফিশফাশ চলছে পুলিশ মহলে। চর্চায় 'বজ্র আঁটুনি ফসকা গেরো' প্রবাদ। আশঙ্কা করা হচ্ছে, অবৈধ কলসেন্টারের মাথাদের ধরতে গিয়ে বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই যে তোড়জোড় শুরু হয়েছিল, সে খবর আগাম পৌঁছে গিয়েছিল অনেকের কাছে। এমনকি বিপদের আঁচ পেয়ে মধ্যরাত অবধি খোলা থাকা পাব-বারের মালিকরাও সতর্ক হয়ে যান।

রাজ্য সাইবার ক্রাইম উইংয়ের এসপি জসপ্রীত সিং, ডিএসপি বিদীত মণ্ডল রাতে কমিশনারেটে উপস্থিত ছিলেন। রাজ্য থেকে বিশেষ দলকে আসতে হল কলসেন্টারে অভিযান চালাতে, অথচ স্থানীয় থানা কিংবা কমিশনারেট কেন হাত গুটিয়ে বসেছিল, সেই প্রশ্ন উঠছে।

তিনটে টিমে ভাগ হয়ে অভিযানটি হয়। পরিবহণনগরের আইটি পার্কে ফেজ ১ ও ২-এর দুটো দল। অন্যদিকে, লিচু বাগানের আইটি পার্কে একটি দল। কমিশনারেট এলাকার আরও একাধিক জায়গায় তল্লাশি হয়েছে রাতভর। পরিবহণনগরে ঢোকার পর আইটি পার্কের সামনে পুলিশকর্তা এবং কর্মীদের মধ্যে বোঝাপড়ার অভাব দেখা গিয়েছে। বড় গাড়িতে চেপে বিশাল পুলিশবাহিনী আইটি পার্কের সামনে পৌঁছানোর পর সবাই নেমে ভেতরে 'পজিশন' নিতে দৌড়াতে শুরু করেন।

এমন সময় এক কর্তা তাঁদের ধমক দেন। বলেন, সিনিয়ারের নির্দেশের আগেই কেন সবাই নেমে পড়লেন? এরপর তাঁরা ফের গাড়িতে উঠে পড়েন। কিছুক্ষণের মধ্যে আবারও নামার নির্দেশ দেওয়া হয়। এসব যখন চলছে বাইরে, তখন আচমকা আইটি পার্কে লোডশেডিং হয়ে যায়। অঝোর ধারায় বৃষ্টি নামে। এরপর থেকে দফায় দফায়

এরপর সাতের পাতায়

একদিন যে নদীখাত শুকিয়ে গিয়েছিল, ফিরেছে তার জল। বদলেছে গঙ্গার স্রোতও। তিন নদী আর এক মরা নদীপথের টানে ক্রমশ সরে যাচ্ছে ভূতনির মাটি। নদী কি এবার মুছে দেবে আস্ত একটি জনপদ? আজ দ্বিতীয় পর্ব।

বাঁধবন্দি খেলা

ভূতনির ভবিষ্যৎ

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

নদীকে ঠেকাতে মানুষ বাঁধ বানায়। কিন্তু নদী যদি সেই বাঁধের ক্ষমতা বুঝে নিজের চরিত্র বদলে নেয় তাহলে তা হয়ে ওঠে ভয়ংকর। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ভূতনির ক্ষেত্রে অনেকটা সেরকমই হয়েছে। প্রায় পাঁচ দশক আগে গঙ্গার বন্যা থেকে ভূতনিকে রক্ষা করতে যে সার্কিট বাঁধ তৈরি হয়েছিল, বর্তমানে সেই বাঁধকেই কোথাও নদী গিলে ফেলেছে, কোথাও নতুন করে বাঁধ তুলতে হচ্ছে, কোথাও আবার বাঁধের ভিতরের জল বার করার জন্য স্লুইস গেট বসানোর পরিকল্পনা হয়েছে। অর্থাৎ ভূতনিকে বাঁচানোর লড়াই এখন শুধু নদীর সঙ্গে নয়, বদলে যাওয়া নদীকে মাথায় রেখে তৈরি পুরোনো জল-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার সঙ্গেও।

১৯৭৬-'৭৭ সালে তৈরি হয়েছিল ভূতনি দিয়াড়া সার্কিট বাঁধ। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সেচ ও জলপথ দপ্তরের সাম্প্রতিক নথি বলছে, গত দু'বছরে ভয়াবহ ভাঙনে পুরোনো বাঁধের উল্লেখযোগ্য অংশ নদীগর্ভে চলে গিয়েছে এবং ১৯৭৫ থেকে ২০২৫-এর মধ্যে গঙ্গা সর্বাধিক প্রায় ৬ কিলোমিটার বাঁ পাড়ে সরে গিয়েছে।

২০২৫-এর বন্যায় গঙ্গা ও

স্বপ্ন-শিক্ষা-ভবিষ্যৎ সবই এখন ঘুমে। মালদার ভূতনিতে কল্লোল মজুমদারের তোলা ছবি।

কোশীর সংযোগস্থলের কাছে নতুন তৈরি রিংবাঁধও ভেঙে যায়। নথিতে তার প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে 'টো ইরোশন'—অর্থাৎ বাঁধের পাদদেশের মাটি ও নদীর তলদেশের তীব্র ক্ষয়কে।

গবেষকরা বলছেন, ভূতনির ভবিষ্যৎ বোঝার জন্য বাঁধ ব্যবস্থাপনা বোঝা অত্যন্ত জরুরি। গঙ্গা গবেষক দিবাকর দত্তের বক্তব্য, 'নদী শুধু বাঁধের গায়ে ধাক্কা দিচ্ছে না, নদীবাঁধের নীচের মাটিটাই সরিয়ে দিচ্ছে। উপর থেকে বাঁধ যতই শক্ত করা হোক, তার পাদদেশের মাটি যদি নদী কেটে নিয়ে যায়, কাঠামোর স্থায়িত্ব প্রশ্নের মুখে পড়ে। সেই কারণেই ভূতনিতে এতদিন ধরে পাথর, বোল্ডার, বস্তা, বাঁশের কাঠামো, অ্যাপ্রন সহ নানা ধরনের নদীরক্ষা ব্যবস্থা নেওয়া হলেও কাঙ্ক্ষিতভাবে ভাঙন থামানো যায়নি।' রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের নথিতেও অবশ্য সেকথা স্বীকার করা হয়েছে।

এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আর একটি প্রশ্ন— বাঁধের ভিতরের জল যাবে কোথায়? ভূতনির চণ্ডীপুর এলাকায় বাম আমলে একটি স্লুইস গেট তৈরি করা হয়েছিল। সেটি বর্তমানে অকেজো। রাজ্য সরকার ওই এলাকায় নতুন একটি স্লুইস গেট তৈরির পরিকল্পনা করেছে।

অর্থাৎ বাঁধ দিয়ে নদীর জল আটকানো হচ্ছে, আবার সেই বাঁধেই জল বের করার দরজা তৈরি করতে হচ্ছে। কয়েকদিন আগে ভেতরের জল বের করার জন্য চণ্ডীপুর এলাকায় বাঁধ কেটে দিতে হয়েছে।

এরপর সাতের পাতায়

নদী বদলেছে পথ
গঙ্গার গতিপথ বদলে পুরোনো বাঁধের ওপরই তৈরি হয়েছে নতুন চাপ

বাঁধের নীচেই ক্ষয়
শুধু বাঁধের গায়ে নয়, পাদদেশের মাটি কেটে নিয়ে যাচ্ছে নদী

বাঁধে জল, বাঁধেই দরজা
নদীর জল আটকানোর পাশাপাশি ভিতরের জল বের করতেও এখন নতুন স্লুইসের প্রয়োজন

মানুষের স্থায়িত্ব, নদীর পরিবর্তন
বসতি, রাস্তা ও চাষের জমি স্থায়ী করতে চায় মানুষ, কিন্তু নদী নিজের নিয়মেই বারবার পথ বদলায়।

আগাম মানচিত্রই সমাধান
কোথায় নদী সরবে, কোথায় চর উঠবে, কোথায় ভাঙন বাড়বে, আগে থেকেই চিহ্নিত করতে হবে

শিক্ষককে মারে টিসি ৪ ছাত্রকে, আটক ১

অনসূয়া চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ১১ সেপ্টেম্বর : জলপাইগুড়ি জিলা স্কুলের প্রধান শিক্ষককে নিগ্রহের ঘটনায় চার ছাত্রকে ট্রান্সফার সার্টিফিকেট (টিসি) দেওয়ার নির্দেশ দিলেন শিক্ষামন্ত্রী দীপক বর্মন। সেইসঙ্গে ভিডিও দেখে শিক্ষক নিগ্রহে জড়িত বাকি ছাত্রদেরও একদিনের মধ্যে চিহ্নিত করতে বলেছেন শিক্ষামন্ত্রী। ওই ঘটনায় প্রধান শিক্ষককে সরাসরি শারীরিক নিগ্রহে জড়িত থাকায় এক ছাত্রকে আটক করা হয়েছে। জিলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক নিগ্রহের ঘটনায় কোতোয়ালি থানায় বর্তমান দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক অভিযোগ দায়ের করেছেন।

শুক্রবার জলপাইগুড়ি জিলা স্কুলে বৈঠক শেষে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'সামাজিক অবক্ষয়। সুতরাং বার্তা দেওয়া জরুরি। ইতিমধ্যে যাদের চিহ্নিত করা হয়েছে তাদের আগামীকালের মধ্যে ট্রান্সফার সার্টিফিকেট দিয়ে দিন।'

এছাড়াও ভিডিও দেখে একদিনের মধ্যে বাকিদের চিহ্নিত করার নির্দেশ দেন বিদ্যালয়ের বর্তমানে দায়িত্বে থাকা শিক্ষককে। বহিষ্কার হওয়া ছাত্রদের যাতে পড়াশোনায় ক্ষতি না হয়, সেজন্য বৈঠকে উপস্থিত প্রতিটি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক-শিক্ষিকাকে তিনি বলেন, 'ওদের অন্য স্কুলে ভর্তি হতে যাতে সমস্যা না হয় তা দেখতে হবে। এদের মধ্যে যাদের বোর্ডের পরীক্ষার রেজিস্ট্রেশন হয়ে গিয়েছে, তাদের বিষয়টি নিয়ে বোর্ডের সঙ্গে কথা বলে নেব।'

তিনি বলেন, শিক্ষক-শিক্ষিকার ওপর আক্রমণ আমরা কোনওভাবেই বরদাস্ত করব না। এদিন প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, 'সব শুনেছি। এখনও কোনও সিদ্ধান্ত গ্রহণ হয়নি। জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শককে (মাধ্যমিক) প্রশাসনিকভাবে একটি রিপোর্ট জমা দিতে বলা হয়েছে। ম্যানেজিং কমিটির বিষয়েও জেলা শাসককে দ্রুত দেখার কথা বলা হয়েছে। তবে, পড়ুয়াদের অভিভাবকদের কয়েকজন এদিন অভিযুক্ত প্রধান শিক্ষককে অপসারণের দাবি জানান শিক্ষামন্ত্রীর কাছে।'

এক ছাত্রকে আটকের বিষয়ে জলপাইগুড়ির অতিরিক্ত পুলিশ সুপার এম শ্রীনিবাসন বলেন, 'জিলা স্কুলের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে

এরপর সাতের পাতায়

প্রভাব পড়ছে বিভিন্ন পরিষেবায়

কর্মীসংকটে ধুঁকছে শিলিগুড়ি পুরনিগম

নিতাই সাহা

শিলিগুড়ি, ১১ সেপ্টেম্বর : কর্মীসংকট চরমে। পাল্লা দিয়ে ভোগান্তি বেড়ে চলেছে।

কয়েক মাসের মধ্যে শিলিগুড়ি পুরনিগমের ওয়ার্ড সংখ্যা বেড়ে ৬৩ হবে। অথচ স্থায়ী কর্মীর সংখ্যা অর্ধেকেরও কম। অধিকাংশ পদই দীর্ঘদিন ধরে শূন্য। স্থায়ী কর্মীর অভাবে শিলিগুড়ি পুরনিগম রীতিমতো ধুঁকছে। দৈনন্দিন কাজ সামাল দিতে বিভিন্ন সময়ে চুক্তিভিত্তিক অস্থায়ী কর্মী ও দৈনিক হাজিরার ভিত্তিতে কর্মী নিয়োগ করা হয়েছে। তাতেও সমস্যা পুরোপুরি মেটেনি। পুরকর্মীদের একাংশের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে অধিকাংশ পদ শূন্য থাকায় দক্ষ কর্মীর অভাব প্রকট হয়েছে। দৈনন্দিন কাজ সামাল দিতে গিয়ে পুর কর্তৃপক্ষকেও বেগ পেতে হচ্ছে।

সমস্যার সমাধানে পুর কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন সময়ে রাজ্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। একাধিক চিঠিও পাঠানো হয়েছে। তবে শূন্য পদে নতুন করে একজন কর্মীও নিয়োগ হয়নি বলে পুরকর্তাদের একাংশের দাবি। এ বিষয়ে পুরনিগমের প্রশাসক ও কমিশনারের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও সম্ভব হয়নি। ফলে পুর কর্তৃপক্ষের কোনও মন্তব্য মেলেনি।

শিলিগুড়ি পুরনিগমে দৈনন্দিন কাজের জন্য মোট ৭৯২ জন স্থায়ী কর্মী থাকার কথা। বিভিন্ন সময়ে কর্মীরা অবসর নেওয়ার পর সেই পদে নতুন নিয়োগ না হওয়ায় শূন্য পদের সংখ্যা বেড়েছে। সূত্রের খবর, বর্তমানে পুরনিগমের ৫৭৯টি পদ শূন্য রয়েছে। হাতেগোনা ২১৩ জন স্থায়ী কর্মী রয়েছেন। ফলে দৈনন্দিন কাজের জন্য চুক্তিভিত্তিক অস্থায়ী কর্মী ও দৈনিক হাজিরায় নিযুক্ত কর্মীদের উপরেই ভরসা করতে হচ্ছে।

পুরনিগম সূত্রে খবর, জঞ্জাল অপসারণ বিভাগে স্যানিটারি ইনস্পেকটরের চারটি পদের মধ্যে দুটি দীর্ঘদিন ধরে ফাঁকা। গুরুত্বপূর্ণ ওই বিভাগে তিনটি কনজারভেন্সি ইনস্পেকটরের পদ থাকলেও একজনও স্থায়ী কর্মী নেই।

আবার দুটি অ্যাসিস্ট্যান্ট কনজারভেন্সি ইনস্পেকটরের পদের একটি ফাঁকা রয়েছে। শুধু জঞ্জাল অপসারণ বিভাগ নয়, বিল্ডিং, বিদ্যুৎ, ক্রয়, ইউপিই, পূর্ত দপ্তর, শিক্ষা এবং জেনারেল সেকশনেও শূন্য পদ রয়েছে। পুরকর্তারা জানাচ্ছেন, গুরুত্বপূর্ণ প্রতিটি বিভাগের দায়িত্ব একজন করে আপার ডিভিশন ক্লার্কের হাতে থাকার কথা। কিন্তু আপার ডিভিশন ক্লার্কের পদ প্রায় শূন্য হয়ে পড়ায় বিভিন্ন বিভাগের দায়িত্ব লোয়ার ডিভিশন ক্লার্কদের কাঁধে তুলে দেওয়া হয়েছে।

এরপর সাতের পাতায়

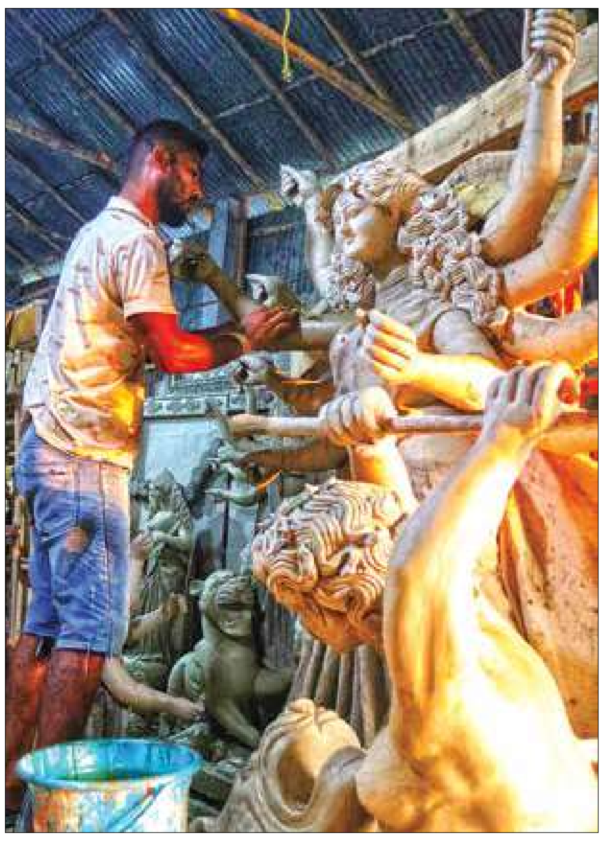

মগ্ন শিল্পী। শুক্রবার কোচবিহারে। ছবি : অর্পণা গুহ রায়

স্ত্রী-সন্তানদের রেঁধে খাওয়ান ভরত

নেতার অন্দরমহল

নিতাই সাহা

শিলিগুড়ি, ১১ সেপ্টেম্বর : প্রথম দেখায় বন্ধুত্ব, এরপর প্রেম। সেখান থেকে সোজা বিয়ের পিঁড়িতে– এমনই ঘটেছিল ভারতীয় হকি দলের প্রাক্তন অধিনায়ক তথা কালিম্পংয়ের বিজেপি বিধায়ক ভরত ছেত্রীর জীবনে। বিধায়ক হওয়ার পর ব্যস্ততা কিছুটা বাড়লেও নিজের মতো করে জীবন উপভোগ করতে পছন্দ করেন তিনি। সময় পেলেই রান্না করে স্ত্রী-সন্তানদের খাওয়ান। অবসরে ভালোবাসেন কিশোরকুমারের গান শুনতে।

কালিম্পং জেলার ১৬ মাইলের পাইয়ং গ্রামে জন্মেছিলেন ভরত। কৃষক পরিবারের সন্তান। তবে ছেলেবেলা থেকেই হকির প্রতি আকর্ষণ। স্থানীয় রামলাল দাহাল স্কুলে প্রাথমিক শিক্ষা, পরে ভর্তি হন সেন্ট জর্জ স্কুলে। হকিতে হাতেখড়ি সেখানেই। পাহাড়ের পাথুরে মাঠে হকি স্টিক হাতে ছুটে বেড়াতেন। সে সময় বয়স মেরেকেটে ১০ বা ১১। তখন কে-ই বা জানতেন এই ছেলে একদিন দেশের প্রতিনিধিত্ব করবেন? যদিও সব বাধা কাটিয়ে তিনি অসাধ্য সাধন করেছেন।

১৯৯৬ নাগাদ বিহার থেকে কালিম্পংয়ে গিয়েছিলেন হকির প্রশিক্ষক প্রেম সিং রানা। তিনি ভরতকে প্রস্তাব দেন বিহারে প্রশিক্ষণ নেওয়ার। এরপর পাহাড়ের মায়া কাটিয়ে সেখানে পাড়ি জমায় ছোট্ট ছেলেটি। পড়াশোনার পাশাপাশি হকির প্রশিক্ষণ চলে। ১৯৯৯-তে বিহার থেকে চলে যান বেঙ্গালুরুতে। ২০০০ সালে জুনিয়ার জাতীয় দলে সুযোগ পান। জুনিয়ার এশিয়া কাপ খেলতে গিয়েছিলেন মালয়েশিয়ায়। জুটেছিল সিলভার মেডেল। জয় এসেছিল ২০০১-এর জুনিয়ার ওয়ার্ল্ড কাপেও। এরপর সরাসরি জাতীয় দলে নাম লেখান। ২০১১-তে ভারতীয় হকি দলের অধিনায়কত্ব পান ভরত। তাঁর অধিনায়কত্বে ২০১২ সালের লন্ডন অলিম্পিকে খেলে ভারতীয় দল।

এরই মাঝে ২০১২ সালে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন ভারতীয় দলের প্রাক্তন অধিনায়ক। দেখাশোনা করে নয়, ভালোবেসেই বিয়ের পিঁড়িতে বসেছিলেন। ফোনে আলাপচারিতায় ভরত জানালেন, ২০০৩-এ চণ্ডীগড়ের বাসিন্দা হকি খেলোয়াড় গীতা ছেত্রীর সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছিল হায়দরাবাদে। প্রথম দেখায় বন্ধুত্ব হয়। ২০০৮ নাগাদ সেই সম্পর্ক প্রেমের পরিণতি লাভ করে। পরবর্তীতে বিয়ে সারেন। চণ্ডীগড়ে বিয়ে হলেও শিলিগুড়ি ও কালিম্পংয়ে জমকালো রিসেপশন হয়েছিল।

২০১৩-তে ভরত জাতীয় দল থেকে অবসর নেন। এরপর ২০১৬ থেকে ২০১৯ পর্যন্ত জাতীয় দলের কোচের দায়িত্ব পালন করেন। আর ২০১৮-তে পান মেজর ধ্যানচাঁদ অ্যাওয়ার্ড।

খ্যাতির শীর্ষে পৌঁছে গেলেও মাটির টান কি কারও পক্ষে ভোলা সম্ভব? উত্তর হল 'না'। সেই টানেই ২০২২ সালে শিলিগুড়িতে ফেরেন হকি দলের প্রাক্তন অধিনায়ক। একটি ব্যাংকে সিনিয়ার ম্যানেজার পদে কাজ শুরু করেন। সেইসঙ্গে পাহাড়ের খুদে খেলোয়াড়দের জন্য অ্যাকাডেমি গড়ার প্রস্তুতিও নিচ্ছিলেন। অবশেষে ২০২৩ সালে বাড়ির অদূরে ভরত ছেত্রী হকি অ্যাকাডেমি গড়ে তোলেন তিনি। কারণ, আরও ভরত তুলে আনতে হবে তো পাহাড় থেকে। সেখানে বর্তমানে প্রায় ৫০ জন খুদে হকির প্রশিক্ষণ নিচ্ছে বিনামূল্যে। ভরত ও তাঁর স্ত্রী সেখানে অনুশীলন করান। তাঁদের তিন সন্তান। এর মধ্যে বছর ১১-র ছেলে বাবার মতোই হকিতে হাত পাকাতে শুরু করেছে।

হকির অ্যাস্ট্রোটার্ফে রাজত্ব করা ভরত রাজনীতির আঙিনায় ছাপ ফেলতে শুরু করেছেন। চলতি বছর বিধানসভা নির্বাচনে তাঁকে কালিম্পং আসনে প্রার্থী করে বিজেপি। ভোটে জিতে তিনি এখন বিধায়ক। দায়িত্বও অনেক। ফলে আগের মতো পরিবারকে সময় দিতে পারেন না। তবে বাবা হিসেবে সন্তানদের লালনপালনে কোনও খামতি রাখছেন না। পাশাপাশি, পাহাড়ের উন্নয়নের স্বপ্নে বুঁদ ভরত।

তাঁর কথায়, 'হকি টিম গেম, রাজনীতিও। হকিতে জাতীয় দলের ক্যাপ্টেন ছিলাম। এখন মানুষ আমাকে কালিম্পংয়ের ক্যাপ্টেন করেছেন। তাঁদের স্বপ্ন পূরণ সহ পাহাড়ের উন্নয়নই আমার লক্ষ্য।'

মেডিকেলের ময়নাতদন্তের তথ্য তলব

তদন্তে দুর্নীতি দমন শাখা

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১১ সেপ্টেম্বর : উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের ফরেন্সিক মেডিসিন বিভাগের শেষ এক বছরের ময়নাতদন্তের বিস্তারিত তথ্য চেয়েছে রাজ্য পুলিশের দুর্নীতি দমন শাখা (এসিবি)। ঘুষ কাণ্ডে এক কর্মী গ্রেপ্তার হওয়ার পরে তদন্তের স্বার্থেই এই তালিকা চাওয়া হয়েছে বলে মেডিকেল কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। অন্যদিকে, দুর্নীতি দমন শাখার হাতে গ্রেপ্তার হওয়া ওই কর্মীকে সাসপেন্ড করার প্রক্রিয়া শুরু করেছে স্বাস্থ্য দপ্তর। সেজন্যও স্বাস্থ্য ভবনে সমস্ত নথিপত্র পাঠানো হয়েছে বলে কলেজ সূত্রে জানা গিয়েছে।

মেডিকেল কলেজের ফরেন্সিক মেডিসিন বিভাগে দীর্ঘদিন ধরে ঘুষচক্র সক্রিয় বলে অভিযোগ। ময়নাতদন্তের জন্য টাকা, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট নিতে টাকা, ভিসেরা রিপোর্ট নিতে— পুলিশকেও এখানে ঘুষ দিতে হয়। এমন অভিযোগ পেয়েই গত ৩ সেপ্টেম্বর দুর্নীতি দমন শাখা এখানকার ফরেন্সিক মেডিসিন বিভাগে হানা দেয়।

ভিসেরা রিপোর্টের জন্য এক পুলিশকর্মীর কাছ থেকে তিন হাজার টাকা নিতে গিয়ে দুর্নীতি দমন শাখার হাতে ধরা পড়ে ফরেন্সিক মেডিসিনের ল্যাব অ্যাসিস্ট্যান্ট বাবুল মল্লিক। তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁকে কলকাতার আদালতের মাধ্যমে নিজেদের হেপাজতে নিয়েছে এসিবি। সূত্রের খবর, ইতিমধ্যেই আদালতে ওই কর্মীর জবানবন্দি নেওয়া হয়েছে। তারপরেই ময়নাতদন্তের নামে বছরের পর বছর ধরে চলা ঘুষচক্রের শিকড়ে পৌঁছাতে চাইছেন তদন্তকারীরা। অভিযোগ, শুধু ল্যাব অ্যাসিস্ট্যান্ট নন, এই চক্রে আরও বড় মাথা যুক্ত রয়েছে। প্রতিদিনের তোলাবাজির টাকা শতাংশের হারে বিভিন্ন টেবিলে দিতে হয়।

মেডিকেল কলেজের চিকিৎসকদের অনেকেই বলছেন, ওপরতলার কেউ যুক্ত না থাকলে শুধু নীচুতলার কর্মীদের পক্ষে বছরের পর বছর ধরে এই চক্র চালানো সম্ভব নয়। তদন্তকারীরা এই বিষয়গুলিও খতিয়ে দেখছেন বলে জানা গিয়েছে।

মেডিকেল সূত্রের খবর, এসিবির তরফে কলেজ অধ্যক্ষকে চিঠি দিয়ে গত বছরের সেপ্টেম্বর মাস থেকে চলতি বছরের অগাস্ট মাস পর্যন্ত ফরেন্সিক বিভাগে কতগুলি ময়নাতদন্ত হয়েছে, প্রতিটি ময়নাতদন্তের দিনক্ষণ এবং রিপোর্ট দেওয়ার দিনও জানতে চাওয়া হয়েছে। অর্থাৎ ময়নাতদন্তের পরে রিপোর্ট পেতে মাসের পর মাস ঘুরতে হয় বলে যে অভিযোগ রয়েছে, তাও খতিয়ে দেখতে চাইছেন তদন্তকারীরা। কলেজ অধ্যক্ষের অফিস থেকে এসিবির চিঠি ফরেন্সিক মেডিসিন বিভাগের প্রধানের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। ফরেন্সিক মেডিসিন বিভাগের প্রধান ডাঃ রাজীব প্রসাদ বলেছেন, 'গ্রেপ্তার হওয়া কর্মীর বিষয়ে তথ্য জানতে চাওয়া হয়েছে,

- মেডিকেলের ফরেন্সিক মেডিসিন বিভাগের শেষ এক বছরের ময়নাতদন্তের তথ্য চেয়েছে এসিবি
- ভিসেরা রিপোর্টের জন্য এক পুলিশকর্মীর কাছ থেকে তিন হাজার টাকা নিতে গিয়ে ধরা পড়ে এক কর্মী
- তারপরই তদন্তের স্বার্থে এই তালিকা দাবি

এইটুকুই জানি।'

কলেজ সূত্রে খবর, কোনও সরকারি কর্মচারী গ্রেপ্তার হয়ে ৪৮ ঘণ্টা পুলিশ বা জেল হেপাজতে থাকলে তাঁকে সাসপেন্ড করার নিয়ম রয়েছে। অর্থাৎ ফরেন্সিক মেডিসিন বিভাগের কর্মী বাবুল মল্লিকও সাসপেন্ড হবেন। স্বাস্থ্য ভবন থেকে সেই সংক্রান্ত সমস্ত নথিপত্র চাওয়া হয়েছে। দু'তিনদিনের মধ্যেই সাসপেনশনের নির্দেশ চলে আসবে বলে মনে করা হচ্ছে।

হিউমপাইপের সেতু ভেঙে বিপত্তি। দুধিয়ায় শুক্রবার সূত্রধরের ক্যামেরায়।

বন্ধ ভারী যানবাহন চলাচল

দুধিয়ায় ফের ভাঙল হিউমপাইপের সেতু

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১১ সেপ্টেম্বর : ফের বিপত্তি দুধিয়ায়। জলের তোড়ে ভেসে গেল হিউমপাইপের অস্থায়ী সেতুর একাংশ। অস্থায়ী সেতু ভেঙে যাওয়ায় ফের ভারী যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে গিয়েছে। ফলে অধিক পণ্যবাহী বড় যানবাহনগুলিকে ঘুরপথে সুখিয়াপোখরি হয়ে মিরিকে যাতায়াত করতে হচ্ছে। তবে যাত্রীবাহী এবং পণ্যবাহী ছোট গাড়ি সেনার তৈরি বেইলি ব্রিজ হয়েই যাতায়াত করছে।

পূর্ত দপ্তরের দার্জিলিং হাইওয়ে ডিভিশনের এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার আনন্দময় মণ্ডল বলেন, 'হিউমপাইপের অস্থায়ী সেতুটি গত জুন মাসে ভেঙে যাওয়ার পরে স্থানীয়রা আবার সেটিকে বানিয়েছিলেন। এটা দপ্তর থেকে তৈরি করা হয়নি। ফলে ভেঙে যাওয়া সেতু পুনরায় তৈরির কোনও পরিকল্পনা নেই।' স্থায়ী সেতুর নির্মাণকাজ দ্রুত শেষ করাই দপ্তরের মূল লক্ষ্য বলে তিনি জানিয়েছেন।

অন্যদিকে, মিরিকে বালাসন নদীর ওপর বেইলি ব্রিজ অক্ষত অবস্থাতেই রয়েছে এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা স্বাভাবিক বলে শুক্রবার নবান্নে সাংবাদিক বৈঠকে ডেকে দাবি করেন স্বরাষ্ট্রসচিব সংঘমিত্রা ঘোষ। যোগাযোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন বলে যে প্রচার চলছে, তা সঠিক নয় বলে জানিয়েছেন তিনি। পাশাপাশি স্বরাষ্ট্রসচিব বলেছেন, 'ওখানে পূর্ত দপ্তর একটি স্থায়ী সেতু নির্মাণ করছে। কাজ যথাসময়েই শেষ হবে।'

গত বছরের ৪ অক্টোবর পাহাড়ে ভারী বর্ষণের জেরে বালাসন নদীতে তীব্র জলস্ফীতি হয়। জলের স্রোতে দুধিয়ার বহু পুরোনো লোহার সেতু ভেঙে যায়। ফলে মিরিকের সঙ্গে শিলিগুড়ির সড়ক যোগাযোগের অন্যতম প্রধান রাস্তা বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। পরে ওই ভাঙা সেতুর পাশে অস্থায়ীভাবে হিউমপাইপের সেতু তৈরি করা হয়। এদিকে চলতি বছরের ১৮ জুন রাত থেকে পাহাড়ে ভারী বৃষ্টির জেরে বালাসনে ফের তীব্র জলস্ফীতি হয়। ১৯ জুন ভোরে হিউমপাইপের সেতুর একাংশ জলের স্রোতে ভেঙে যায়। পরে সেনার তরফে একটি বেইলি ব্রিজ তৈরি করা হয়। পাশাপাশি হেঁটে নদী পারাপারের জন্য হিউমপাইপের ভেঙে যাওয়া সেতুর ওপরে একটি লোহার সেতুও তৈরি করা হয়। ৯ জুলাই সেনার তৈরি বেইলি ব্রিজ হয়ে যানবাহন চলাচল শুরু হয়। এর পরেই হেঁটে পারাপারের জন্য তৈরি অস্থায়ী সেতুটি খুলে ফেলা হয়। তবে প্রশাসন বেইলি ব্রিজ হয়ে ভারী যানবাহন চলাচল নিয়ন্ত্রণ করায় পণ্যবাহী অনেক গাড়িকে সুখিয়াপোখরি হয়ে ঘুরপথে চলাচল করতে হচ্ছিল।

> **স্থানীয় বাসিন্দারা শ্রম দিয়ে হিউমপাইপের সেতুটির পুনর্নির্মাণ করেছিলেন। এই সেতু দিয়ে অনেক যানবাহন পারাপার হচ্ছিল। সেটিও ভেঙে গেল।**
>
> **অনুপ গদাল** *এলাকাবাসী*

এই পরিস্থিতিতে স্থানীয়রা ভেঙে যাওয়া হিউমপাইপের সেতুটির পুনর্নির্মাণ করেন। স্থানীয়দের শ্রমেই সেতুটি মেরামত করা হয়। তাঁদের যুক্তি, পণ্যবাহী যানবাহন চলাচল না করায় ব্যবসা মার খাচ্ছিল। গত দু'মাস ধরে সেখান দিয়েই কিছু ভারী যানবাহন চলাচল করছিল। বৃহস্পতিবার রাতে পাহাড়ে ভারী বৃষ্টির জেরে বালাসনে জল বেড়ে যায়। জলের স্রোতে শুক্রবার ভোরে হিউমপাইপ সহ সেতুর একাংশ পুনরায় ভেসে যায়।

দুধিয়ার বাসিন্দা তথা বিজেপি নেতা অনুপ গদাল বলেন, 'সেনার বেইলি ব্রিজ দিয়ে প্রথম থেকেই যানবাহন চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে। সেই ব্রিজ দিয়ে ভারী যানবাহন চলাচল করা নিষিদ্ধ। সেইজন্য স্থানীয় বাসিন্দারা শ্রম দিয়ে হিউমপাইপের সেতুটির পুনর্নির্মাণ করেছিলেন। এই সেতু দিয়ে অনেক যানবাহন পারাপার হচ্ছিল। সেটিও ভেঙে গেল।'

১০২টি গ্যাস সিলিন্ডার উদ্ধার

ইসলামপুর, ১১ সেপ্টেম্বর : মহকুমা প্রশাসন ও পুলিশের যৌথ অভিযানে শুক্রবার ইসলামপুর শহরের পুরোনো বাসস্ট্যান্ড এলাকার একটি দোকান থেকে ১০২টি রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডার উদ্ধার হয়েছে। এর মধ্যে ৫৬টি ভর্তি রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডার, ১২টি ভর্তি বাণিজ্যিক সিলিন্ডার এবং ৩৪টি খালি সিলিন্ডার রয়েছে। দোকানটিতে রান্নার চুল্লি সহ অন্যান্য উপকরণ বিক্রি করা হত। কালোবাজারির উদ্দেশ্যেই সিলিন্ডারগুলি মজুত করা হয়েছিল বলে অভিযানকারীদের অনুমান। এত পরিমাণ সিলিন্ডার ব্যবসায়ী কোন উৎস থেকে পেয়েছেন, তা খতিয়ে দেখছে তদন্তকারী দল।

ইসলামপুরের মহকুমা শাসক রুশালী ক্লার বলেন, 'আমাদের কাছে গোপন সূত্রে খবর ছিল। পুলিশকে জানিয়ে আমরা এদিন অভিযান চালিয়েছি। নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী পরিমাণের তুলনায় বেশি মজুত রাখা আইনত দণ্ডনীয়। গোটা বিষয়টি আমরা গভীরভাবে তদন্ত করে দেখছি।'

ইসলামপুরের পুলিশ সুপার রাকেশ সিং বলেন, 'এই ঘটনায় পুরাতনপল্লির বাসিন্দা ভাস্কর রায় নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পুরোনো বাসস্ট্যান্ডে ওই ব্যক্তির গুদামে সিলিন্ডারগুলি অবৈধভাবে মজুত করা হয়েছিল। এই চক্রে আরও কারা জড়িত তা নিয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে।'

গয়না চুরি

ফাঁসিদেওয়া, ১১ সেপ্টেম্বর : পরিবারের অসুস্থ সদস্যকে হাসপাতালে ভর্তি করাতে গিয়েছিলেন সবাই। আর বাড়ি ফাঁকা থাকার সুযোগে দরজার তালা ভেঙে লক্ষাধিক নগদ ও সোনার গয়না নিয়ে চম্পট দিল একদল দুষ্কৃতী। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে ঘটনাটি ঘটে ফাঁসিদেওয়া ব্লকের গোয়ালটুলি এলাকায়। ওই বাড়ির মালিকের দাবি, সব মিলিয়ে প্রায় লক্ষাধিক টাকার সামগ্রী চুরি গিয়েছে।

ঘটনার পর ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। শুক্রবার ওই পরিবার থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে। পুলিশ এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে দুষ্কৃতীদের চিহ্নিত করার কাজ শুরু করেছে।

গোয়ালটুলির রাকেশ আলমের বাবা বৃহস্পতিবার বিকেলে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। দীর্ঘক্ষণ অচেতন অবস্থায় থাকায় তাঁকে প্রথমে স্থানীয় হাসপাতাল এবং পরে অবস্থার অবনতি হওয়ায় উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে ভর্তি করা হয়। সন্ধ্যা ৬টার পর ওই বাড়িতে কেউ ছিলেন না। রাত প্রায় তিনটে নাগাদ হাসপাতাল থেকে ফিরে চোখ কপালে ওঠে পরিবারের সকলের।

ব্যাংক ধর্মঘটে ভোগান্তি

শিলিগুড়ি, ১১ সেপ্টেম্বর : সপ্তাহে পাঁচদিন কাজ, বেতন বৈষম্য বন্ধ করা সহ বেশ কয়েক দফা দাবি নিয়ে শুক্রবার দেশব্যাপী ধর্মঘট পালন করল ইউনাইটেড ফোরাম অফ ব্যাংক ইউনিয়ন। এর জেরে সমস্ত সরকারি, বেসরকারি ব্যাংকের শাখা ও এটিএম কাউন্টার বন্ধ ছিল। শিলিগুড়ি, ইসলামপুরের মতো জায়গাতেও ধর্মঘটের প্রভাব পড়ে। শুক্রবার ধর্মঘটের পর শনি ও রবিবার ব্যাংক বন্ধ। এমন পরিস্থিতিতে ব্যাংক থেকে টাকা তোলা, জমা দেওয়া সহ অন্যান্য কাজে সাধারণ মানুষকে সমস্যায় পড়তে হয়। তবে ধর্মঘটের বিষয়ে আগাম খবর পাওয়ায় অনেকে ব্যাংকের কাজ আগেই সেরে রেখেছিলেন বলে জানান। যাঁরা ধর্মঘটের বিষয়টি জানতেন না, তাঁরা অবশ্য সমস্যায় পড়েন। তবে সোমবার থেকে ব্যাংকিং পরিষেবা স্বাভাবিক হবে।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক ব্যাংক কর্মচারী সমিতির দার্জিলিং জেলার সভাপতি লক্ষ্মী মাহাতো বলেন, 'আমাদের ধর্মঘট সফল হয়েছে। সরকার যদি আমাদের দাবি না মানে, তাহলে আগামী ২৮ থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ফের ধর্মঘট করব। সেই নোটিশ সরকারকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেই তিনদিনের ধর্মঘটের পরও যদি দাবি না মানে, তাহলে ২৬ অক্টোবর থেকে লাগাতার ব্যাংক ধর্মঘট হবে। ২০২৪ সালের মার্চ মাসে সরকারের সঙ্গে যা চুক্তি হয়েছিল, সেই দাবি মানতে হবে।' এদিন স্টেশন ফিডার রোডে একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের গ্রাহক সুরেশ আগরওয়াল সোনার গয়না বন্ধক রেখে ঋণ নিতে ব্যাংকে গিয়েছিলেন। কিন্তু ব্যাংক বন্ধ থাকায় তাঁকে ফিরতে হয়। সুরেশ বলেন, 'ব্যবসার সামগ্রী কেনার জন্য টাকা দরকার ছিল। কিন্তু ব্যাংক যে বন্ধ, তা জানা ছিল না।' হিলকার্ট রোডের রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের গ্রাহক তুহিন সরকারও এদিন টাকা জমা দিতে এসে ফিরে যান।

ইসলামপুর মহকুমাতেও এদিন সমস্ত সরকারি ও বেসরকারি ব্যাংক বন্ধ ছিল। ধর্মঘটের জেরে পরিষেবা নিতে গিয়ে হয়রানির মুখে পড়তে হয়েছে সাধারণ গ্রাহকদের।

দুই দুর্ঘটনায় জখম ৫

চোপড়া, ১১ সেপ্টেম্বর : চোপড়া থানার আন্ধারুগছ এলাকায় শুক্রবার পিকআপ ভ্যান ও বাইকের সংঘর্ষে গুরুতর জখম হয়েছেন দুই বাইক আরোহী। পিকআপ ভ্যানটি কাঁচাকালি থেকে দাসপাড়ার দিকে যাচ্ছিল। তখন উলটো দিক থেকে আসা একটি বাইকের সঙ্গে ভ্যানটির সংঘর্ষ হয়। দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম দুজনকে স্থানীয়রা উদ্ধার করে দলুয়া ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যান। তাঁদের মধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাঁকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

চোপড়া-দাসপাড়াগামী রাজ্য সড়কের দিদিকলোনি এলাকায় শুক্রবার দুটি বাইকের সংঘর্ষে গুরুতর জখম হয়েছেন তিনজন। তাঁদের প্রথমে দলুয়া ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। তবে অবস্থার অবনতি হওয়ায় তিনজনকে ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাইক দুটিকে আটক করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

টাকা ফেরত

শিলিগুড়ি, ১১ সেপ্টেম্বর : দেড় লক্ষ টাকা উধাও হওয়ার ঘটনায় এক লক্ষ উনচল্লিশ হাজার টাকা প্রকৃত মালিকের হাতে তুলে দিল খালপাড়া ফাঁড়ির পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, নেহরু রোডের বাসিন্দা বিনয় প্রসাদ বৃহস্পতিবার গাড়িতেই টাকা রেখে লোডিংয়ের নজরদারি চালাচ্ছিলেন। ওই সময়ই টাকা উধাও হয়ে যায়। এরপরই তিনি খালপাড়া ফাঁড়ির দ্বারস্থ হন। পুলিশ তদন্তে নেমে খালপাড়া ফাঁড়ি এলাকাতেই এদিন দুই শ্রমিকের কাছ থেকে ওই টাকা উদ্ধার করে বিনয়ের হাতে তুলে দেন। ঘটনায় পরবর্তীতে অবশ্য লিখিত আকারে অভিযোগ দায়ের করা হয়নি।

ধৃত চার দুষ্কৃতী

শিলিগুড়ি, ১১ সেপ্টেম্বর : গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে চার দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করল ভক্তিনগর থানার পুলিশ। ধৃতদের মধ্যে অমিত শেরপা ও লক্ষ্মণ রাউত শাস্ত্রীনগরের বাসিন্দা। হরেন দাস বোতল কোম্পানি ও অশোক সাহানি প্রকাশনগর এলাকার বাসিন্দা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার গভীর রাতে পুলিশের কাছে খবর আসে, চম্পাসারির মহানন্দা ব্রিজ সংলগ্ন ভক্তিনগর থানা এলাকার কয়েকজন জমায়েত হয়েছে। অভিযান চালিয়ে চারজনকে ধরতে সমর্থ হয় পুলিশ। ধৃতদের এদিন জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তোলা হলে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

সভা

খড়িবাড়ি, ১১ সেপ্টেম্বর : ২০২৬ সালের মধ্যে দেশকে বাল্যবিবাহমুক্ত করার লক্ষ্যে শুক্রবার খড়িবাড়ি জেআর হিন্দি হাইস্কুলে সচেতনতামূলক প্রচার কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হল। একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ও দার্জিলিং পুলিশের যৌথ উদ্যোগে এই কর্মসূচি হয়। উপস্থিত ছিলেন পড়ুয়া ও শিক্ষক-শিক্ষিকারা। স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা মমতা সিং বলেন, 'গ্রামীণ এলাকায় বাল্যবিবাহ নিয়ে সচেতনতা জরুরি। সন্তানদের স্বাবলম্বী করে সঠিক বয়সে বিয়ে দেওয়া উচিত। বাল্যবিবাহ শিশুর অধিকার ও স্বাস্থ্যের পরিপন্থী।'

গ্রেপ্তার এক

শিলিগুড়ি, ১১ সেপ্টেম্বর : চুরির মোবাইল ফোন বিক্রি করতে ধরা পড়ে গেলেন নকশালবাড়ির বাসিন্দা শুভ্রনীল গোস্বামী নামের এক তরুণ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার গোপন সূত্রে খবর আসে, এক তরুণ কয়েকটি মোবাইল ফোন নিয়ে বিশ্বাস কলোনি এলাকায় ঘোরাঘুরি করছেন। এরপর পুলিশ ওই তরুণকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করে। তল্লাশি চালাতেই তাঁর কাছ থেকে ছয়টি মোবাইল ফোন উদ্ধার হয়। পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে পারে, ওই তরুণ ছয়টি মোবাইল ফোন বিভিন্ন জায়গা থেকে চুরি করেছেন। ধৃতকে এদিন শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। মোবাইল ফোনগুলো কার, খোঁজ করছে পুলিশ।

ইয়াবা বাজেয়াপ্ত

শিলিগুড়ি, ১১ সেপ্টেম্বর : বিপুল পরিমাণ ইয়াবা ট্যাবলেট সহ চারজনকে গ্রেপ্তার করল এনজেপি জিআরপি। ধৃতরা হলেন ছৈফুল হক, ইসমাইল আলি, লাভলি বিবি ও রোজিনা খাতুন। তাঁদের কাছ থেকে প্রায় ২.২৪০ কেজি ইয়াবা ট্যাবলেট বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ধৃতরা সকলেই কোচবিহার জেলার বাসিন্দা। শুক্রবার তাঁদের জলপাইগুড়ি আদালতে পেশ করা হলে পাঁচদিনের পুলিশি রিমান্ডের নির্দেশ দেওয়া হয়।

চারদিকে জল, এক টুকরো ডাঙা কোথায়...

আজাদ

মানিকচক, ১১ সেপ্টেম্বর : চারদিকে ঘোলা জল। থইথই করছে। কোথাও বাড়ির দরজা-জানলা পর্যন্ত জলের দখলে, কোথাও জলের বুক থেকে শুধু ছাদটুকু মাথা তুলে আছে। যে রাস্তায় প্রতিদিন মানুষের যাতায়াত ছিল, সেখানে এখন নৌকা চলছে। মাঠ নেই, বাজার নেই, চেনা পথ নেই।

যত দূর চোখ যায়, শুধু জল আর জল। সাতদিন ধরে সেই জল দেখতে দেখতে ক্লান্ত ভূতনির মানুষের চোখ। এখন তাঁদের কাছে খাবার বা ত্রাণের চেয়েও যেন বেশি মূল্যবান হয়ে উঠেছে এক টুকরো শুকনো ডাঙা।

'চারদিকে ধু-ধু জল দেখতে দেখতে চোখ পচে গেল। কতদিন হয়ে গেল ডাঙা জমি দেখি না।' এটাই এখন ভূতনির মানুষের হাহাকার।

গত বৃহস্পতিবার সাতসকালে রিংবাঁধ ভেঙে ভূতনির লোকালয়ে জল ঢুকতে শুরু করেছিল। গঙ্গার প্রবল স্রোতে নতুন রিংবাঁধের প্রায় দেড় কিলোমিটার অংশের আর কোনও অস্তিত্ব নেই। সেই বিশাল খোলা অংশ দিয়ে গত সাতদিন ধরে জল ঢুকেই চলেছে। ভূতনির তিনটি গ্রাম পঞ্চায়েতের ১০০ শতাংশ এলাকা এখন জলমগ্ন। রিংবাঁধ ছাড়া প্রায় গোটা ভূতনিই গঙ্গার জলের দখলে।

ভূতনির রাস্তাঘাট, বাজার, থানা, হাসপাতাল, খেলার মাঠ, কৃষিজমি— সবই এখন জলের নীচে। মথুরাপুর ভূতনি ব্রিজ থেকে উত্তর চণ্ডীপুর ও হীরানন্দপুর যাওয়ার প্রায় ১৭ কিলোমিটার ঢালাই রাস্তাতেও থইথই করছে জল। গত শনিবার সন্ধ্যার পর থেকে সড়কপথে ভূতনির সঙ্গে যোগাযোগ পুরোপুরি বন্ধ। নীচু এলাকাগুলি প্রথমেই ডুবেছে।

এই জলের মধ্যে উঁচু ডাঙা বলতে এখন শুধু রিংবাঁধ। জল বাড়তে শুরু করলেও প্রথম দিকে অধিকাংশ মানুষ নিজেদের বাড়ি আঁকড়ে ছিলেন। পরে জল আরও বাড়লে ভয় এবং প্রশাসনের পরামর্শে অনেকে বাড়ি ছেড়ে আশ্রয় নেন শিবিরে। আরও জল বাড়ায় ছেলেমেয়েদের নিয়ে অনেকে উঠে আসেন রিংবাঁধের ওপর। ভূতনির জনসংখ্যা দেড় লক্ষেরও বেশি। ফলে বাঁধের ওপর সামান্য শুকনো জায়গার জন্যও লড়াই শুরু হয়েছে। এক টুকরো ডাঙায় মাথা গোঁজার লড়াই।

তবে এখনও বেশিরভাগ মানুষ নিজেদের বাড়িতেই পড়ে রয়েছেন। কেউ বাড়ির ছাদে, কেউ টিনের চালের ওপর দিন কাটাচ্ছেন। ছোট ও বয়স্কদের অনেককেই আগে নিরাপদ জায়গায় পাঠানো হয়েছে। নিরাপত্তার কথা ভেবে, বিশেষত শিশুদের, কেউ কেউ ভূতনির বাইরে আত্মীয়দের বাড়িতেও পাঠিয়েছেন।

উত্তর চণ্ডীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের থানাপাড়ার ৭৮ বছরের বিধবা জুলেখা বেওয়ার বাড়ির সামনেই এক সময় ছিল মূল রাস্তা। এখন সেই রাস্তার ওপর একগলা জল। একতলা বাড়ির ছাদে বসে থাকেন বৃদ্ধা। নৌকা বাড়ির পাশ দিয়ে গেলেই ডাক দেন। জলের মধ্যে বসে তাঁর একটাই প্রশ্ন, 'জল কবে নামবে বলতে পারো? প্রতিদিন তো জল বেড়েই চলেছে।'

১৪ বছর বয়সে বিয়ে হয়ে ভূতনিতে এসেছিলেন জুলেখা। তখন কোনও বাঁধ ছিল না। জীবনে অনেক বন্যা দেখেছেন। তাঁর ভিটাবাড়ি উঁচু হওয়ায় কোনওদিন জল ঢোকেনি। কিন্তু এবারের জল যেন তাঁর চেনা ভূতনিটাকেই মুছে দিয়েছে। জুলেখার কথায়, 'তখন তো কোনও বাঁধ ছিল না। অনেক বন্যা দেখেছি। আমাদের ভিটাবাড়ি উঁচু থাকায় কোনওদিন জল ঢোকেনি। কিন্তু এবারে গত সাতদিন ধরে চারদিকে জল দেখতে দেখতে চোখ যেন পচে গেল। যত দূর চারদিকে চোখ যাচ্ছে, কোথাও এক টুকরো ডাঙা জমি দেখতে পাচ্ছি না।'

জলের মধ্যে নৌকায় দেখা হয়ে গেল পাঁচ বছরের পায়েল ও তার ১২ বছরের দাদা সোমনাথের সঙ্গে। উত্তর চণ্ডীপুর স্কুলপাড়ায় তাদের বাড়ি। নৌকা স্কুলপাড়ার কাছে পৌঁছাতেই এক বাড়ির সামনে থেকে ডাক আসে।

একগলা জল ভেঙে টিনের ডিঙি নৌকা নিয়ে ছেলেমেয়েদের কাছে হাজির হন বাবা কার্তিক মণ্ডল। কার্তিক বলেন, 'জল বাড়তেই আমার ছোট দুই ছেলেমেয়েকে সামসী মাসির বাড়িতে রেখে এসেছিলাম। তবে গত দু'দিন থেকে বাড়ি আসার জন্য আমার মেয়ে কেঁদেই চলেছে। রাতে ভয়ে ঘুমোতে পারি না।'

সাতদিন ধরে জল দেখতে দেখতে ক্লান্ত চোখগুলির তাই এখন একটাই অপেক্ষা, কবে জল নামবে। কবে আবার জলের নীচ থেকে জেগে উঠবে রাস্তা, মাঠ, বাজার আর চেনা ভিটে। কবে চোখের সামনে ফিরবে এক টুকরো শুকনো মাটি।

জল ঢুকেছে দরজায়। ঘরবন্দি জীবন। মানিকচকে শুক্রবার।

বাল্যবিবাহ রোধ

মোথাবাড়ি, ১১ সেপ্টেম্বর : শুক্রবার পরপর দুটি বাল্যবিবাহ রুখল মোথাবাড়ি ব্লক প্রশাসন। প্রথম ঘটনাটি ঘটে মোথাবাড়ি থানার কামালপাড়া এলাকায়। খবর পেয়ে প্রশাসনের আধিকারিক, পুলিশ ও আইসিডিএস সুপারভাইজাররা পৌঁছে ১৫ বছরের নাবালিকার বিয়ে বন্ধ করেন। পরে চাইল্ড হেল্পলাইনের কর্মীর সহযোগিতায় তাকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসা হয়। অন্য ঘটনাটি ঘটে কালিয়াচক-২ নম্বর ব্লকের হামিদপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের টোফি এলাকায়। সেখানেও বিয়ে বন্ধ করে নাবালিকাকে উদ্ধার করা হয় এবং তার বয়ান নেওয়া হয়।

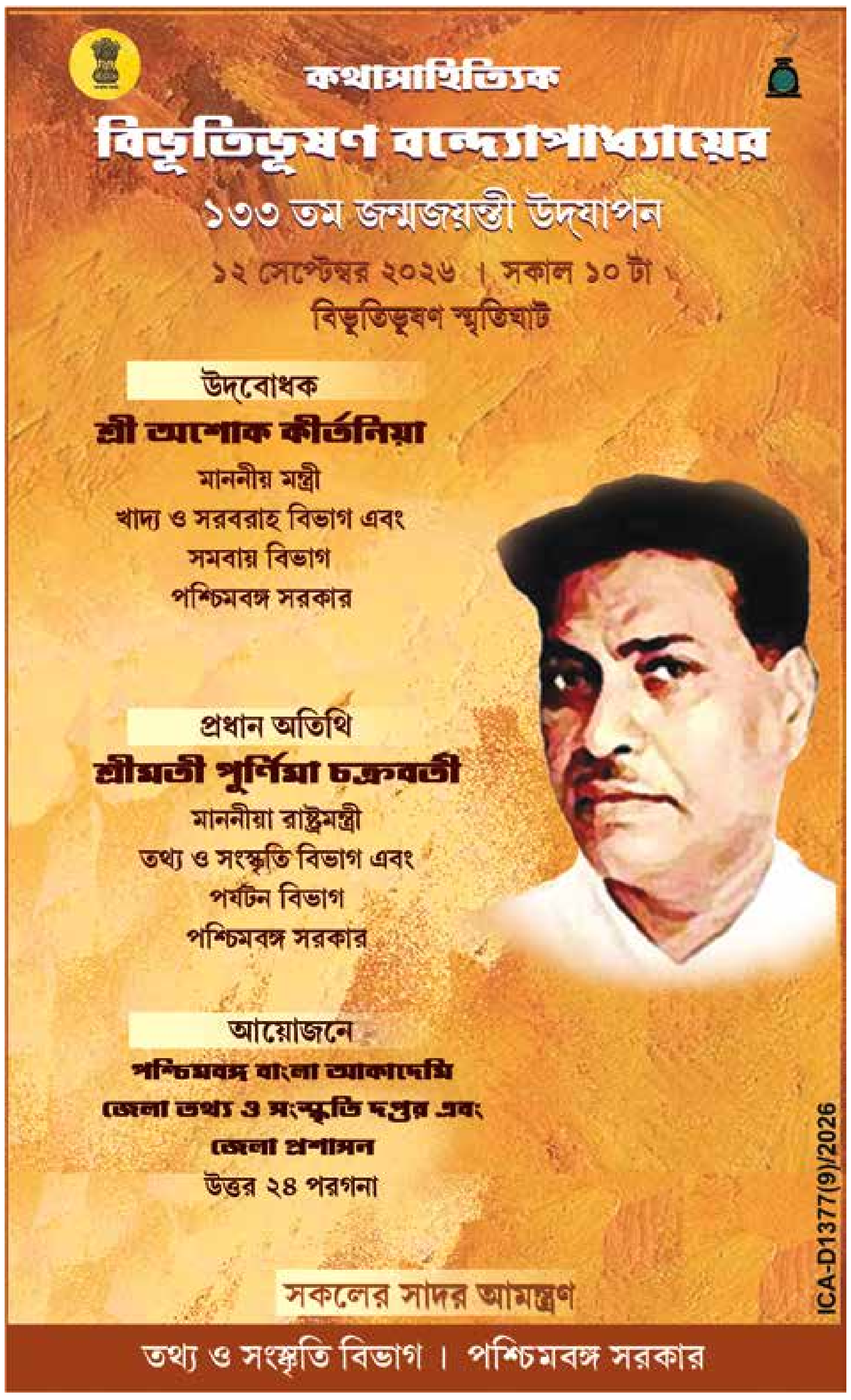

বাঘিনী আনতে বিহারে ১৫ জনের দল

অভিজিৎ ঘোষ

কাল যাবে বিহারে

আলিপুরদুয়ার, ১১ সেপ্টেম্বর : বাঘিনী আনতে রবিবার বিহারের বাল্মীকি টাইগার রিজার্ভের উদ্দেশে পাড়ি দিচ্ছে বক্সা টাইগার রিজার্ভের বনকর্মী ও পশুচিকিৎসকদের ১৫ জনের বিশেষ দল। তবে ওই দলের সদস্যরা প্রথমবার এই ধরনের কাজে অংশ নেওয়ায় বক্সা টাইগার রিজার্ভকে সহযোগিতার জন্য সুন্দরবনের অভিজ্ঞ বনকর্মীদের একটি দলকে বিহারে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য বন দপ্তর। সহযোগিতা করছেন ওয়াইল্ডলাইফ ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়া এবং ন্যাশনাল টাইগার কনজারভেশন অথরিটির সদস্যরাও। ওই দুই সংস্থার প্রতিনিধিরাও বিহারে যাচ্ছেন।

২ অক্টোবর বক্সায় বাঘিনী ছাড়া হবে। এই মুহূর্তে বন দপ্তরের ব্যস্ততা চরমে। জানা গিয়েছে, ইতিমধ্যে বাল্মীকি টাইগার রিজার্ভ কর্তৃপক্ষ চার থেকে পাঁচটি বাঘিনীর বায়োডেটা তৈরি করে রেখেছে। এখন বাঘিনী চিহ্নিত করা বাকি। সুন্দরবনের দলের থেকে সেই পরামর্শ নেওয়া হবে। সুন্দরবনের বনকর্মীরা বাঘেদের চরিত্র ভালো জানেন। বিভিন্ন জরুরি পরিস্থিতি সামলেছেন। তাই সুন্দরবনের বনকর্মীদের ভূমিকা অনেকটাই গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে বক্সায় বাঘ ফেরাতে।

বক্সা টাইগার রিজার্ভের দলটিকে ১৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে বাল্মীকি টাইগার রিজার্ভে পৌঁছানোর নির্দেশ দেওয়া রয়েছে। বক্সা টাইগার রিজার্ভের এক বনকর্তা বলেন, 'রবিবার বনকর্মীদের দল বিহারে পৌঁছে বিভিন্ন কাজ করবেন। প্রথমে বাঘ চিহ্নিত করা হবে। এরপর সেটিকে খুঁজে বের করে ঘুমপাড়ানি গুলি দিয়ে কাবু করতে হবে। তারপর নিয়ে আসার পালা।' এই পুরো কাজ ১০-১৫ দিনের মধ্যে শেষ করতে রুটম্যাপ তৈরি করছে বন দপ্তর। সমস্ত কাজে নজর রাখা হচ্ছে। ন্যাশনাল টাইগার কনজারভেশন অথরিটির একটি প্রতিনিধিদল আবার বক্সাতেও আসছে। বাঘ ছাড়ার জন্য কী কী প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে তা খতিয়ে দেখার জন্য।

সেপ্টেম্বরের প্রথমেই ওই প্রতিনিধিদলের আসার কথা ছিল। তবে দলটি আগামী কয়েকদিনের মধ্যে আসবে বলে জানানো হয়েছে। ওই দল এসে নতুন কিছু পরামর্শ দিলে তা দ্রুত করতে হবে। বাঘিনী ছাড়ার আগে হাতে সময় বলতে আর তিন সপ্তাহ। তাই ওই দল নতুন কোনও নির্দেশ দিলে তা আগেভাগেই শেষ করতে চায় বক্সা টাইগার রিজার্ভ কর্তৃপক্ষ। ২৫ সেপ্টেম্বরের পর আর নতুন কোনও কাজ বাকি রাখতে চাইছেন না বনকর্তারা। বক্সা টাইগার রিজার্ভের যে দলটি বাঘিনী আনতে যাবে, সেটি পুরোপুরি তৈরি। দলের ১৫ জন সদস্যের প্রশিক্ষণ হয়েছে।

স্কুলে মারামারি, চার পড়ুয়ার শাস্তি

বাগডোগরা, ১১ সেপ্টেম্বর : আঠারোখাইয়ের শ্রীনরসিংহ বিদ্যাপীঠে ছাত্রদের মধ্যে মারামারির ঘটনায় কর্তৃপক্ষ চার পড়ুয়ার অনির্দিষ্টকালের জন্য স্কুলে ঢোকা বন্ধ করল। এক পড়ুয়ার অভিভাবক তাঁর ছেলেকে মারধরের অভিযোগে মাটিগাড়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। স্কুলের প্রধান শিক্ষক রথীন খাসনবিশ জানান, গত বুধবার প্রার্থনার পর ক্লাসে ঢোকার আগে ক্লাসরুমের সামনে ঘটনাটি ঘটে। আহত পড়ুয়াকে দ্রুত প্রাথমিক চিকিৎসা করানো হয়। পাশাপাশি অভিযুক্ত চার পড়ুয়া ও তাদের অভিভাবকদের ডেকে সতর্ক করে দেওয়া হয়।

তাঁদের ছেলেকে সাইকেলের চেন দিয়ে মাথা, মুখ ও পিঠে অমানবিকভাবে মারধর করা হয়েছে বলে শুক্রবার নবম শ্রেণির ওই পড়ুয়ার বাবা-মা এবং প্রতিবেশীরা প্রধান শিক্ষকের কাছে গিয়ে অভিযোগ করেন। ছেলের নিরাপত্তায় স্কুল কী ব্যবস্থা নেবে, তাঁরা তাও জানতে চান। প্রধান শিক্ষক তাঁদের বলেন, 'যে চার ছাত্র মারধর করেছে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। আপনাদের অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তদন্ত করছে। আপনারা যদি অভিযোগ করেন সেটা স্কুলের তরফে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো হবে।' ভবিষ্যতে এই ধরনের ঘটনা যাতে না ঘটে সেটাও দেখা হবে বলে তিনি আশ্বাস দেন।

এদিকে, এই ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করে বিজেপির আঠারোখাই মণ্ডল সভাপতি সুভাষ ঘোষ বলেন, 'স্কুলের অন্দরে এমন ঘটনা আগেও ঘটেছে। কর্তৃপক্ষের উদাসীনতার কারণেই এমন ঘটনা ঘটে চলেছে।'

উৎকর্ষ বৃদ্ধির সভা শিলিগুড়িতে

শিলিগুড়ি, ১১ সেপ্টেম্বর : উত্তরবঙ্গের দুঃস্থ ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের বিনামূল্যে প্রতিযোগিতামূলক চাকরির পরীক্ষার প্রস্তুতিতে সহায় হতে উদ্যোগী হল দার্জিলিং ওয়েলফেয়ার সোসাইটি (ডিডব্লিউএস)। প্রশিক্ষণের মান আরও উন্নত করতে তারা একটি বেসরকারি কোচিং সংস্থার সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। এই যৌথ উদ্যোগের অঙ্গ হিসেবেই শুক্রবার শিলিগুড়ির সেলেশিয়ান কলেজে ডিডব্লিউএস-এর তরফে আয়োজিত হয় আলোচনা সভা 'উৎকর্ষ'।

উপস্থিত ছিলেন ডিডব্লিউএস-এর সভাপতি তথা রাজ্যসভার সাংসদ হর্ষবর্ধন শ্রিংলা সহ বেসরকারি কোচিং সংস্থার প্রতিনিধিরা। কীভাবে পড়াশোনা করলে চাকরির সুযোগ বাড়বে তা নিয়ে ডিডব্লিউএস-এর প্রায় ২০০ জন পড়ুয়ার সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। অনুষ্ঠানে পড়ুয়ারা যেমন সাংসদের নানা প্রশ্নের উত্তর দেন, তেমনই নিজেদের অভাব-অভিযোগ ও ভাবনার কথাও তাঁর কাছে তুলে ধরেন।

শ্রিংলা বলেন, 'বর্তমানে উত্তরবঙ্গের ৫০৭১ জন ছেলেমেয়েকে আমরা বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ দিচ্ছি। পাহাড় ও চা বাগান সহ বিভিন্ন প্রত্যন্ত এলাকার পড়ুয়ারা এই সুবিধা পাচ্ছে।' তিনি আরও জানান, ইউপিএসসি, ডব্লিউবিসিএস, পুলিশ এবং ব্যাংকিং সহ মোট ১৬টি প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য এখানে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে।

ডিডব্লিউএস থেকে বিনামূল্যে কোচিং নিয়ে সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সিভিল সার্ভিসে (ডব্লিউবিসিএস) চাকরি পেয়েছেন ছোরেং লামা। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে নতুনদের সামনে নিজের সাফল্যের অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন তিনি।

তৃণমূল ও আরপিআই সংঘর্ষে জখম ৬

গোয়ালপোখর, ১১ সেপ্টেম্বর : দলবদলকে কেন্দ্র করে তৃণমূল কংগ্রেস ও রিপাবলিকান পার্টি অফ ইন্ডিয়া (আরপিআই) কর্মীদের সংঘর্ষে উত্তপ্ত হয়ে উঠল গোয়ালপোখর। শুক্রবার গোয়াগাঁও-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের মঝগাঁও এলাকায় ঘটনাটি ঘটে। সংঘর্ষে এক কিশোরী সহ চার আরপিআই কর্মী গুরুতর জখম হয়েছেন বলে অভিযোগ। তৃণমূলের দাবি, তাঁদের দলের দুই কর্মী জখম হয়েছেন। সংঘর্ষের খবর পেয়ে গোয়ালপোখর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। নতুন করে যাতে অশান্তি না ছড়ায় সেজন্য অতিরিক্ত পুলিশবাহিনী মোতায়েন করা হয়। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার মজলিশপুর এলাকার কয়েকজন তৃণমূল কর্মী আরপিআই-এ যোগদান করেন। সেই নিয়ে এদিন দুই পক্ষের মধ্যে প্রথমে বচসা শুরু হয়, মুহূর্তে তা রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের রূপ নেয়। আরপিআই-এর উত্তর দিনাজপুর জেলার সংখ্যালঘু সেলের সভাপতি নজির আখতারের অভিযোগ, 'গোয়াগাঁও গ্রাম পঞ্চায়েতের

দলবদলকে কেন্দ্র করে ঘটনার সূত্রপাত

তৃণমূল সদস্য আব্দুল করিম ও তাঁর অনুগামীরা ধারালো অস্ত্র নিয়ে আরপিআই কর্মীদের উপর অতর্কিত হামলা চালায়। এই হামলায় দলের গোয়ালপোখরের যুব সভাপতি সাদ্দাম হুসেন, খুরশেদ আলম, সাজিদ আলম এবং ১৭ বছরের এক কিশোরী গুরুতর আহত হন।'

তিনি আরও জানান, স্থানীয়দের সহায়তায় জখমদের উদ্ধার করে প্রথমে লোধন প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। তবে শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁদের ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। আক্রান্তদের পরিবার থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে। যদিও তৃণমূলের গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য আব্দুল করিম যাবতীয় অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে দাবি করেছেন। তাঁর বক্তব্য, 'যে কেউ যে কোনও দল করতেই পারেন। সাদ্দাম হুসেন লোকজন নিয়ে আমাদের উপর আগে আক্রমণ করেছিল। প্রতিহত করতে গিয়ে আমাদের দলের দুজন জখম হয়েছেন।'

বন শহিদ দিবস

শিলিগুড়ি, ১১ সেপ্টেম্বর : বন রক্ষা করতে গিয়ে শহিদ হওয়া মানুষজনের স্মরণে শুক্রবার জাতীয় বন শহিদ দিবস পালিত হল। বন দপ্তরের বিভিন্ন রেঞ্জে শ্রদ্ধা জানিয়ে দিনটি পালন করা হয়। শিলিগুড়ির ব্যাংডুবিতে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বনমন্ত্রী মনোজ ওরাওঁ।

উচ্ছেদ আতঙ্কের ফায়দা লুটছে দালালচক্র

লক্ষাধিক টাকায় বিকোচ্ছে নদীর চর

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১১ সেপ্টেম্বর : বাংলা প্রচলিত প্রবাদ রয়েছে, 'কারও পৌষমাস তো কারও সর্বনাশ'। শিলিগুড়িতেও যেন এই প্রবাদেরই বাস্তব সংস্করণ দেখা যাচ্ছে।

একদিকে রেলের জমি থেকে উচ্ছেদের নোটিশ পেয়ে চরম আতঙ্কিত শিলিগুড়ি শহর ও শহরতলির বহু মানুষ। অন্যদিকে, তখনই এই অসহায়তার সুযোগ নিয়ে ময়দানে নেমে পড়েছে পোড়াঝাড়ের জমি দালালচক্র। অভিযোগ, উচ্ছেদের মুখে থাকা দিশেহারা বাসিন্দাদের কাছে মহানন্দা নদীর পাড়ের সরকারি জমি প্লট করে বিক্রি করছে তারা। কাঠাপিছু দাম হাঁকা হচ্ছে ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা। গত কয়েক সপ্তাহে পোড়াঝাড়ে নদীর চরে রাতারাতি বেশ কয়েকটি নতুন ঘরও গজিয়ে উঠেছে।

ফুলবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত পোড়াঝাড় এলাকায় দীর্ঘদিন ধরেই এই দালালচক্র সক্রিয়। অভিযোগ, তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত পূর্বতন সরকারের আমলে বাইরে থেকে লোক এনে সরকারি জমি বিক্রি করে লক্ষ লক্ষ টাকা তুলেছিল এই চক্র। সেসময় শংকর ও যোপেন নামে দুই ব্যক্তির নাম জমির দালাল হিসেবে কুখ্যাত ছিল। রাজনৈতিক পালাবদলের পর দিনকয়েক তাঁরা নিষ্ক্রিয় থাকলেও, বর্তমানে স্থানীয় কয়েকজন বিজেপি নেতার মদতে চক্রটি ফের সক্রিয় হয়ে উঠেছে। জমি বিক্রির এই নতুন কারবারে তাঁদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন প্রদীপ নামে পদ্ম-ঘনিষ্ঠ এক ব্যক্তিও।

যদিও দলের বিরুদ্ধে ওঠা যাবতীয় অভিযোগ অস্বীকার করেছেন পোড়াঝাড়ের ১০৬ নম্বর পার্টের বিজেপি বুথ সভাপতি দিলীপ সরকার। তিনি বলেন, 'বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর এখানে সমস্ত জমি বেচাকেনা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এর সঙ্গে বিজেপির কেউ যুক্ত নন। তাছাড়া এমন কোনও প্রমাণও নেই। শংকর ও যোপেন তৃণমূল আমল থেকেই নদীর পাড়ের জমি কেনাবেচা করেছে।'

চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে সেচ দপ্তর অভিযান চালিয়ে পোড়াঝাড়ের বেশ কয়েকটি বেআইনি নির্মাণ ভেঙে দিয়েছিল। কিন্তু ফের নদীর চর দখল হলেও সেচ দপ্তর বিষয়টি নিয়ে অন্ধকারে। মহানন্দা ব্যারেজ ডিভিশনের এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার প্রিয়ম গোস্বামী বললেন, 'নতুন করে ঘর তৈরির বিষয়টি আমার জানা নেই। সংশ্লিষ্ট এসডিও-কে বিষয়টি খতিয়ে দেখে রিপোর্ট দিতে বলব। এর আগে জেলা শাসকের দপ্তরের নির্দেশে নদীর চরে কত ঘরবাড়ি রয়েছে, তার একটি রিপোর্ট জেলা প্রশাসনকে দিয়েছিলাম। নতুন করে জবরদখল হলে অবশ্যই পদক্ষেপ করা হবে।'

পোড়াঝাড়ে নদীর চরে তৈরি বাড়ি। -সংবাদচিত্র

> **নতুন করে ঘর তৈরির বিষয়টি আমার জানা নেই। সংশ্লিষ্ট এসডিও'কে বিষয়টি খতিয়ে দেখে রিপোর্ট দিতে বলব।**
>
> **প্রিয়ম গোস্বামী**
> *এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, মহানন্দা ব্যারেজ ডিভিশন*

এদিকে, দালালদের খপ্পরে পড়ে সাধারণ মানুষ যাতে সর্বস্বান্ত না হন, সে নিয়ে পথে নেমেছে রামনগর মজদুর বস্তি নাগরিক কমিটি। রামনগর বস্তিতে ইতিমধ্যেই প্রায় ৪০০ বাড়িতে উচ্ছেদের নোটিশ দিয়েছে রেল। কমিটির সভাপতি আশিস রায়ের কথায়, 'টাকা দিয়ে সরকারি জমিতে বসলে সেখান থেকে উচ্ছেদ হতে হবে, তখন আর কিছুই করার থাকবে না। তাই কেউ যেন দালালদের চক্রে পা দিয়ে টাকা জলে না ফেলেন, সে বিষয়ে আমরা প্রচার চালাচ্ছি। শুনেছি, ইতিমধ্যেই কয়েকজন কৃষিজমি কেনার জন্য দালালদের টাকা দিয়ে ফেলেছেন।'

নৌকায় বসে শাক ধোয়া।। *দরিবস ফুলবাড়ির ডুড়ুয়া নদীতে শ্রীবাস মণ্ডলের তোলা ছবি।*

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

ছোটি নেহি, বড়ি ভীম।। *বালুরঘাটে ছবিটি তুলেছেন অভিজিৎ দাস।*

সিভিকের মৃত্যুতে পুনর্তদন্তের নির্দেশ

শাহনাওয়াজের ভোল বদলে চর্চা ইসলামপুরে

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ১১ সেপ্টেম্বর : তিন বছর আগে তৃণমূলের কোন্দলের 'বলি' হয়েছিলেন ইসলামপুরের মাটিকুন্ডার সিভিক ভলান্টিয়ার সাকিব আখতার। সেই মামলায় পুনর্তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে ইসলামপুর আদালত। মৃতের দাদা শাহনাওয়াজ আলমের আবেদনে সাড়া দিয়ে আদালত এমন নির্দেশ দিয়েছে বলে জানিয়েছেন তাঁর পক্ষের আইনজীবী। প্রভাব খাটিয়ে সেই সময় চার্জশিট থেকে তৃণমূলের প্রাক্তন ব্লক সভাপতি জাকির হুসেনের নাম বাদ দেওয়া হয়েছিল বলে শাহনাওয়াজের অভিযোগ। জাকির তৎকালীন তৃণমূল জেলা সভাপতি তথা বর্তমানে ইসলামপুরের বিধায়ক কানাইয়ালাল আগারওয়ালের 'ডানহাত' এবং 'ভোট ম্যানেজার' বলে রাজনৈতিক মহলে পরিচিত। তবে বিধানসভা ভোটের ফল ঘোষণার পর থেকে জাকির এলাকাছাড়া। যদিও গত পঞ্চায়েত ভোটে তাঁর সঙ্গেই হাত মিলিয়েছিলেন শাহনাওয়াজ। অন্যদিকে, আদালতের নির্দেশ মেনে তদন্ত হবে বলে জানিয়েছেন পুলিশ সুপার রাকেশ সিং।

২০২৩ সালের ৮ মার্চ মাটিকুন্ডায় তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষ হয়। অজস্র বোমা ও গুলি তাতে ব্যবহৃত হয়েছিল। মেহবুব আলম বনাম শাহনাওয়াজ গোষ্ঠীর লড়াইয়ে মাথায় গুলি লেগে প্রাণ গিয়েছিল সিভিক ভলান্টিয়ার সাকিবের। মেহবুব আবার জাকির-ঘনিষ্ঠ। সেই সময় শাহনাওয়াজ ছিলেন আবদুল করিম চৌধুরী শিবিরের নিয়োগ করা মাটিকুন্ডা অঞ্চল সভাপতি। ঘটনায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধেও সরব হয়েছিলেন করিম।

সাকিবের মৃত্যুতে ৩২ জনের নাম উল্লেখ করে এফআইআর করেছিল তাঁর পরিবার। অভিযুক্ত জাকিরের নাম ছিল ৩২ নম্বরে। ওই ঘটনায় মাটিকুন্ডা-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান সহ তাঁর শাগরেদরা বর্তমানে জামিনে মুক্ত। ওই মামলায় পুলিশের জমা

- সাকিবের মৃত্যুর পর এফআইআরে ৩২ জনের নাম উল্লেখ করেছিল পরিবার
- তাতে অভিযুক্ত জাকিরের নামও ছিল, পরে চার্জশিটে তাঁকে 'ক্লিনচিট'
- পঞ্চায়েত ভোটের আগে জাকিরের সঙ্গে সখ্য ছিল শাহনাওয়াজের

করা চার্জশিটে জাকিরকে 'ক্লিনচিট' দেওয়া হয়েছিল। তারপরই পরিস্থিতি বদলাতে শুরু করে। প্রথমে শাহনাওয়াজের বাবা ও ছোট ভাই জাকিরের বাড়ি যান এবং পরে জাকির সদলবলে শাহনাওয়াজের বাড়ি পৌঁছে হাত মিলিয়ে নেন। তারপর অনেকটা সময় পেরিয়ে গিয়েছে। বদলেছে রাজনৈতিক সমীকরণ।

শুক্রবার শাহনাওয়াজের আইনজীবী মৌমিতা রায় চৌধুরী বলেন, 'পরিবারের সদস্যরা ৩২ জনের নামে এফআইআর করেছিলেন। কিন্তু চার্জশিটে জাকির হুসেনের নাম বাদ দিয়েছিল পুলিশ। ২০২৫ সালে মৃতের দাদা শাহনাওয়াজ পুনর্তদন্ত চেয়ে আবেদন করেছিলেন। গত ৫ সেপ্টেম্বর বিচারক পুনর্তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন।' একই কথা জানালেন অপর আইনজীবী চিরঞ্জিত দেবনাথও।

অন্যদিকে, শাহনাওয়াজের প্রতিক্রিয়া, 'জাকির ছিলেন ওই ঘটনার মাস্টারমাইন্ড। তিনিই গুলি চালানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন। অথচ সেই সময় তাঁর যথেষ্ট প্রভাব থাকায় চার্জশিট থেকে তাঁর নাম বাদ যায়। তবে আদালত আমাদের আবেদনে সাড়া দিয়ে পুনর্তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে।' তাহলে পঞ্চায়েত ভোটের আগে 'ভাইয়ের খুনি' জাকিরের সঙ্গে হাত মিলিয়ে সখ্য করেছিলেন কেন? এর উত্তরে শাহনাওয়াজের আজব যুক্তি, 'রাজনীতি থাকবে রাজনীতির জায়গায়। আর আইন চলবে আইনের পথে। এ নিয়ে এর বেশি কিছু বলার নেই।'

এ বিষয়ে প্রতিক্রিয়া জানতে করিমকে একাধিকবার ফোন করা হলেও তিনি সাড়া দেননি। অন্যদিকে, কানাইয়ার মন্তব্য, 'আইন, আইনের পথেই চলবে।' জাকিরের ফোন 'সুইচড অফ' থাকায় তাঁর প্রতিক্রিয়া মেলেনি। পুলিশ সুপার অবশ্য বলেছেন, 'আদালতের নির্দেশ মোতাবেক আমরা কাজ করব।'

দম্পতি খুনে আটক ছেলে

দিনহাটা, ১১ সেপ্টেম্বর : তুফানগঞ্জ এবং কোচবিহারের নৃশংস ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই এবার জোড়া খুনের রক্তে ভাসল দিনহাটা। শহর লাগোয়া ভিলেজ-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের হিমঘর সংলগ্ন এলাকায় নিজের ঘরের ভেতর থেকেই উদ্ধার হল প্রৌঢ় দম্পতির ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত দেহ। ঘটনার পর থেকেই বেপাত্তা ছিলেন পরিবারের একমাত্র নেশাগ্রস্ত ছেলে মহাদেব রায়। জোড়া খুনে তাঁকে ঘিরেই তৈরি হয় তীব্র রহস্য। রাতে কোচবিহার থেকে তাঁকে আটক করে পুলিশ।

ঘটনাস্থলে পড়ে থাকা হাতুড়ি ও কাঠের বাটাম স্পষ্ট করে দিচ্ছে, মৃত্যুর আগে কতটা ভয়াবহ লড়াই চলেছিল ওই চার দেওয়ালের ভেতর। দিনহাটা থানার এক পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

পুলিশ জানায়, মৃতদের নাম সুকুমার বর্মন (৫২) ও চম্পা রায় (৪০)। এদিন সকালে দম্পতির নাবালক নাতি বাড়ি ঢুকে প্রথম রক্তাক্ত দেহ দুটি দেখতে পায়। নিমেষেই এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছান এসডিপিও প্রশান্ত দেবনাথ ও দিনহাটা থানার আইসি বুধাদিত্য রায়। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে। তদন্তকারীদের দাবি, মাটির মেঝেয় দরজার দিকে মুখ থুবড়ে পড়ে ছিল পেশায় ভ্যানচালক সুকুমারের দেহ। ঠিক পাশেই পড়ে ছিলেন চম্পা। দুজনের মাথা ও মুখে ভারী অস্ত্রের জোরালো কোপ ও আঘাতের গভীর ক্ষত। আঘাত এতটাই নৃশংস ছিল যে, চম্পার মুখমণ্ডল পুরোপুরি বিকৃত হয়ে গিয়েছে।

স্থানীয়দের একাংশ স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক কলহ থেকে এই খুনের অনুমান করলেও তদন্তকারীরা সেই দাবি সরাসরি উড়িয়ে দিচ্ছেন। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক তদন্তকারী অফিসারের বক্তব্য, 'যদি স্বামী-স্ত্রী একে অপরকে মারতেন, তবে একজন নিহত হওয়ার পর অপরজনের আত্মঘাতী হওয়ার কথা। কিন্তু এখানে দুজনকেই ঠান্ডা মাথায় খুন করা হয়েছে। ফলে ঘরে নিশ্চিতভাবেই তৃতীয় কারও উপস্থিতি ছিল এবং সেই সূত্রেই উধাও ছেলের ভূমিকা অত্যন্ত সন্দেহজনক।' পারিবারিক সূত্রে জানা গিয়েছে, চম্পার আগের পক্ষের তিন মেয়ে ও এক ছেলে। মেয়েদের বিয়ে হয়ে গেলেও সংসারে শান্তি ছিল না। সুকুমারের মদ্যপান যেমন অশান্তির কারণ ছিল, তেমনই ছেলে মহাদেবের গাঁজার নেশা পরিস্থিতিকে নরক করে তুলেছিল। স্থানীয় বাসিন্দা তথা মৃতের দাদা সুশীল রায়ের বক্তব্য, 'কাল রাত এগারোটা নাগাদ সুকুমার বাড়ি ফেরার পর থেকেই প্রচণ্ড চিৎকার-চ্যাঁচামেচি শুনছিলাম। রোজকার ঝামেলা ভেবে গুরুত্ব দিইনি। তারপরই তুমুল বৃষ্টি শুরু হয়, অন্য কোনও আওয়াজ আর বাইরে আসেনি।'

মৃতার মেজো মেয়ে টুম্পা রায়ের বক্তব্য, 'সকালে মাকে বারবার ফোন করলেও কেউ ধরছিল না। তাই ছেলেকে পাঠিয়েছিলাম দেখতে। ও গিয়ে দেখে সদর ও ঘরের দরজা খোলা, ভেতরে দাদু-দিদা রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে আছে। ভাই মহাদেব মানসিক ভারসাম্যহীন এবং নেশাগ্রস্ত। শুনলাম ঘটনার পর ওকে নাকি কোচবিহারে ঘুরতে দেখা গিয়েছে।' দিনহাটা থানার পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনাস্থল থেকে রক্তমাখা হাতুড়ি ও লাঠি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ছেলের খোঁজে সব জায়গায় তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ।

যুব সংসদ

খড়িবাড়ি, ১১ সেপ্টেম্বর : তরুণ প্রজন্মের মধ্যে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, নেতৃত্ববোধ ও সংসদীয় ব্যবস্থা সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে খড়িবাড়িতে অনুষ্ঠিত হল 'যুব সংসদ প্রতিযোগিতা'। খড়িবাড়ি ব্লক উন্নয়ন দপ্তরের উদ্যোগে তারকনাথ সিন্দুরবালা বালিকা বিদ্যালয়ে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে আটটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পড়ুয়ারা অংশ নেয়। কাল্পনিক সংসদ অধিবেশনের মাধ্যমে প্রতিযোগীরা বিল পেশ, প্রশ্নোত্তর এবং বিভিন্ন সামাজিক ও গণতান্ত্রিক বিষয়ে যুক্তি উপস্থাপন করে। পৃথকভাবে কুইজ ও তাৎক্ষণিক বক্তৃতা প্রতিযোগিতাও হয়। উপস্থিত ছিলেন খড়িবাড়ির বিডিও দীপ্তি সাউ, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অনিমা সিংহ, বিরোধী দলনেতা নান্টু মণ্ডল, অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক দিলীপচন্দ্র বর্মন ও শিল্পী বিশ্বাস সহ শিক্ষক-শিক্ষিকারা। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা জানান, ব্লক থেকে রাজ্য স্তর পর্যন্ত প্রতিযোগিতা চলবে।

বাধ্যতামূলক টেট নিয়ে দুশ্চিন্তায় শিক্ষকরা

শিলিগুড়ি, ১১ সেপ্টেম্বর : প্রাথমিক ও উচ্চ প্রাথমিক স্তরের শিক্ষকদের যোগ্যতার মান প্রমাণ করতে টেট পাশ করতেই হবে। সুপ্রিম কোর্টের রায় মেনে রাজ্যের শিক্ষা দপ্তর এমন নির্দেশিকা জারি করেছে শুক্রবার। আর এতেই ২০১০ সালের আগে প্রাথমিক ও উচ্চ প্রাথমিক স্কুলে চাকরি পাওয়া শিক্ষকরা দুশ্চিন্তায় পড়েছেন। দীর্ঘদিন চাকরি করার পর নতুন করে পড়াশোনা করে টেট দিতে হবে তাঁদের। পাশ করতে না পারলে চাকরি চলে যাবে। শিক্ষকদের অনেকে বিএলও হিসেবে কাজ করছেন। এদিকে, স্কুলে পড়ানো ও পরিবার সামলে টেটের জন্য পড়াশোনা করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে যাবে শিক্ষকদের জন্য। সেটাই বর্তমানে তাঁদের দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এমন অনেক শিক্ষক রয়েছেন যাঁদের বয়স ৫০ বছরের গণ্ডি পেরিয়ে গিয়েছে। কেউ শারীরিকভাবে অসুস্থ। এমন পরিস্থিতিতে শিক্ষকরা কীভাবে চাকরি বাঁচাতে পড়াশোনা করবেন বুঝতে পারছেন না। শিলিগুড়ির মাল্লাগুড়ি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন সত্যজিৎ কুণ্ডু। ৫০ বছর পেরোনো সত্যজিৎ রাজ্য সরকারের নির্দেশ আসার পর দুশ্চিন্তায় পড়েছেন। সংসার, চাকরি সামলে এখন ফের পড়াশোনা শুরু করেছেন তিনি। সত্যজিতের কথায়, 'ছোটবেলায় যখন চাকরির পরীক্ষার জন্য পড়াশোনা করেছি তখন কোনও দায়দায়িত্ব বা চাপ ছিল না। আমার মতো অনেকেরই এভাবে পড়াশোনা করা কঠিন হবে। কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পর কোনও রাস্তা নেই।'

নকশালবাড়ি কেতুগাবুড় হাইস্কুলের শিক্ষক মিঠুন রায়ও বলেন, '১৭ বছর ধরে চাকরি করছি। এখন শারীরিক অসুস্থতা, পরিবার, স্কুলে পড়ানো ও অন্য কাজকর্মের মধ্যে পরীক্ষার জন্য পড়া করা কঠিন।' সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে রাজ্য শিক্ষা দপ্তর ২০২৮ সালের ৩১ অগাস্টের মধ্যে চার দফায় টেট প্রক্রিয়া শেষ করার সময়সীমা নির্ধারণ করেছে। কোনও শিক্ষক টেট পাশ করতে না পারলে তাঁদের বাধ্যতামূলক অবসর দেওয়া হবে। তবে যেসব শিক্ষকের অবসর নিতে পাঁচ বছর বাকি রয়েছে তাঁদের এই নিয়মের বাইরে রাখা হয়েছে। ২০১০ সালের আগে টেটের নিয়ম ছিল না। সারা দেশে বর্তমানে কর্মরত ২০ লক্ষ শিক্ষক ২০১০ সালের আগে চাকরি পেয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গে সেই সংখ্যা ৯০ হাজার। শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলায় ৩ হাজারের বেশি ২০১০ সালের আগে চাকরি পাওয়া শিক্ষক রয়েছেন। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন ক্ষোভের সুরে বলেন, 'বিজেপি আশ্বাস দিলেও নতুন সরকার গঠনের পর সুপ্রিম কোর্টের রায় লাগু করে দিল।' কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে রাজ্য সরকারের কিছু করার নেই বলে জানিয়েছেন সংঘের শিক্ষক সংগঠন রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসংঘের শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা সভাপতি অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়। তিনি বলেন, 'সরকার সুপ্রিম কোর্টের রায় মানতে বাধ্য। বহু শিক্ষক সংগঠন মিলে আদালতে রিভিউ পিটিশন দাখিল করলেও তা খারিজ হয়েছে।' বহু বছর ধরে কর্মরত অভিজ্ঞ শিক্ষকদের ওপর হঠাৎ করে টেট চাপিয়ে দেওয়া যে অন্যায্য তা নিয়ে দুঃখপ্রকাশ করেছে অনেক শিক্ষক সংগঠনও।

স্বনিধি প্রকল্পের ঋণে ঘুরে দাঁড়ানোর স্বপ্ন হকারদের

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ১১ সেপ্টেম্বর : প্রায় এক মাস স্টেশনে প্রবেশাধিকার না থাকায় চরম অনিশ্চয়তার মুখে পড়েছিলেন নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনের (এনজেপি) হকাররা। যদিও পুজোর আগে সেই 'কড়াকড়ি'-তে আংশিক ছাড় মিলেছে। তবে রুটিরুজির অনিশ্চয়তা এখনও কাটেনি। এই পরিস্থিতিতে 'পিএম স্বনিধি লোক কল্যাণ মেলা'র মাধ্যমে প্রাপ্ত ঋণই এখন এনজেপি-র হকারদের ঘুরে দাঁড়ানোর নতুন আশার আলো দেখাচ্ছে। বিকল্প আয়ের পথ খুঁজতে এই ঋণের দিকেই তাকিয়ে রয়েছেন হকার, পথবিক্রেতারা।

পিএম স্বনিধি প্রকল্পের আওতায় হকারদের সহজ শর্তে ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। প্রথমবার এক বছরের জন্য ১৫ হাজার টাকা ঋণ মেলে। সেই টাকা ঠিকমতো পরিশোধ করলে পরবর্তী দেড় বছরের জন্য ২৫ হাজার এবং তিন বছরের জন্য ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত ঋণ পাওয়া যায়। ঋণ পুরোপুরি শোধ হলে ব্যাংকের তরফে ৩০ হাজার টাকা পর্যন্ত ক্রেডিট কার্ডের সুবিধাও দেওয়া হয়। ইতিমধ্যেই শিলিগুড়ি পুরনিগমের উদ্যোগে বিভিন্ন জায়গায় শিবির করে হকারদের এই ঋণ পাইয়ে দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

স্টেশনে হকারির পাশাপাশি এই ঋণের টাকায় বিকল্প ব্যবসার কথাও

ছবি : এআই

ভাবছেন অনেকে। ভোলা মোড়ের বাসিন্দা মহম্মদ রাজু যেমন চাইছেন ঋণের টাকায় স্ত্রীকে দিয়ে অনলাইনে কাপড়ের ব্যবসা শুরু করাতে। তাঁর কথায়, 'প্রথমবার যে টাকা মিলবে তা দিয়ে স্ত্রী কাপড়ের ব্যবসা করবে। পাশাপাশি আমি নিজের কাজ চালিয়ে যাব। যদি দেখি ব্যবসাটা ভালো চলছে, তাহলে আগামীতে তা আরও বড় করার পরিকল্পনা রয়েছে।'

ট্রেনে ঘুরে খাবার বিক্রি করেন রজত রায়। তাঁর আশা, ঋণের টাকা পেলে পুজোর আগে বেশি করে ব্যবসার জিনিসপত্র তুলতে পারবেন। বেশি খাবার রাখতে পারলে বিক্রিও বাড়বে, ফলে পরিবারের মুখে সেই চেনা হাসিটুকুর দেখা মিলবে। অন্যদিকে, এনজেপি স্টেশনের অপর এক হকার অধীর কর্মকার এই টাকায় পুজোর মেলায় খাবারের দোকান দেওয়ার পরিকল্পনা করেছেন। তিনি বললেন, 'এক বছরে ঋণের টাকা মিটিয়ে ২৫ হাজার টাকা ঋণ পেলে একটি ঠেলাগাড়ি কিনে রাস্তার ধারে ব্যবসা শুরু করতে চাই। তাতে হকারির এই অনিশ্চয়তা থেকে অন্তত মুক্তি মিলবে।'

তবে শুধু হকাররাই নন, এই ঋণের সাহায্যে ব্যবসার উন্নতি করতে চাইছেন পথবিক্রেতারাও। এনজেপি স্টেশন চত্বরে একটি ভাতের হোটেল চালান উত্তম অধিকারী। তিনি জানিয়েছেন, দোকান সুন্দর করে না সাজালে আজকাল খদ্দের আসতে চান না। ঋণের টাকা পেলে হোটেলটি নতুন করে সাজিয়ে তুলবেন। সব মিলিয়ে, রোজগারের অনিশ্চয়তার মাঝে ঘুরে দাঁড়ানোর এই ছোট ছোট স্বপ্নগুলোই এখন হকারদের বেঁচে থাকার মূল রসদ।

রেস্তোরাঁয় হানা

প্রাক্তন দমকলমন্ত্রী সুজিত বসু ও তাঁর ছেলের রেস্তোরাঁয় হানা দিয়ে ৭০ কেজি মাংস ফেলে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে খাদ্যসুরক্ষা দপ্তর। এই বিষয়ে শোকজ় নোটিশও দেওয়া হয়েছে। পরিষ্কার করার জন্য দু'দিন বন্ধ রাখতেও বলা হয়েছে।

কমিটি গঠন

রাজ্যের বিভিন্ন রাস্তাঘাট, সরণির নামকরণের জন্য ১০ সদস্যের কমিটি গড়ল সরকার। নেতৃত্বে রয়েছেন কার্তিক মহারাজ। এছাড়াও কমিটিতে রয়েছেন মুখ্যমন্ত্রীর মুখ্য পরামর্শদাতা সুব্রত গুপ্ত, তথাগত রায় প্রমুখ।

গ্রেপ্তার

পশ্চিম মেদিনীপুরের গড়বেতায় কিশোরীর সন্তান প্রসবের ঘটনায় গ্রেপ্তার স্বামী। ধৃতের বিরুদ্ধে পকসো ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ। সম্প্রতি বাল্যবিবাহ ও কিশোরীদের সন্তানপ্রসব নিয়ে হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। তারপরেই এই পদক্ষেপ।

হুমকি

তৃণমূল নেতা দেবরাজ চক্রবর্তীর মামলায় বিশেষ সরকারি আইনজীবী বিভাস চট্টোপাধ্যায়কে হুমকির অভিযোগে বাগুইআটি থানায় অভিযোগ দায়ের করলেন তিনি।

২৪ সেপ্টেম্বর রাজারহাটে আদানির হাসপাতালের ভূমিপুজো

আম্বানি-শুভেন্দু কথা পুজোর পর

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১১ সেপ্টেম্বর : রাজ্যের শিল্প ও বাণিজ্যে লগ্নির ব্যাপারে আদানির পর এবার আগ্রহ প্রকাশ করল আম্বানিরা। শুক্রবার সল্টলেকে একটি ফ্যাশন বিপনি সংস্থার আউটলেট উদ্বোধনে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, পশ্চিমবঙ্গকে শিল্প ও বাণিজ্যের গন্তব্য করতে কেন্দ্রীয় সরকারের পাশাপাশি দেশের বৃহৎ শিল্পগোষ্ঠীরাও আগ্রহ প্রকাশ করছে রাজ্য সরকারের কাছে। রাজ্যে কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা দপ্তরের প্রকল্প গড়ার পাশাপাশি গভীর সমুদ্রবন্দর তৈরির ব্যাপারে আগ্রহী আম্বানিরা।

রাজ্যে শিল্প-বাণিজ্য ক্ষেত্রে লগ্নি টানতে উদ্যোগী হয়েছে রাজ্য সরকার। সেই লক্ষ্যে ডানকুনিতে লাক্স কোজি কারখানা সম্প্রসারণ, মেজিয়াতে শ্যাম স্টিলের ৬ হাজার কোটি টাকার প্রকল্প, বাঁকুড়ার রঘুনাথপুরে অমিত মেটালিক্সের কারখানা, হাওড়ার সালকিয়াতে আমূলের মেগা প্রকল্প, সল্টলেকে লার্সন অ্যান্ড টুব্রোর ডেটা সেন্টারের মাধ্যমে কয়েক হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগ হচ্ছে। কিন্তু রাজ্যের শিল্পখরা কাটিয়ে কর্মসংস্থানের বিপুল চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে তা যথেষ্ট নয়। তার জন্য বড় শিল্প দরকার।

তবে এরই মধ্যে আশার কথা মুখ্যমন্ত্রীর নিজের জেলায় হলদিয়াতে পেট্রো রসায়ন প্রকল্পে বড় বিনিয়োগ। সব ঠিকঠাক থাকলে রাজ্য সরকারের সঙ্গে হলদিয়া পেট্রো কেমিক্যালসের অন্যতম অংশীদার পূর্ণেন্দু গ্রুপের বিনিয়োগ সংক্রান্ত ঘোষণা পুজোর আগেই হতে চলেছে।

একইসঙ্গে আগামী ২৪ সেপ্টেম্বর রাজারহাটে ১ হাজার শয্যার হাসপাতাল নির্মাণের ভূমি পুজো উপলক্ষ্যে রাজ্যে আসছেন গৌতম আদানি। যা রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবায় বড় মাপের বিনিয়োগ বলেই দাবি করছে রাজ্য সরকার। দীর্ঘদিন ধরেই কলকাতা এবং হলদিয়া বন্দরের নাব্যতা ও পরিকাঠামোগত সমস্যা রয়েছে। সেই অসুবিধা কাটাতে বাম আমলেই গভীর সমুদ্রবন্দর নির্মাণ নিয়ে তোড়জোড় শুরু হয়েছিল। বামেদের পর গত ১৫ বছরে তৃণমূল সরকারের সময়েও একাধিকবার গভীর সমুদ্রবন্দরের জন্য তাজপুরকে নির্বাচন করা হয়। সেই সময় রাজ্যের সঙ্গে ওই বন্দর নির্মাণের ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করেছিল আদানিরা। প্রকল্পের ব্যাপারে রাজ্যের সঙ্গে মউ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গৌতম আদানি। কিন্তু পরে ওই প্রকল্প থেকে সরে যায় আদানিরা। রাজ্যে ক্ষমতায় বিজেপি আসার পর গভীর সমুদ্রবন্দর নির্মাণ নিয়ে উদ্যোগী হয়েছে কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার।

সল্টলেকে একটি ফ্যাশন বিপনি সংস্থার আউটলেট উদ্বোধনে মুখ্যমন্ত্রী।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, গভীর সমুদ্রবন্দর নির্মাণের ব্যাপারে আগ্রহী আম্বানিরা। এব্যাপারে মুকেশ আম্বানির সঙ্গে কথা বলতে গণেশ পুজোর পরই মুম্বই যাবেন তিনি।

রাজ্যের গভীর সমুদ্রবন্দর নির্মাণের জন্য তাজপুরের বদলে পূর্ব মেদিনীপুরের দাদনপাত্রবাড়ে সরকারের যে দেড় হাজার একর খাস জমি রয়েছে তা ব্যবহার করা হবে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। একইসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, রাজ্যকে নিজের পায়ে দাঁড় করাতে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে সমস্ত কেন্দ্রীয়মন্ত্রী রাজ্যের সঙ্গে সহযোগিতা করছেন। তারই নিদর্শন স্বরূপ কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা দপ্তরের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প পেতে চলেছে রাজ্য।

মুখ্যমন্ত্রী জানান, জাতীয় নিরাপত্তার কারণে এব্যাপারে বিস্তারিত বলা সম্ভব নয়। তবে কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা দপ্তর ডিআরডিও রাজ্যের উপকূলবর্তী এলাকায় প্রতিরক্ষা গবেষণা সংক্রান্ত প্রকল্প করার জন্য রাজ্য সরকারের কাছে জমি চেয়েছে। পূর্ব মেদিনীপুরের জুনপুটে ওই প্রকল্প গড়ার জন্য কেন্দ্রকে জমি দেব।

সল্টলেকের যে ফ্যাশন বিপনির এদিন উদ্বোধন হয়েছে, তারা আগামী ৩ বছরে মোট ৫ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করবে রাজ্যে। ফ্যাশন বিপনি ছাড়াও পুরুলিয়ায় সোলার প্ল্যান্টের জন্য তারা ইতিমধ্যেই ১০০ একর জমি কিনেছে। এদিন নবান্নে শিল্প-বাণিজ্যের বিনিয়োগের লক্ষ্যে মুখ্যমন্ত্রীর গড়া গ্রুপ অফ মিনিস্টারদেরও বৈঠক হয়েছে।

কর্মরতদের শীঘ্রই টেট

কলকাতা, ১১ সেপ্টেম্বর : প্রাথমিক ও উচ্চপ্রাথমিকে কর্মরত শিক্ষকদের জন্য টেটের তোড়জোড় শুরু করল রাজ্য সরকার। শুক্রবার সুপ্রিমকোর্টের নির্দেশকে মান্যতা দিয়ে পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ ও স্কুল সার্ভিস কমিশনকে স্কুল শিক্ষাদপ্তরের তরফে চিঠি দেওয়া হয়েছে। সেখানে কর্মরত শিক্ষকদের জন্য বছরে দুবার টেট নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে বিকাশ ভবন। সূত্রের খবর, পর্ষদ ও কমিশন শীঘ্রই পরীক্ষার দিনক্ষন দপ্তরকে জানাবে। কর্মরত শিক্ষকদের চাকরি বাঁচাতে ২০২৮ সালের ৩১ অগাস্টের মধ্যে টেট-পাশ করতে হবে বলে নির্দেশ দিয়েছিল দেশের সর্বোচ্চ আদালত।

এদিকে এই নির্দেশ সামনে আসতেই চাকরি হারানোর আশঙ্কা তৈরি হয়েছে প্রাথমিক-উচ্চ প্রাথমিকের শিক্ষকদের মধ্যে। এদিন কর্মতরদের টেট পরীক্ষা পাশ করার প্রসঙ্গে নিখিলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির রাজ্য সম্পাদক ধ্রুবশেখর মন্ডল বলেন, 'যে শিক্ষকরা টেটের জন্য যোগ্যতা এখনও অর্জন করেনি তাঁদের কী হবে? টেটে যদি তাঁরা বসতে বা উত্তীর্ণ হতে না-পারেন তা হলে কি তাঁদের চাকরি থাকবে না? তবে কেন্দ্র চাইলেই লোকসভায় আইন সংশোধন করে আমাদের রাজ্যের ৯০ হাজার শিক্ষককে টেট থেকে মুক্তি দিতে পারে।'

রাধাকৃষ্ণ প্রাথমিক শিক্ষা ঐক্য পরিষদের সাধারন সম্পাদক সুখেন পাইন জানান, সরকারের এই পদক্ষেপে তাঁরা আশাহত। তাঁর কথায়, 'তামিলনাড়ুর সরকার আইনসভায় বিল পাশ করিয়েছে যাতে পরীক্ষা দিতে না হয়, আমরাও সেরকম কিছু আশা করেছিলাম।'

ABRIDGE e-N.I.T. NOTICE

e- N.I.T. Memo No. 3644/KCK-III, Sl No- 01 to 03, Dated-11.09.2026 invited by the B.D.O Kaliachak-III Dev Block from Bonafide bidder. Last date of application on 18.09.2026 up to 6.00 pm. Details are available in the office notice board.

Sd/-
Block Development Officer
Kaliachak III Dev. Block
Baishnabnagar, Malda

E-Tender Notice
Office of the Block Development Officer
Banarhat Development Block
Banarhat, Jalpaiguri

Notice Inviting Tender by the undersigned for different works vide BANARHAT/BDO/NIT- 001/2026, Dated:- 10.09.2026 Last date of online bid submission 18-09-2026 upto 13.00 Hrs. For further details you may visit **https://tenders.wb.gov.in/**

Sd/-
Block Development Officer
Banarhat Development Block

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE

Tender Ref No: WBPWD/EE/CED/eNIT-48/2026-2027. (Tender ID: 2026_WBPWD_5023423_1) EE, CED, P.W. Dte invite online e-tender for the following work: (1) Construction of proposed new G Plus 4 storied camposite court building on the existing vacant land under the judgeship of Cooch Behar sadar SITC of fire detection system. Bid Submission Start Date : 16.09.2026 at 09:00 AM. Bid submission Closing Date : 22.09.2026 at 12:00 PM. Bid Opening Date: 24.09.2026 after 01:00 p.m. Details of NIT and tender documents may be downloaded from https://wbtenders.gov.in. Sd/-Simson Thakur. Executive Engineer, P.W.D Cooch Behar Electrical Division. ICA-T17708(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NOTICE INVITING e-TENDER

NIT No.02/EE(N)/WBTDCL OF 2026-27 (Technical) Tender ID-2026_WBTDC_104154_1. WBTDCL invites e-Tender for the work: "Renovation and Upgradation of outside of the Office Building including Pathway Illumination at Mainak Tourism Property in the district of Darjeeling." From the reputed, bonafide and experienced agencies in similar works. Start date & time of documents download: 14.09.2026- 12:00 Hrs. Last date & time of Bid Submission: 28.09.2026 - 15:00Hrs.Details are available in website:wbtdcl.wbtourismgov.in/ wbtenders.gov.in Sd/- Executive Engineer, West Bengal Tourism Development Corporation Limited. ICA-T17640(3)/2026

পূর্ব রেলওয়ে

ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি

মালদা ডিভিশনের বিভিন্ন স্টেশনে বিভিন্ন ক্যাটেগরিতে উপার্জন চুক্তি প্রদান

সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, মালদা, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা ডিভিশন, মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, পোঃ - ঝলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পিন-৭৩২১০২, পশ্চিমবঙ্গ (অকশন পরিচালনাকারী আধিকারিক), মালদা ডিভিশনের বিভিন্ন রেলওয়ে স্টেশনে রিটায়ারিং রুম, বিজ্ঞাপন বোর্ড (আরডিএন-ডিজিটাল ও নন-ডিজিটাল), লিনেন অন ডিম্যান্ড, স্লিপিং পড, সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট, ব্যাটারিচালিত কার্ট, ইমার্জেন্সি মেডিক্যাল রুম, স্যালোন পরিষেবা, মোবাইল স্টোর এবং রিটেল স্টোর-এর জন্য www.ireps.gov.in-তে ই-অকশন ক্যাটালগ প্রকাশ করেছেন।

• অকশন ক্যাটালগ নং ঃ এসিডব্লুএল-আরআর-এমএলডিটি-২৩। অকশন শুরুর তারিখ ঃ ২৩.০৯.২০২৬ তারিখ, সকাল ১০.৪৫ মিনিট। • মালদা ডিভিশনে রিটায়ারিং রুম ও ডর্মিটরি ঃ সিকোয়েন্স নং ঃ এএ/১। লট নং/ক্যাটেগরি ঃ পিএনইউ-এমএলডিটি-জেএমপি-ডব্লুআরএল-৬১-২৬-১। স্টেশন ঃ জামালপুর।

• অকশন ক্যাটালগ নং ঃ এডিভিটি-এমএলডিটি-২৩-৯। অকশন শুরুর তারিখ ঃ ১১.০৯.২০২৬ তারিখ, সকাল ১১টা। • মালদা ডিভিশনে বিজ্ঞাপন বোর্ড (আরডিএন-ডিজিটাল ও নন-ডিজিটাল) এবং আইপিআইএস ঃ সিকোয়েন্স নং; লট নং/ক্যাটেগরি; স্টেশন ঃ এএ/১; এডিভিটি-এমএলডিটি-এমএলডিটি- ওএসডি-২২৬-২৬-১; মালদা টাউন। এবি/১; এডিভিটি-এমএলডিটি-এসবিজি-ওএসএন-২৩৮-২৬-২; সাহিবগঞ্জ। এবি/২; এডিভিটি-এমএলডিটি-জেএমপি- ওএসএন-২৪০-২৬-১; জামালপুর। এবি/৩; এডিভিটি-এমএলডিটি-এমএলডিটি- ওএসএন-১৯৪-২৩-১; মালদা টাউন।

• অকশন ক্যাটালগ নং ঃ এমআইএসসি-মোব-এমএলডিটি-২। অকশন শুরুর তারিখ ঃ ২৩.০৯.২০২৬ তারিখ, সকাল ১১টা। • মালদা ডিভিশনে লিনেন অন ডিম্যান্ড ঃ সিকোয়েন্স নং ঃ এএ/১। লট নং/ক্যাটেগরি ঃ এমএমএস-মোবজেন-২৮৭৪৪৭-১-২৬-১। স্টেশন ঃ মালদা টাউন।

• অকশন ক্যাটালগ নং ঃ এমআইএসসি-এমএলটিডি-২৩-১। অকশন শুরুর তারিখ ঃ ২৩.০৯.২০২৬ তারিখ, সকাল ১১টা। • মালদা ডিভিশনে বিবিধ স্ট্যাটিক পরিষেবা ঃ সিকোয়েন্স নং; লট নং/ক্যাটেগরি; স্টেশন ঃ এএ/১; এমএসএস-এমএলডিটি-জেএমপি-এসআইপড-১৮-২৬-২; স্লিপিং পড; জামালপুর। এবি/১; এমএসএস-এমএলডিটি-এমএলডিটি- ডব্লুএসটিএমজিটি-৮৯-২৬-১; সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট; মালদা টাউন। এসি/১; এমএসএস-এমএলডিটি-এনএফকে-বিসিএ-৮৮-২৬-১; ব্যাটারিচালিত কার্ট; নিউ ফরাক্কা। এডি/১; এমএসএস-এমএলডিটি-এমইডিএসটিএন-৮২-২৬-১; ইমার্জেন্সি মেডিক্যাল রুম; মালদা টাউন। এই/১; এমএসএস-এমএলডিটি-কেটিজে-এসএস-৫৯-২৫-১; স্যালোন পরিষেবা; খলতিপুর। এএফ/১; এমএসএস-এমএলডিটি-কেটিজে- মোবস্টোর-৫৮-২৫-১; মোবাইল স্টোর; খলতিপুর। এএফ/২; এমএসএস-এমএলডিটি-জেএমপি-মোবস্টোর-৪৪-২৫-১; মোবাইল স্টোর; জামালপুর। এজি/১; এমএসএস-এমএলডিটি-এমএলডিটি-এসটিজেন-৭৬-২৬-২; রিটেল স্টোর; মালদা টাউন। আরও বিশদে জানার জন্য সম্ভাব্য বিডারদের আইআরইপিএস ই-অকশন মডিউল দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। (MLD-190/2026-27)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indian railways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

হাওড়া ডিভিশনে উন্নয়নমূলক কাজের জন্য ট্রেন চলাচলে নিয়ন্ত্রণ

রামপুরহাট ও সালিনপুর স্টেশনের মধ্যে লেভেল ক্রসিং গেট নং ২৫ (কিমি ১০৪/৫-৭)-এর পরিবর্তে প্রস্তাবিত সীমিত উচ্চতার সাবওয়ে নির্মাণের জন্য, **২৯.১১.২০২৬ তারিখে (রবিবার)** হাওড়া ডিভিশনের খানা-গুমানী শাখায় আপ লাইনে ০৮ ঘণ্টা (১০.০০ ঘঃ থেকে ১৮.০০ ঘঃ পর্যন্ত) এবং রিভার্স ও ডাউন লাইনে ০৬ ঘণ্টা ৩০ মিনিট (১১.৩০ ঘঃ থেকে ১৮.০০ ঘঃ পর্যন্ত) ট্রাফিক ও পাওয়ার ব্লকের প্রয়োজন হবে। ফলস্বরূপ, নিম্নলিখিত ট্রেনগুলি নিম্নরূপে নিয়ন্ত্রিত হবে ঃ

• **ট্রেন বাতিল ঃ** (১) ৬৩৪৩৪ রামপুরহাট-আজিমগঞ্জ এমইএমইউ (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৯.১১.২০২৬), (২) ১৩০৩২ জয়নগর-হাওড়া এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৮.১১.২০২৬ ও (যাত্রা শুরুর তারিখ ৩০.১১.২০২৬), (৩) ১৩১৭৪ সাব্রুম-শিয়ালদহ কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৮.১১.২০২৬), (৪) ১২৩৬৪ হলদিবাড়ী-শিয়ালদহ ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৯.১১.২০২৬), (৫) ১৩০৩১ হাওড়া-জয়নগর এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৭.১১.২০২৬ ও ২৯.১১.২০২৬), (৬) ১৩০১৮ আজিমগঞ্জ-হাওড়া গণদেবতা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ (২৯.১১.২০২৬), (৭) ১৩০৫৩ হাওড়া-রাধিকাপুর কুলিক এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৯.১১.২০২৬), (৮) ১৩১৬১ কলকাতা-বালুরঘাট তেভাগা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৯.১১.২০২৬), (৯) ১৩১৭৩ শিয়ালদহ-সাব্রুম কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৬.১১.২০২৬), (১০) ১২৩৬৩ কলকাতা-হলদিবাড়ী ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৮.১১.২০২৬), (১১) ১৩০১৭ হাওড়া-আজিমগঞ্জ গণদেবতা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৯.১১.২০২৬), (১২) ১৩০৫৪ রাধিকাপুর-হাওড়া কুলিক এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ৩০.১১.২০২৬), (১৩) ১৩১৬২ বালুরঘাট-কলকাতা তেভাগা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ৩০.১১.২০২৬), (১৪) ১২৫০৯ স্যার এম. বিশ্বেশ্বরায়া টার্মিনাল, বেঙ্গালুরু-গুয়াহাটি সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৭.১১.২০২৬), (১৫) ১২৫১০ গুয়াহাটি-স্যার এম. বিশ্বেশ্বরায়া টার্মিনাল, বেঙ্গালুরু সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৪.১১.২০২৬)।

• **ট্রেনের নিয়ন্ত্রণ [২৯.১১.২০২৬ তারিখ (রবিবার)] ঃ** (১) ২২৫০৩ কন্যাকুমারী-ডিব্রুগড় বিবেক এক্সপ্রেস পথিমধ্যে ৩৫ মিনিটের জন্য নিয়ন্ত্রিত হবে। (২) ১৩৪২৭ হাওড়া-সাহিবগঞ্জ ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস পথিমধ্যে ২০ মিনিটের জন্য নিয়ন্ত্রিত হবে।

• **ট্রেনের সংক্ষিপ্ত যাত্রা শুরু/সংক্ষিপ্ত যাত্রা শেষ [২৯.১১.২০২৬ তারিখ (রবিবার)] ঃ** (১) ৬৩০৬৩ বর্ধমান-সাহিবগঞ্জ এমইএমইউ ট্রেন সাহিবগঞ্জের পরিবর্তে রামপুরহাটে সংক্ষিপ্ত যাত্রা শেষ করবে। (২) ৬৩০৬৪ সাহিবগঞ্জ-বর্ধমান এমইএমইউ ট্রেন সাহিবগঞ্জের পরিবর্তে রামপুরহাট থেকে সংক্ষিপ্ত যাত্রা শুরু করবে। (৩) ৬৩০০৭ কাটোয়া-রামপুরহাট এমইএমইউ ট্রেন রামপুরহাটের পরিবর্তে আজিমগঞ্জে সংক্ষিপ্ত যাত্রা শেষ করবে।

• **ব্লক শুরুর আগে শেষ ট্রেন ঃ** ১৩১৭৩ শিয়ালদহ-সাব্রুম কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস এবং ১৩৪৩৪ মালদা টাউন-স্যার এম. বিশ্বেশ্বরায়া টার্মিনাল, বেঙ্গালুরু অমৃত ভারত এক্সপ্রেস। • **ব্লকের পরে প্রথম ট্রেন ঃ** ২২৫০৩ কন্যাকুমারী-ডিব্রুগড় বিবেক এক্সপ্রেস এবং ২২৩০২ নিউ জলপাইগুড়ি-হাওড়া বন্দে ভারত এক্সপ্রেস।

দ্রষ্টব্য ঃ স্পেশাল বা দেরিতে চলা ট্রেন, যদি থাকে, ব্লক চলাকালীন যাত্রাপথে উপযুক্তভাবে নিয়ন্ত্রিত হবে/পথ পরিবর্তন করবে। যাত্রীদের স্টেশনের পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেমের ঘোষণা শুনতে অনুরোধ জানানো হচ্ছে। অসুবিধার জন্য দুঃখিত।

ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, হাওড়া

পূর্ব রেলওয়ে

অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

চাপের মুখে পদত্যাগ

কলকাতা, ১১ সেপ্টেম্বর : পরীক্ষায় বসার সুযোগ দেওয়ার দাবিতে রাতভর ঘেরাও ও বিক্ষোভের জেরে শেষপর্যন্ত পদত্যাগপত্রে সই করলেন সুরেন্দ্রনাথ আইন কলেজের উপাধ্যক্ষ মহম্মদি তরন্নুম। শুক্রবার প্রায় ২৩ ঘন্টা পর ইস্তফাপত্রে সই করে তিনি কলেজ ছাড়তেই উৎসবে মেতে ওঠেন বিক্ষোভরত পড়ুয়ারা। ধূপ জ্বেলে, গঙ্গাজল ছিটিয়ে কলেজের শুদ্ধিকরণ করেন বিক্ষোভকারীরা। তরন্নুম দাবি করেন, তাঁকে ইস্তফাপত্রে সই করতে বাধ্য করা হয়েছে। পাশাপাশি, শিক্ষামন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রীর কাছে তদন্তের আবেদন জানিয়েছেন তিনি। এপ্রসঙ্গে কলেজ পরিচালন কমিটির সভাপতি ও বিজেপি বিধায়ক কৌস্তব বাগচি বলেন, 'পুরোটাই ওঁর স্বেচ্ছাচারীতার ওপর চলত।'

জোড়াফুল কার, বৈঠক আজ

নয়াদিল্লি ও কলকাতা, ১১ সেপ্টেম্বর : তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় নাম, সংগঠন, তহবিল এবং জোড়াফুল প্রতীকের নিয়ন্ত্রণ শেষমেশ কার হাতে থাকবে? মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নাকি ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়? শনিবার দুই শিবিরের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলাদা আলাদাভাবে বৈঠকে বসবে নির্বাচন কমিশন। সূচি অনুযায়ী, ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন শিবিরের পাঁচ সদস্যের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে শনিবার সকাল ১১টায় এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিবিরের পাঁচ সদস্যের সঙ্গে বেলা ১২টায় বৈঠক করবে কমিশন।

'উত্তম' খণ্ড

কল্যাণী, ১১ সেপ্টেম্বর : শুধু ভারত ও বাংলাদেশ নয়, আমেরিকা, কানাডা, ফ্রান্স ও ইংল্যান্ড- ৬টি দেশের ৫০টি লেখা নিয়ে প্রকাশিত হল কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা বিভাগের উদ্যোগ 'সবার ওপরে উত্তম'-এর দ্বিতীয় খণ্ড। কিছু দুষ্প্রাপ্য ছবি, পোস্টার ও স্বয়ং উত্তমকুমারের হাতের লেখায় চিঠি বইটির সম্পদ। ভারতের কোনও বিশ্ববিদ্যালয় এই প্রথম মহানায়ককে নিয়ে এমন উদ্যোগ নিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য কল্লোল পালের কথায়, 'বই সময়ের সঙ্গে বয়ে চলে। উত্তমকুমারও চলেন সময়ের সঙ্গে। তাঁর অনেক ছবিতে বিশুদ্ধ বাংলা সংস্কৃতির প্রতিফলন আছে।' বইটির সম্পাদনা করেছেন সাংবাদিকতা বিভাগের প্রধান সুখেন বিশ্বাস।

অনিশ্চিত সভা

কলকাতা, ১১ সেপ্টেম্বর : শ্রীরামপুরে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভা আপাতত স্থগিত। আইনি জটিলতা অব্যাহত থাকায় ২৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তাঁর সভা অনিশ্চিত। শুক্রবার এই সংক্রান্ত মামলাটি কলকাতা হাইকোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চে ফেরত পাঠিয়েছে প্রধান বিচারপতি রবীন্দ্র ভি ঘুগে ও বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তীর বেঞ্চ। ২৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে এই মামলার নিষ্পত্তি করবে সিঙ্গল বেঞ্চ।

মণ্ডপের পথে গণেশ। শুক্রবার কলকাতায় দেবার্চন চট্টোপাধ্যায়ের তোলা ছবি।

ছবি পোড়ানোয় ধৃত কংগ্রেস নেতা

আমিও বাঙালি : বাগেশ্বর বাবা

কলকাতা ও গ্লাসগো, ১১ সেপ্টেম্বর : শেষপর্যন্ত বাংলা থেকে বহুদূরে গিয়েও আমিষ বিতর্ক এড়াতে পারলেন না ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ শাস্ত্রী ওরফে বাগেশ্বর বাবা। তাঁর বক্তব্যের প্রবল সমালোচনার মুখে সুর নরম হয়েছে আদতে মধ্যপ্রদেশের এই বাসিন্দার। তাঁর ছবি পোড়ানোর জন্য বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নির্দেশে এক কংগ্রেস নেতা গ্রেপ্তার হয়েছেন বটে। কিন্তু আমিষ বিতর্কে বাংলার বিজেপি নেতাদের তিনি পাশে পাননি।

এখন তিনি বিদেশে। স্কটল্যান্ডে গ্লাসগোতে এক অনুষ্ঠানে তিনি দাবি করেন, তাঁর বক্তব্যের ভুল ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বরং তিনি নিজেই প্রশ্ন তুলেছেন, 'পুজোয় আমিষ খেতে বারণ করার আমি কে?' বাগেশ্বর বাবার কথায়, 'ভুল বুঝবেন না। আমিও বাঙালি, বিবেকানন্দ, রামকৃষ্ণের শিষ্য। আমি শুধু ধার্মিক হিসেবে মণ্ডপে মাছ-মাংস নিতে বারণ করেছি।'

'কিছু মানুষের হয়তো আমার কথা পছন্দ হয়নি' মেনে নিয়ে তিনি মন্তব্য করেন, 'একজন ধর্মগুরু হিসেবে আমি বলিপ্রথার বিরোধিতা করেছিলাম। শুধু এটুকু বলতে চেয়েছিলাম, কেউ মাছ-মাংস খেতে চাইলে দয়া করে মণ্ডপের পাশে খাবেন না।' বাংলায় এসে অবশ্য তিনি বলেছিলেন, পুজোর সময় যাঁরা আমিষ খান, তাঁরা 'পাখণ্ডী।' যা নিয়ে তুমুল সমালোচনা হয়। বিজেপি মন্ত্রীরাও তাঁর ফরমান মানতে চাননি।

তবে তাঁর ছবি পোড়ানোর অভিযোগে বৃহস্পতিবার বিধানসভায় দাঁড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করার জন্য কলকাতার পুলিশ কমিশনারকে নির্দেশ দেন। এরপর বৃহস্পতিবার মধ্যরাত থেকে শুরু হয় ধরপাকড়। কংগ্রেসের দক্ষিণ কলকাতা জেলা সম্পাদক সাধারণ সম্পাদক অতনু দাসকে তাঁর টালিগঞ্জের বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। শুক্রবার অতনুর জামিনের আবেদন খারিজ করে ১৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেয় আদালত।

এই ঘটনার নেপথ্যে আনসারুল্লা বা খাগড়াগড় কাণ্ডে জড়িতদের হাত থাকতে পারে বলে দাবি করেছেন অভিযোগকারীর আইনজীবী। সরকারি আইনজীবী দাবি করেছেন, সারা ভারতবর্ষে ধীরেন্দ্রের শিষ্য রয়েছে। এই ধরনের আচরণে রাজ্যের মানসম্মান নষ্ট হয়েছে। প্রদীপ প্রসাদ, আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় সহ একাধিক কংগ্রেস নেতার বিরুদ্ধেও মামলা রুজু করেছে পুলিশ। কংগ্রেস পালটা প্রশ্ন তুলেছে, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু সম্পর্কে অপমানজনক মন্তব্যের পরেও অনন্ত মহারাজ ছাড় পেলেন কীভাবে?

প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার বলেন, 'শনিবার থেকে রাজ্যের প্রতিটি জেলায় প্রতিবাদ জানানো হবে। ফ্যাসিস্ট শক্তির কাছে কংগ্রেস মাথা নত করবে না।'

দিল্লিতে পুতিনদের ডিনারে মুখ্যমন্ত্রীও

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১১ সেপ্টেম্বর : ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলন উপলক্ষ্যে কেন্দ্রীয় সরকার আয়োজিত নৈশভোজে অংশ নিতে শনিবার বিকালেই নয়াদিল্লি যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। নৈশভোজে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন, চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিংপিং সহ বিশ্বের একাধিক দেশের রাষ্ট্র প্রধানরা শামিল হবেন। রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পর এই প্রথম মুখ্যমন্ত্রী দিল্লিতে আন্তর্জাতিক মানের এই অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে নৈশভোজে বিশ্বের হেভিওয়েট নেতাদের মুখোমুখি হওয়ার সুযোগ পাবেন। সেইসঙ্গে ওই নৈশভোজে আমন্ত্রিত দেশের বাকি সব রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের অধিকাংশের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাতও করবেন শুভেন্দু অধিকারী। ১৫ সেপ্টেম্বর গণেশ চতুর্থীর পর পশ্চিমবঙ্গে বিনিয়োগ টানার উদ্দেশ্যে মুখ্যমন্ত্রীর মুম্বই সফরেও যাওয়ার কথা তাঁর। তবে দিল্লিতে ব্রিকস সম্মেলন উপলক্ষ্যে শনিবার তাঁর যাওয়ার কথা মুখ্যমন্ত্রী নিজমুখেই জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'এই ধরনের একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন উপলক্ষ্যে আয়োজিত নৈশভোজে যোগ দেওয়ার বিষয়টি নিঃসন্দেহে গর্বের বিষয়। দেশের অন্যান্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরাও এতে অংশ নেবেন। এটা খুবই আনন্দের বিষয়।'

তবে নৈশভোজের পাশাপাশি শুভেন্দু অধিকারীর দিল্লি সফর ঘিরে শোরগোল পড়েছে। শনিবার তৃণমূলের ঘাসফুল প্রতীক কোন শিবিরের হাতে থাকবে তা নিয়ে আলাদা আলাদা করে কালীঘাট তৃণমূল ও ঋত-তৃণমূলের নেতাদের সঙ্গে দেখা করবে নির্বাচন কমিশন। মুখ্যমন্ত্রীর দিল্লিতে পৌঁছোনোর আগেই অবশ্য নির্বাচন কমিশনের এই বৈঠক হয়ে যাবে। তবে রাজনৈতিক মহলের ধারণা, কমিশনের সঙ্গে বৈঠকের ফল যাই হোক না কেন, এই ব্যাপারে ভবিষ্যতে পদক্ষেপ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ঋতব্রত তৃণমূলের নেতাদের কথা হতে পারে।

আপাতত খালি নয়

কলকাতা, ১১ সেপ্টেম্বর : ক্যামাক স্ট্রিট নিয়ে আপাতত স্বস্তিতে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। অফিস খালি করা নিয়ে দমকলের নোটিশে শুক্রবার অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। আপাতত ৪ সেপ্টেম্বর দমকলের ডিরেক্টর ইনচার্জের তরফে দেওয়া ওই নোটিশের ভিত্তিতে কোনও পদক্ষেপ করতে পারবে না দমকল বিভাগ। ১৬ সেপ্টেম্বর এই মামলায় রায় দেবেন বিচারপতি কৃষ্ণ রাও।

ক্যামাক স্ট্রিটের ৬ ও ৭ তলায় অভিষেকের অফিস রয়েছে। কিছুদিন আগেই সেখান থেকে বিলবোর্ড খোলা নিয়ে পুলিশ এবং পুরসভার আধিকারিকদের সঙ্গে বচসায় জড়ান অভিষেক ও তাঁর অনুগামীরা। এরই মধ্যে ওই অফিস খালি করার নির্দেশ দেয় দমকল। কালীঘাট তৃণমূলের আইনজীবী কিশোর দত্ত এদিন আদালতে অভিযোগ করেন, ২৫ অগাস্ট লিজ বাতিল করা হয়েছে তা নিয়ে নিম্ন আদালতে মামলা বিচারাধীন রয়েছে।

দমকলের তরফে অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা, ফায়ার সেফটি সার্টিফিকেট, সপ্তম তলায় বেশ কয়েকটি গ্যাসের সিলিন্ডার রাখা আছে বলে অভিযোগ উঠেছে। শুনানিতে অংশ নিয়ে সহযোগিতার পরেও সমগ্র ভবন নয় বরং ৬ ও ৭ তলাকেই অসুরক্ষিত বলে দাবি করছে দমকল। এই ধরনের ত্রুটি মেরামতের দায় ভবনের মালিকের। যদিও রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল (এজি) সুরজিৎনাথ মিত্রের দাবি, বিভিন্ন বিষয় খতিয়ে দেখেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তবে বিচারপতি কৃষ্ণ রাওয়ের বক্তব্য, 'উনি নোটিশের ভিত্তিতে সাড়া দিলে আরও একটু সময় দেওয়া যেত। এত তড়িঘড়ি পদক্ষেপ কেন?'

প্রবাসীদের কাছে 'নতুন বাংলা'র ব্র্যান্ডিং

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১১ সেপ্টেম্বর : কমনওয়েলথ দেশগুলির স্পিকারদের সম্মেলনে যোগ দিতে ইতিমধ্যেই দক্ষিণ আফ্রিকার উদ্দেশে রওনা দিয়েছেন রাজ্য বিধানসভার স্পিকার রথীন্দ্র বসু। তবে এই সফরের আসল উদ্দেশ্য যে শুধু সরকারি প্রোটোকল রক্ষা করা নয়, বরং বিদেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে 'নতুন বাংলা'-র হয়ে জোরদার সওয়াল করা, তা তিনি আগেই স্পষ্ট করেছিলেন। দেশ ছাড়ার ঠিক আগে 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ'-কে দেওয়া একান্ত সাক্ষাৎকারে স্পিকার খোলসা করলেন আটলান্টা ও লন্ডনে প্রবাসী বাঙালিদের সঙ্গে তাঁর প্রস্তাবিত বৈঠকের মূল অ্যাজেন্ডা।

দীর্ঘদিন ধরে বিদেশে বসবাসকারী বাঙালিদের মনে পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কে যে একটা নেতিবাচক ধারণা বদ্ধমূল হয়ে রয়েছে, তা ভালোমতোই জানেন স্পিকার। তাঁর কথায়, 'রাজ্যে পালাবদল এবং নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে সেই নেতিবাচক ধারণা কিন্তু ভাঙতে শুরু করেছে। আমি চাই প্রবাসীদের কাছে গিয়ে বাংলার এই বদলে যাওয়া উজ্জ্বল ছবিটাই তুলে ধরতে।' তাঁর মতে, নতুন সরকারের আমলে রাজ্যের প্রতিটি ক্ষেত্রে যে পরিবর্তনের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে, তা অনাবাসীদের জানা অত্যন্ত জরুরি।

প্রবাসী বাঙালিদের প্রতি তাঁর কী বার্তা থাকবে? দেশ ছাড়ার আগে রথীন্দ্রবাবু স্পষ্ট ভাষায় জানান, তিনি তাঁদের কাছে একটিই আবেদন রাখবেন—'আপনারা পরিবর্তনের এই নতুন বাংলায় আসুন। নিজের চোখে এই বদলটা দেখুন।' তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস, প্রবাসীদের মনে রাজ্যকে ঘিরে যদি পুরোনো কোনও খেদ বা ক্ষোভ জমে থাকে, তবে এই নতুন পরিবেশ দেখলে তা দূর হতে বাধ্য। পাশাপাশি সবদিক থেকে বাংলাকে নতুন করে সাজিয়ে তুলতে তাঁদের কাছে সাহায্য ও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়ারও আহ্বান জানাবেন স্পিকার।

পশ্চিমবঙ্গকে গোটা দেশের সামনে একটি আদর্শ রাজ্য হিসেবে তুলে ধরাই যে তাঁর প্রধান লক্ষ্য, তা বিদেশ যাওয়ার আগে বিধানসভাতেই প্রমাণ করে গিয়েছেন রথীন্দ্র বসু। সম্প্রতি এক বিশেষ অধিবেশনে এক অনন্য মানবিক নজির স্থাপন করেন তিনি। এক সহৃদয় শিক্ষক নিজের জমানো টাকায় এক ছাত্রের চোখের চিকিৎসা করিয়ে তার হারানো দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। স্পিকার সেই ঘটনার কথা জানতে পেরে ভরা অধিবেশনে ওই শিক্ষককে ডেকে এনে ধন্যবাদ ও সংবর্ধনা জানান। দলমত নির্বিশেষে সমস্ত বিধায়ক থেকে শুরু করে সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে এই ধরনের মহৎ কাজে এগিয়ে আসার বার্তাও দেন তিনি।

আগামী ২৯ বা ৩০ সেপ্টেম্বর দেশে ফেরার কথা স্পিকারের। তার আগে বিদেশের মাটিতে তাঁর এই জনসংযোগ বাংলার ভাবমূর্তি বদলাতে কতটা সফল হয়, এখন সেদিকেই নজর ওয়াকিবহাল মহলের।

■ ৪৭ বর্ষ ■ ১১৬ সংখ্যা, শনিবার, ২৫ ভাদ্র ১৪৩৩

খয়রাতিতে ট্রাম্পও

তৃতীয় বিশ্বের দেশ ভারতে যে প্রথা গত কয়েক বছর ধরে নির্বাচনি বৈতরণি পার করতে কার্যত পরম্পরায় পরিণত হয়েছে সেই রেউড়ি বা দান-খয়রাতিকে বেছে নিলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পও। মধ্যপ্রাচ্যে সামরিক উত্তেজনা এবং অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক উদ্বেগের কারণে চাপে আছেন ৮০ বছর বয়সি মার্কিন প্রেসিডেন্ট। ডালাসে রিপাবলিকানদের কনভেনশনে ১০০ মিনিটের ভাষণে তিনি জানিয়েছেন, নভেম্বরের মধ্যবর্তী নির্বাচনে মার্কিন কংগ্রেসের উভয়কক্ষে রিপাবলিকানদের আধিপত্য বজায় থাকলে প্রাপ্তবয়স্ক সব মার্কিন নাগরিককে ৫,০০০ মার্কিন ডলার ডিভিডেন্ড দেওয়া হবে।

১ ট্রিলিয়ন ডলারের বেশি মূল্যের এই অনুদান প্রকল্পের অর্থায়ন কীভাবে হবে, তা অবশ্য স্পষ্ট নয়। তবে এটা স্পষ্ট যে, ডোনাল্ড ট্রাম্প ভোটারদের মন জয় করতে ভারতীয় রাজনীতিতে সুপরিচিত রেউড়ি ফর্মুলাকে আপন করে নিয়েছেন। ভারতে জনমোহিনী খয়রাতির শিকড় অনেক গভীরে। তামিলনাড়ুতে ছয়ের দশকে কে কামরাজের অবৈতনিক শিক্ষা ও মিড-ডে মিল দিয়ে এই জনকল্যাণমুখী ভাবনার সূচনা হয়েছিল। ১৯৬৭ সালে সিএন আন্নাদুরাইয়ের সস্তা চালের প্রতিশ্রুতিতে তা আরও স্পষ্ট হয়।

২০০৬ সালে ডিএমকে'র বিনামূল্যে রঙিন টিভি এবং ২০১১ সালে ডিএমকে-এআইডিএমকের প্রতিযোগিতা থেকে মিক্সার-গ্রাইন্ডার, ল্যাপটপ ও ফ্যান দেওয়ার প্রতিশ্রুতি আসলে ছিল দান-খয়রাতির সরাসরি প্রলোভন দেখিয়ে ভোট কেনার কৌশল। পশ্চিমবঙ্গে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার কিংবা বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর আমলে অন্নপূর্ণা যোজনা খয়রাতিকে অন্য মাত্রা দিয়েছে।

একই ছবি ছিল দিল্লি ও পঞ্জাবে আপের জমানায় নিখরচায় বিদ্যুৎ, জল, মহিলাদের বিনা ভাড়ায় বাসযাত্রার মতো একগুচ্ছ সুবিধায়। কংগ্রেস ২০১৯ সালের লোকসভা ভোটে 'ন্যায়' যোজনায় প্রতিটি দরিদ্র পরিবারের একজন করে মহিলাকে বছরে ১ লক্ষ টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। সর্বভারতীয় স্তরে সেই প্রতিশ্রুতি কার্যকর না হলেও তেলেঙ্গানা, কর্ণাটক এবং কেরলে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন সরকার মহিলাদের জন্য একাধিক আর্থিক সহায়তা প্রকল্প চালু করেছে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি একদা খয়রাতির নীতিকে 'রেউড়ি সংস্কৃতি' বলে কড়া সমালোচনা করলে, পরে তাঁর দল বিজেপি একই খেলায় মেতে উঠেছে। মহারাষ্ট্রে 'লড়কি বহিন যোজনা' কিংবা পশ্চিমবঙ্গে 'অন্নপূর্ণা যোজনা'য় মহিলাদের মাসে ৩,০০০ টাকা দেওয়া প্রমাণ করে, ভোটে জিততে রেউড়ি সংস্কৃতিকে আপন করেছে বিজেপিও। খয়রাতির পরিণাম কী? অর্থনীতিবিদদের দৃষ্টিভঙ্গিতে অত্যন্ত উদ্বেগজনক।

রিজার্ভ ব্যাংক এবং ২০২৫-'২৬-এর অর্থনৈতিক সমীক্ষা অনুযায়ী নিঃশর্ত নগদ বিলি রাজ্যগুলোর রাজস্ব ঘাটতি বহুগুণ বাড়িয়ে দিচ্ছে। সরকারি কোষাগারের টাকা পরিকাঠামো নির্মাণ, স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নতি বা শিক্ষার পিছনে ব্যয় না হয়ে অনুদানে বিলোনোয় মূলধন তৈরি ব্যাহত হচ্ছে। সমাজবিজ্ঞানীদের একাংশের মতে, মানুষের হাতে সরাসরি নগদ হস্তান্তরের ফলে পরিশ্রম করে উপার্জনের মানসিকতা এবং কর্মস্পৃহা ক্ষুণ্ণ হচ্ছে। যা দীর্ঘমেয়াদে উৎপাদনশীল মানবসম্পদ তৈরিতে বাধা সৃষ্টি করবে।

মুদ্রার অপর পিঠও রয়েছে। বিরোধীদের একাংশের বক্তব্য, সরকার আদানি-আম্বানিদের মতো বড় শিল্পপতিদের কর কিংবা রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলির ঋণখেলাপিদের কোটি কোটি টাকার ঋণ মকুব করতে পারলে দরিদ্র ও প্রান্তিক মানুষের হাতে নগদ দিতে সমস্যা কোথায়? বিরোধীদের যুক্তি, দরিদ্র ও নিম্নবিত্তের হাতে অর্থ এলে তাঁদের ভোগব্যয় বাড়ে, স্থানীয় বাজার সচল হয় এবং সামগ্রিক অর্থনীতিতে অর্থের প্রবাহ বজায় থাকে।

প্রশ্ন উঠেছে, ৫,০০০ ডলার অনুদানের নতুন ঘোষণা কি আমেরিকানদের ক্রয়ক্ষমতা বাড়িয়ে অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার বাস্তবমুখী প্রয়াস, নাকি মধ্যবর্তী নির্বাচনে ক্ষমতা ধরে রাখার জন্য সস্তার প্রলোভন? রেউড়ি কার্ড খেলে ট্রাম্প নির্বাচনি বৈতরণি পার হতে পারবেন কি না, কিংবা যুক্তরাষ্ট্রের প্রাতিষ্ঠানিক পরিকাঠামো তাঁকে আটকে দেবে কি না, তা সময় বলবে। তবে আমেরিকার নাগরিকদের মনকে কিনে নেওয়ার এই মরিয়া চেষ্টায় আবার স্পষ্ট, শাসকের কাছে ক্ষমতাই শেষ কথা।

অমৃতধারা

যা মানুষকে সত্যতত্ত্ব উপলব্ধি ও মুক্তিলাভ সমর্থ করে তা-ই ধর্ম। সাধারণ লোকের ধর্ম বলে যা বিশ্বাস করে ও মেনে চলে – সেসবের মধ্যে ধর্মের আসল ভাব নেই। ওসব হচ্ছে কতকগুলো যুক্তিহীন প্রথা ও আচার নিয়ম। সাধারণ লোকেদের মধ্যে আসল ধর্ম নেই- আছে ধর্মের নামে গোঁড়ামি, সংকীর্ণতা ও দলাদলি। ধর্ম ও ধর্মের নামে সাম্প্রদায়িকতা কখনোই এক জিনিস নয়। ধর্ম হচ্ছে সত্যনিষ্ঠা, সংযম ও পবিত্রতার ফলে সত্যকে উপলব্ধি করা। সাম্প্রদায়িকতা হচ্ছে ধর্ম বিশ্বাসের নামে গোঁড়ামি, কুসংস্কার ও যুক্তিহীন আচার-নিয়মে অভিভূত হয়ে থাকা।

ধর্মকে জানতে হলে চাই ষোলআনা সাধন-ভজন। মনের ভেতরে কুভাব, কুচিন্তা, হিংসা থাকলে ধর্মলাভ শুধু কথার কথা। সত্য ও অসত্য গোঁজামিল দিয়ে ধর্ম হয় না।

—শ্রীশ্রী স্বামী অভেদানন্দ

'আমি হব শারদোৎসবের পুরোহিত'

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী আপত্তি তুলেছেন 'শারদোৎসব' শব্দটির অস্তিত্ব নিয়ে। অথচ বাঙালির দুর্গাপুজো ও শারদোৎসবে ফারাক ছিল না কখনও।

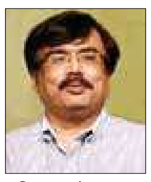

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

-এআই

রবীন্দ্রনাথের 'শারদোৎসব' নাটকের প্রথম দৃশ্যে শুরুতেই বালকগণ গাইছিল, 'মেঘের কোলে রোদ উঠেছে/ বাদল গেছে টুটি—/আজ আমাদের ছুটি ও ভাই,/ আজ আমাদের ছুটি।'

তার ঠিক পরেই লক্ষেশ্বর 'ঘর হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া' বলছিল, 'ছেলেগুলো তো জ্বালালে! ওরে চোবে! ওরে গিরিধারীলাল! ধর তো ছোঁড়াগুলোকে ধর তো।'

১৯০৭ সালের নাটক! এই নাটকের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'আজ বুকের বসন ছিঁড়ে ফেলে/দাঁড়িয়েছে এই প্রভাতখানি,/ আকাশেতে সোনার আলোয়/ছড়িয়ে গেল তাহার বাণী!'

আজকের এই প্রভাতখানিতে 'শারদোৎসব' নাটকে কে যে লক্ষেশ্বর, কে যে সন্ন্যাসী, কে ঠাকুরদাদা বা উপানন্দর ভূমিকায় অভিনয় করবেন, সেই প্রসঙ্গে যাচ্ছি না। ১১৮ বছর পরেও প্রেক্ষাপটে বদল নেই তেমন। তবে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে অনেক ধন্যবাদ, তাঁর একটি কথা শুনে বহুদিন পর আবার শারদোৎসব পড়তে বসলাম। একটা সময়ে যা ছিল একেবারে মুখস্থ। আজ অবাক হয়ে উপলব্ধি করলাম, শারদোৎসবের আটটি চরিত্রই এখনও ঘুরে বেড়াচ্ছে আমাদের চারপাশে। আগের মতো উদাসীনতা মেখে নয়, রীতিমতো সগর্বে। এখনও কোনও নেতা লক্ষেশ্বরের মতোই কোনও কিছু শুনে বা দেখে বলছেন, 'ধর তো, ছোঁড়াগুলোকে ধর তো।'

ঠিক কী বলেছেন শুভেন্দু, একটু লেখা যাক। বামেদের নিশানা করে তিনি বলেছেন, ''ওরা সনাতন ধর্মটাকে 'কালচারাল' বলে মনে করেন। দুর্গাপুজো বলেন না। শারদ-উৎসব? সব দুর্গাপুজো কমিটিকে বলব, এই তথাকথিত কমিউনিস্টরা পুজোর স্টল করতে গেলে, শারদ-উৎসবের জায়গায় যদি দুর্গাপুজো না লেখেন, একটা স্টলও করতে দেবেন না।''

কী দিনকাল পড়ল, বাঙালিকে এখন শারদোৎসবেরও মানে ব্যাখ্যা করতে হচ্ছে পর্যন্ত! বাঙালি যে চিরকাল দুর্গাপুজো থেকে জগদ্ধাত্রীপুজো পর্যন্ত সময়টাকে শারদোৎসব ধরে, মাখামাখি হয়ে যায় পুজো ও শারদোৎসব, সে তো ছোটবেলা থেকে অধিকাংশ বাঙালি জানত। এখন শারদোৎসবের মধ্যে ছটপুজো পর্যন্ত ঢুকে গিয়েছে। কতদিন দুর্গাপুজো আর ইদ কাছাকাছি পড়েছে। তখন বাঙালির শারদোৎসবে ঢুকে পড়েছে ইদও। সেই শারদোৎসব শব্দের অমল মহিমাকে অস্বীকার করবে কীভাবে বাঙালি?

সেই হিসেবে এতকাল কোনও ব্যাকরণবিদ বা দারোগার আগাম শংসাপত্র লাগত না। হঠাৎ শরতের বাতাসে কাশফুলের বদলে ফতোয়ার গন্ধ।

পুজো আর উৎসবের ফারাক বোঝাতে এখন নাকি রাজনৈতিক অণুবীক্ষণ যন্ত্র লাগবে। ভক্তি মেপে দেওয়ার এমন রাজকীয় আয়োজন দেখে স্বয়ং দেবীও বোধহয় স্মিত হাসতেন। মণ্ডপে অঞ্জলি দেওয়ার আগে কি এবার শব্দপরীক্ষার প্রবেশিকা বসবে?

ধর্মের দেওয়াল টপকে উৎসবের আঙিনায় পা রাখাটাই ছিল এ জাতির চিরকালীন অহংকার। ঠাকুরদালানের স্তোত্র আর রাস্তার আড্ডা, দুটোই বরাবর হাত ধরাধরি করে হেঁটেছে। সেখানে হঠাৎ 'শারদোৎসব' শব্দটা শুনলেই কারও কারও গা জ্বালা করছে।

আসলে উৎসব তো সর্বজনের। সেখানে সংকীর্ণ খোপ তৈরি করা যায় না। তাই হয়তো শব্দের গায়েও আজ রাজনীতির তকমা সেঁটে দেওয়ার এই কাঙালপনা। সংস্কৃতির আভিজাত্য যাদের মজ্জায় নেই, তারা তো এমনই খুঁতখুঁতে পাটোয়ারি হিসেব কষবে।

পুজোকে যারা স্রেফ ভোটের পাটিগণিতে নামিয়ে আনতে চায়, তাদের কাছে শরতের আকাশও হয়তো অচিরে কোনও দলের ইস্তাহার হয়ে উঠবে।

আকাশে নীল মেঘ আর কাশের দোলা দেখার আগেই বাংলায় নেমে এল ব্যাকরণের মহাযুদ্ধ। বাঙালির ক্যালেন্ডারে মহালয়া কবে পড়বে তা নিয়ে জ্যোতিষীদের হয়তো মাথা ঘামানোর কথা ছিল। কিন্তু এ বঙ্গে রাজনীতির আকাশে হঠাৎ গর্জন তুলল এক আস্ত তৎসম শব্দ। শব্দটা আর কিছুই নয়, 'শারদোৎসব'।

রবীন্দ্রনাথ যদি আজ শান্তিনিকেতন থেকে কলকাতায় নামতেন, হয়তো বিজেপির নেতারা তাঁকে মঞ্চে ডেকে জানতে চাইতেন, মশাই, নাটকের নাম 'শারদোৎসব' দিলেন কেন? দুর্গা শব্দটা কোথায় গেল?

শুধু কি রবীন্দ্রনাথ? বাংলা সাহিত্যের একের পর এক দিকপালকে তবে তো এখন কাঠগড়ায় তুলতে হয়। কাঠগড়ায় তুলতে হবে স্বয়ং হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে। বাংলা অভিধানের জনকের বঙ্গীয় শব্দকোষেই রয়েছে শারদোৎসব শব্দটি। শারদপার্বণ অর্থে বলা হয়েছে শরৎকালীন উৎসব বা শারদোৎসব। শারদীয় মানে বলা হয়েছে শরৎকালে কর্তব্য (উৎসবাদি)। সে বইয়ের প্রথম প্রকাশ বাংলা ১৩৪০-১৩৫৩ সালে।

শারদোৎসবের সাহিত্যপত্রিকা, শারদোৎসবের গান নিয়েই বড় হয়েছেন আজকের শুভেন্দু-সুকান্ত-দিলীপের প্রজন্মের বহু মানুষ। শারদীয় বা শারদীয়া দেশ পত্রিকা, এইচএমভির গানের বই শারদ অর্ঘ্য থেকে গিয়েছে স্মৃতির অন্তরে। আজকের দিন হলে হয়তো এইচএমভি আর ওই বইয়ের নাম শারদ অর্ঘ্য রাখত না। পুজোর অর্ঘ্য রাখত।

মজার ব্যাপার কী জানেন, মুখ্যমন্ত্রী শারদোৎসব শব্দ নিয়ে আপত্তি জানানোর এক ঘণ্টার মধ্যে সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁর এক পুরোনো পোস্ট ভাইরাল হতে থাকল। যেখানে ২০২২ সালের ১ অক্টোবর তিনি লিখেছিলেন, সকলকে শারদ উৎসব ও মহাষষ্ঠীর আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই।

অসুবিধে নেই। এটাই তো বাঙালির সংস্কৃতি ছিল। কত কিংবদন্তি লেখক ও কবির লেখায় আপনি শারদোৎসব শব্দ ব্যবহার করতে দেখেছেন? এক পরিচিত বাঙালি লেখককে প্রশ্নটা করে কার্যত ধমক খেলাম। বললেন, 'এরপর তো বলবেন, ক'জনের লেখায় জল শব্দটা ব্যবহার করতে দেখেছেন। এত সহজ ও স্বাভাবিক ব্যাপারটা।' তিনিই ঠিক। এরপর হয়তো অনেককে ব্যাখ্যা করতে হবে, খাবার জল বা মাংস-মাছ নিয়ে।

পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি প্রকাশিত রবীন্দ্র রচনাবলির দ্বাদশ খণ্ডে পড়লাম শাঁওলী মিত্র লিখেছিলেন, রবীন্দ্রনাটক নিয়ে যাঁরা উৎসাহী তাঁরা বোধকরি সকলেই জানেন, শারদোৎসব থেকে রবীন্দ্রনাথের নাটকের এক নতুন পর্যায় শুরু হয়েছিল।

তারপরেই মুকুট, অচলায়তন, ডাকঘর, অরূপরতন, বসন্ত, চিরকুমার সভা, নটীর পূজা। নামগুলো বলে দেবে, রবীন্দ্রনাথের ভাবনাচিন্তা কীভাবে পালটেছিল শারদোৎসব লেখার পর।

রবীন্দ্রনাথের রূপক নাটকের শক্তির কথা ভাবছিলাম। সময় বদলে যায়। পটভূমি পালটে যায়। কিন্তু মানুষের মৌলিক চরিত্রের খাঁচাটুকু একই থেকে যায়।

'শারদোৎসব'-এর সেই আটটি চরিত্র আজও সমকালের মাটিতে সমান জীবন্ত।

আজকের সমাজে লক্ষেশ্বরের তো কোনও অভাব নেই। চারপাশের হিসেবনিকেশের দেওয়াল তুলে সে এখনও আতঙ্কে বাঁচে। আনন্দ বা উৎসবের সুর কানে এলেই তার মনে হয়, লাভক্ষতির খাতায় বুঝি টান পড়ল। সম্পদ পাহারা দিতে দিতে নিজের ভেতরটাই সে হারিয়ে ফেলেছে।

উলটোদিকে উপানন্দ এখনও আছে। দেনার দায়ে বাঁধা পড়েও যে নিজের নিষ্ঠা আর পরিশ্রমে মাথা উঁচু করে বাঁচতে চায়। বর্তমানের চরম সুবিধাবাদী ভিড়ে এই আত্মমর্যাদাবোধই তাকে আলাদা করে চেনায়।

আর ঠাকুরদাদার দল? সব হারিয়েও যারা জীবনের সহজ সুরটা ভুলতে পারে না।

ছোটদের উল্লাসে তাল মিলিয়ে এখনও তারা গেয়ে ওঠে মুক্তির গান।

তারই মাঝে রাজার মতো ক্ষমতা আসে সত্যের খোঁজে। আর সন্ন্যাসী এসে জানিয়ে দেন, সব প্রাচুর্যের চেয়ে চিত্তের বন্ধনহীন আনন্দই আসল সম্পদ।

শারদোৎসব নাটকে এক জায়গায় লক্ষেশ্বর ছেলের দলের ওপর মারমুখী। ঠাকুরদাদা জিজ্ঞেস করছেন, কী হয়েছে লখাদাদা, মারমূর্তি কেন?

লক্ষেশ্বর—আরে, দেখো না! সক্কালবেলা কানের কাছে চেঁচাতে আরম্ভ করেছে।

ঠাকুরদাদা—আজ যে শরতে ওদের ছুটি, একটু আমোদ করবে না! গান গাইলেও তোমার কানে খোঁচা মারে! হায় রে হায়, ভগবান তোমাকে এত শাস্তিও দিচ্ছেন!

লক্ষেশ্বর—গান গাইবার বুঝি আর সময় নেই! আমার হিসাব লিখতে ভুল হয়ে যায় যে! আজ আমার সমস্ত দিনটাই মাটি করলে।

এই যে শারদোৎসব আসছে, এ জাতীয় কথোপকথন বাংলার সব পাড়ায় পাড়ায় চলবে জগদ্ধাত্রী, কার্তিক পুজো পর্যন্ত। এখনও দু'রকম মনের মানুষের খোঁজ পাওয়া অবধারিত বাংলায়। তবু শারদোৎসবের আনন্দ চেটেপুটে খায় দু'পক্ষই।

রবীন্দ্রনাটকের পাতার সেই দ্বন্দ্ব আজও আমাদের রাজনীতি, সমাজ আর প্রতিদিনের যাপনে প্রতি মুহূর্তে ধাক্কা দিয়ে যায়। বাইরে যতই শরতের কাশের দোলা আর নীল আকাশ থাকুক, অন্তরের আসল শারদোৎসব আজও ক'জন মনের দরজা খুলে উদযাপন করতে পারে?

আবার মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথের শারদোৎসবের সংলাপ।

ছেলেরা—কী খেলা খেলবে?

সন্ন্যাসী—আমরা আজ শারদোৎসব খেলব।

চতুর্থ বালক—সে কী করে খেলতে হয়?

সন্ন্যাসী—তবে এক কাজ করো। ওই কাশবন থেকে কাশ তুলে নিয়ে এসো। আঁচল ভরে ধানের মঞ্জরী আনতে হবে। আর তোমরা আজ শিউলির মালা গেঁথে ওইখানে ফেলে রেখে গেছ, সেগুলো নিয়ে এসো।

প্রথম বালক—কী করতে হবে ঠাকুর?

সন্ন্যাসী—আমাকে তোমরা সাজিয়ে দেবে—আমি হব শারদোৎসবের পুরোহিত।

নাটকের একেবারে শেষ দৃশ্যের শেষ গানটা মনে আছে তো?

আমার নয়ন-ভুলানো এলে!
আমি কী হেরিলাম হৃদয় মেলে!
...
সকল ভাবে সকল কাজে
পাষাণ-গলা সুধা ঢেলে!
নয়ন-ভুলানো এলে!

(লেখক সাংবাদিক)

আজ

১৮৯৪

আজকের দিনে সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন।

২০২৪

রাজনীতিবিদ সীতারাম ইয়েচুরি প্রয়াত হন আজকের দিনে।

আলোচিত

পুজোয় আমিষ খেতে বারণ করার আমি কে? আমার বলিপ্রথা ভালো লাগে না। আর ধার্মিক হিসেবে মণ্ডপে মাছ-মাংস খেতে বারণ করেছি। কিছু মানুষের হয়তো আমার কথা পছন্দ হয়নি। একজন ধর্মগুরু হিসেবে আমি বলিপ্রথার বিরোধিতা করেছিলাম। আমি শুধু এটা বলতে চেয়েছিলাম— যদি কেউ আমিষ খেয়ে থাকেন, দয়া করে মায়ের মণ্ডপের কাছে খাবেন না। শিব প্রতিটি জীবের মধ্যে বিরাজমান। শাস্ত্র কী বলে, তা নিয়ে আমাদের আলোচনা করা উচিত। পশুবলির বিরুদ্ধে আমি আওয়াজ তুলেছি এবং আগামীদিনেও তুলব।

- বাগেশ্বর বাবা ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ শাস্ত্রী

ভাইরাল/১

পিঠে ত্রিশ কেজির বিশালাকার প্লাইউড নিয়ে লাদাখের দুর্গম পাহাড়ি রাস্তায় হেঁটে উঠছেন এক মহিলা। মুখে চওড়া হাসি, যেন কোনও কষ্টই হচ্ছে না। প্রতিদিন এই কাজ করে তিনি ৭০০ টাকা পান। জীবনধারণের জন্য দুই সন্তানের মায়ের এই লড়াইকে কুর্নিশ জানাচ্ছেন নেটিজেনরা।

ভাইরাল/২

পরনে গেরুয়া পাঞ্জাবি, কালো প্যান্ট। মুখ সাদা কাপড়ে ঢাকা। মহারাষ্ট্রের নাগপুরে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের শাখায় ঢুকে কর্মীর চোখে লংকার গুঁড়ো ছিটিয়ে ক্যাশ কাউন্টার থেকে চার লক্ষ টাকা নিয়ে চম্পট এক দুষ্কৃতীর। ত্রিশ মিনিটের এই দুঃসাহসিক 'অপারেশন' ধরা পড়েছে সিসিটিভি ক্যামেরায়।

জনমন জনমত

স্কুল শিক্ষকদের টিউশন নিয়ে কড়া পদক্ষেপ চাই

রাজ্য সরকারের শিক্ষা দপ্তরের নির্দেশিকা অনুযায়ী সরকারি ও সরকারপোষিত স্কুলের শিক্ষকরা গৃহশিক্ষকতা করতে পারেন না। কিন্তু আক্ষেপের বিষয়, সুস্পষ্ট নির্দেশনামা থাকা সত্ত্বেও তা উপেক্ষা করে এক শ্রেণির শিক্ষক বহাল তবিয়তে টিউশন পড়িয়ে চলেছেন। সমস্ত নীতিবোধ বিসর্জন দিয়ে অর্থের লোভে রমরমিয়ে চলছে এই কারবার।

স্কুল শিক্ষকদের এই বেআইনি প্রাইভেট টিউশনের প্রতিবাদে 'পশ্চিমবঙ্গ গৃহশিক্ষক কল্যাণ সমিতি' দীর্ঘদিন ধরেই আন্দোলন চালিয়ে আসছে। শিক্ষিত বেকারদের স্বার্থে নেওয়া তাঁদের এই পদক্ষেপকে সাধুবাদ জানাই। অতীতে টিউশন পড়ানোর সময় শিক্ষকদের হাতেনাতে ধরে সেই ভিডিও জেলার স্কুল পরিদর্শকের (ডিআই) কাছে পাঠানো হয়েছিল। অথচ তার পরেও চিহ্নিত শিক্ষকদের বিরুদ্ধে কোনও প্রশাসনিক ব্যবস্থাই নেওয়া হয়নি। ছাত্রছাত্রীরা প্রধানত দুটি কারণে স্কুল শিক্ষকদের কাছে টিউশন পড়তে বাধ্য হয়— প্রোজেক্ট ও প্র্যাক্টিক্যাল। শিক্ষকের কাছে না পড়লে এই দুটিতে কম নম্বর পাওয়ার জুজু তাদের তাড়া করে ফেরে। আন্দোলনকারীরা শিক্ষা দপ্তরের সর্বস্তরে বিষয়টি জানালেও সরকারি নির্দেশিকাকে কার্যত বুড়ো আঙুল দেখানো হচ্ছে।

শিক্ষা দপ্তরের শীর্ষকর্তাদের কাছে অনুরোধ, যে সব শিক্ষক সরকারি নিয়ম ভাঙছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে অবিলম্বে কড়া পদক্ষেপ করা হোক। পাশাপাশি শিক্ষিত বেকার তরুণদের স্বনির্ভর করার ব্যবস্থা নেওয়া হোক।

অনুপকুমার সাহা
লোকনাথ সরণি, নিরঞ্জননগর, শিলিগুড়ি।

পুজোর খাদ্যাভ্যাসে নাক গলানো অনুচিত

আমাদের দেশের সব অঞ্চলের মানুষের খাদ্যাভ্যাস এক নয়। কোথাও মানুষ ভাত পছন্দ করেন, কোথাও বা রুটি। ইদানীং আমিষ না নিরামিষ— কোন খাবার মানবদেহের পক্ষে বেশি উপযোগী, তা নিয়ে বিতর্ক চলছে। যার আমিষ ভালো লাগবে সে আমিষ খাবে, যার নিরামিষ পছন্দ সে নিরামিষ খাবে— এটা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত পছন্দের বিষয়। পশ্চিমবঙ্গ, অসম, ওড়িশা, বিহার, পঞ্জাব প্রভৃতি রাজ্যের মানুষ আমিষ ও নিরামিষ উভয় প্রকার খাবারই খেয়ে থাকেন। আবার উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলির সিংহভাগ মানুষ প্রায় প্রতিদিনই আমিষ খান। অন্যদিকে গুজরাট, রাজস্থান প্রভৃতি রাজ্যের মানুষ সাধারণত নিরামিষাশী।

সম্প্রতি সংবাদমাধ্যমে দেখলাম, ভিনরাজ্যের এক ব্যক্তি পশ্চিমবঙ্গে এসে পুজোয় মাছ-মাংস খেতে নিষেধ করেছেন। কিন্তু আবহমান কাল ধরে বাঙালিরা পুজোয় মাছ-মাংস খেয়ে আসছেন। এমনকি স্বামী বিবেকানন্দও আমিষাশী ছিলেন। শ্রী রামকৃষ্ণ, মা সারদা সকলেই মাছ খেতেন। রামকৃষ্ণ মিশনের মাছ-মাংস খাওয়ায় কোনও বিধি বিশেষ নেই। কাজেই নিজের পছন্দ অন্যের উপর চাপিয়ে দেওয়া অনুচিত। যার নিরামিষ পছন্দ সে খেতেই পারে, কিন্তু অন্যের খাদ্যাভ্যাসে নির্দেশ জারি করার অধিকার কারও নেই। তাই পশ্চিমবঙ্গের যে মানুষজন আমিষ ভালোবাসেন, পুজোর মরশুমে তাঁদের আমিষ ত্যাগের ফতোয়া দেওয়া কোনওভাবেই সমর্থনযোগ্য নয়।

পুলক রায়, হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : ৮৩৭৩০৯৭৯৯১, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

দ্বন্দ্ব পেরিয়ে বিশ্বাসের চিরন্তন ঠিকানা

যত পরিবর্তনই আসুক, বিয়ের মূল অর্থ ও সম্পর্কের আকাঙ্ক্ষা আজও বিশ্বজুড়ে অটুট।

পান্না দাস

মাসাই সমাজে বিয়ে।

পৃথিবীর নানা প্রান্তে বিবাহকে ঘিরে রয়েছে বিচিত্র রীতি, বিশ্বাস ও সামাজিক নিয়ম। কেনিয়ার মাসাই সম্প্রদায়ের বিবাহপ্রথা আর বাঙালির বিয়ের আচার এক নয়। মাসাইদের ঐতিহ্যবাহী সমাজে বিবাহের সঙ্গে গবাদিপশু দেওয়ার রীতি জড়িত ছিল। গোরু সেখানে সম্পদ ও সামাজিক মর্যাদার গুরুত্বপূর্ণ প্রতীক। লাল শুকা, পুঁতির অলংকার, গান ও নৃত্যে ফুটে ওঠে সেই সংস্কৃতির রং। নতুন ঘরে যাওয়ার সময় কনের পিছন ফিরে না তাকানোর একটি লোকবিশ্বাসের কথাও জানা যায়। এটি একটি সাংস্কৃতিক লোককথা। অথচ এত ভিন্নতার মধ্যেও একটি মিল রয়েছে। বিয়ে শুধু দুজন মানুষের নয়, পরিবার ও সমাজের সম্পর্ককেও নতুন করে সাজায়।

বাঙালি বিয়ের ছবিটিও তাই নিছক অনুষ্ঠান নয়। আইবুড়োভাত, গায়েহলুদ, আশীর্বাদ, মালাবদল, শুভদৃষ্টি, সাতপাক, সিঁদুরদান, শঙ্খধ্বনি ও উলুধ্বনির সঙ্গে জড়িয়ে থাকে বহু পরিবারের স্মৃতি। সময়ের সঙ্গে কিছু আচার বদলেছে। ব্যক্তিগত পছন্দ এবং পারস্পরিক সম্মতির গুরুত্বও বেড়েছে। একসময় বহু ক্ষেত্রে পরিবারই বিয়ের সিদ্ধান্তে প্রধান ভূমিকা নিত; এখন অনেক ক্ষেত্রে দুজন মানুষের সিদ্ধান্তই গুরুত্ব পাচ্ছে। বিয়ের বাহ্যিক রূপ বদলালেও তার একটি মৌলিক উদ্দেশ্য এখনও একই, দুই মানুষকে একটি দায়িত্বশীল সম্পর্কের ভিতের উপর দাঁড় করানো। সেই ভিত কতটা শক্ত হবে, তা অবশ্য অনুষ্ঠানের জাঁকজমক ঠিক করে না।

এখানেই আসে বদলে যাওয়া সময়ের প্রশ্ন। নতুন প্রজন্মের একটি অংশ বিয়েকে আর জীবনের বাধ্যতামূলক ধাপ বলে মনে করে না। কেউ দেরিতে বিয়ে করছেন, কেউ দীর্ঘদিনের সম্পর্ক বজায় রেখেও বিয়ের সিদ্ধান্ত পিছিয়ে দিচ্ছেন, আবার কেউ বিয়ে না করেই সঙ্গীর সঙ্গে জীবন কাটানোর পথ বেছে নিচ্ছেন। অর্গানাইজেশন ফর ইকনমিক কোঅপারেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (ওইসিডি)-এর ২০২৪ সালের 'সোসাইটি অ্যাট এ গ্লান্স' প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী, ১৯৯০ থেকে ২০২১ সালের মধ্যে সংস্থার দেশগুলিতে প্রথম বিয়ের গড় বয়স নারীদের ক্ষেত্রে প্রায় ২৫ থেকে ৩২ এবং পুরুষদের ক্ষেত্রে ২৮ থেকে ৩৪ বছরে পৌঁছেছে। ১৯৯০ সালে অধিকাংশ ওইসিডি দেশে প্রতি হাজার জনে ৫ থেকে ৭টি বিয়ে হলেও ২০২২ সালে গড় হার নেমে হয় ৪.৩। অর্থাৎ মানুষ সম্পর্ককে অস্বীকার করছে এমন নয়, বরং বিয়ে করার সময় ও পদ্ধতি বদলাচ্ছে। দীর্ঘমেয়াদি সহবাসও বহু দেশে সম্পর্কের একটি গুরুত্বপূর্ণ পথ হয়ে উঠেছে।

তার মধ্যেই আসে ফুটবলার ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো ও জর্জিনা রডরিগেজের ঘটনা। ২০১৬ সালে সম্পর্ক শুরু করার প্রায় এক দশক পরে, ২০২৬ সালের ১১ অগাস্ট তাঁরা পর্তুগালে ব্যক্তিগত পরিসরে বিয়ে করেছেন। ঘটনাটি বদলে যাওয়া সময়ের একটি চেনা ছবি। দীর্ঘ সম্পর্কের পরেও বিয়েকে বেছে নেওয়া যায়, আবার বিয়ের সিদ্ধান্ত নিতে তাড়াহুড়ো না করেও সম্পর্ককে দীর্ঘদিন ধরে রাখা যায়। তাই বিয়ে না করা মানেই সম্পর্কের প্রতি অনাস্থা, এমন সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যেমন ঠিক নয়, তেমনই বিয়ে করলেই সম্পর্ক নিরাপদ হয়ে যায়, এমন ধারণাও বাস্তব নয়। বিয়ে একটি সামাজিক ও আইনি কাঠামো দিতে পারে, দায়িত্ব ভাগ করে নেওয়ার সুযোগ তৈরি করতে পারে, পরিবারকে একটি স্বীকৃত পরিসরে আনতে পারে। কিন্তু তার ভিত শক্ত হয় পারস্পরিক শ্রদ্ধা, বিশ্বাস, যত্ন, স্বাধীনতার মর্যাদা এবং কঠিন সময়ে পাশে থাকার মধ্য দিয়ে।

শেষপর্যন্ত প্রশ্নটি বিয়ে হবে কি হবে না, এত সরল নয়। আসল প্রশ্ন, মানুষ কেমন সম্পর্ক চায় এবং সেই সম্পর্ককে কতটা দায়িত্ব নিয়ে বাঁচাতে প্রস্তুত। মাসাইদের লোকবিশ্বাস থেকে বাঙালির সাতপাক, আবার রোনাল্ডোদের দীর্ঘ সম্পর্কের পর বিয়ে, সবই দেখায় যে সম্পর্কের পথ এক নয়। সময়ের সঙ্গে বিয়ের বয়স বদলেছে, রীতিও বদলেছে, বদলেছে মানুষের ব্যক্তিস্বাধীনতার ধারণা। তবু দীর্ঘস্থায়ী সঙ্গ, বিশ্বাস এবং একসঙ্গে জীবন পার করার আকাঙ্ক্ষা রয়ে গেছে। বিয়ে সেই আকাঙ্ক্ষাকে একটি সামাজিক কাঠামো দিতে পারে, কিন্তু সম্পর্কের প্রাণ আসে মানুষের আচরণ থেকে। তাই বিয়ের সবচেয়ে বড় রীতি হয়তো কোনও মন্ত্র নয়, প্রতিদিন একে অপরকে নতুন করে বেছে নেওয়া।

(লেখক পেশায় ইঞ্জিনিয়ার। শিলিগুড়ির বাসিন্দা।)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে।
ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান।
মেল—ubsedit@gmail.com

বিন্দুবিসর্গ

শব্দরঙ্গ ■ ৪৫৪৮

১			২	★	৩		৪
	★	★		★		★	
	★	★	৫			৬	
৭	৮		★	★	★		★
★		★	★	★	৯		১০
১১		১২		১৩	★	★	
	★		★		★	★	
১৪			★	১৫			

পাশাপাশি : ১। সংগ্রামের সাথি ৩। প্রাচীন রণবাদ্য ৫। কৈলাস পর্বতের নাম ৭। স্নেহ, মায়া, আপন বলে ভাবা, আসক্তি ৯। রামের হাতে নিহত রাক্ষসী ১১। কলা বউ-এর আরেক নাম ১৪। নৌকার পাল ১৫। বাংলাদেশের জাতীয় কবি।

উপর-নীচ : ১। অল্পের উপর, একটু আধটু ২। দহ, খাল, জলাজমি, গভীর গর্ত বা জাহাজের খোল ৩। দাহ করা হয়েছে এমন ৪। শপথ বা দিব্যি ৬। শেয়াল-এর আরেক নাম ৮। মাফ, অব্যাহতি, রেহাই বা নিষ্কৃতি ১০। নিগমের আরেক নাম, নিমগাছ ১১। নচেৎ, নইলে, অন্যথা ১২। চারটি মূল দিকের একটি ১৩। সোনা, ফুলবিশেষ।

সমাধান ■ ৪৫৪৭

পাশাপাশি : ১। জনৈক ৩। বাজ ৫। লিপি ৬। আসামি ৮। বপন ১০। বন্দিশ ১২। ঘরানা ১৪। শামা ১৫। বপু ১৬। নশ্বর।

উপর-নীচ : ১। জনরব ২। কলিচুন ৪। জলসা ৭। মিত্র ৯। মাঘ ১০। বর্তমান ১১। শশধর ১৩। রাজীব।

পৃথিবীর পাঠশালা

সমুদ্রের তলার আগুনের কুণ্ড

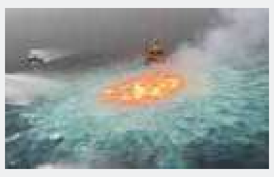

সমুদ্রের গভীর অন্ধকারে যেখানে সূর্যের আলো পৌঁছায় না, সেখানে কালো ধোঁয়া ছাড়তে থাকা বিশেষ কিছু চিমনির সন্ধান পাওয়া যায়। এদের হাইড্রোথার্মাল ভেন্ট বলা হয়। মাটির গভীর থেকে চারশো ডিগ্রি সেলসিয়াসের ফুটন্ত খনিজমিশ্রিত জল এই চিমনি দিয়ে বেরিয়ে আসে। সূর্যালোক ছাড়াই এই চরম বিষাক্ত সালফারে ভরা পরিবেশে অদ্ভুত সব ব্যাকটিরিয়া, অতিকায় সাদা কৃমি এবং অন্ধ কাঁকড়ারা এক সমৃদ্ধ বাস্তুতন্ত্র গড়ে তুলেছে।

শহরের ক্ষুদ্রতম সরকারি পার্ক

আমেরিকার ওরেগন রাজ্যের পোর্টল্যান্ড শহরে রয়েছে মিল এন্ডস পার্ক, যা গিনেস বুক অনুযায়ী বিশ্বের সবচেয়ে ছোট পার্ক। এই পার্কটির ব্যাস মাত্র দুই ফুট। একটি ব্যস্ত রাস্তার ডিভাইডারের মাঝে ল্যাম্পপোস্ট বসানোর গর্তে এক সাংবাদিক কিছু ফুল গাছ লাগিয়ে এটিকে একটি আস্ত পার্ক বলে ঘোষণা করেছিলেন। এই ছোট্ট বৃত্তাকার জমিতে নিয়ম করে ঘাস ছাঁটা হয় এবং মাঝে মাঝে পুঁচকে খেলনা বসিয়ে সাজানো হয়।

আজারবাইজানের পাহাড়ে জ্বলন্ত শিখা

আজারবাইজানের ইয়ানার দাগ নামের পাহাড়ে গেলে দেখা যায় এক অদ্ভুত দৃশ্য। পাহাড়ের ঢালের মাটি থেকে অবিরাম দাউদাউ করে আগুন জ্বলছে। কোনও কাঠ বা কয়লা ছাড়াই বৃষ্টি, বরফ কিংবা তীব্র ঝড়ের মধ্যেও এই আগুন কখনও নেভে না। মাটির নীচের গভীর প্রাকৃতিক গ্যাসের স্তর থেকে সূক্ষ্ম ফাটল দিয়ে অনবরত গ্যাস চুইয়ে বাইরে আসার কারণেই এই চিরন্তন শিখা গত কয়েক শতাব্দী ধরে সমানে জ্বলে চলেছে।

পেঙ্গুইনদের দলবদ্ধ উষ্ণতার চাকা

অ্যান্টার্কটিকার হাড়কাঁপানো ঠান্ডায় যখন মাইনাস পঞ্চাশ ডিগ্রির নীচে পারদ নামে, তখন এম্পেরর পেঙ্গুইনরা বেঁচে থাকার জন্য এক অদ্ভুত কৌশল নেয়। কয়েক হাজার পেঙ্গুইন গায়ে গা লাগিয়ে গোল হয়ে এক বিশাল বৃত্ত তৈরি করে। বৃত্তের ভেতরের তাপমাত্রা প্রায় পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত পৌঁছে যায়। যাতে সবাই সমানভাবে গরম পায়, তাই পেঙ্গুইনরা ধীরে ধীরে বাইরের দিক থেকে ভেতরের দিকে এবং ভেতর থেকে বাইরের দিকে জায়গা বদল করতে থাকে।

উত্তরবঙ্গের জন্য পুজোয় স্পেশাল ট্রেন

মালদা, ১১ সেপ্টেম্বর : দুর্গাপুজোর ছুটিতে রেলযাত্রীদের ভিড় সামাল দিতে উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের মধ্যে দুই জোড়া পুজো স্পেশাল ট্রেন চালানোর পরিকল্পনা নিল ভারতীয় রেল। কলকাতা-নিউ জলপাইগুড়ি রুটে একটি ট্রেন ও হাওড়া-লামডিং রুটে অপর ট্রেনটি চলবে। কলকাতা-নিউ জলপাইগুড়ি রুটের স্পেশাল ট্রেন সপ্তাহে দুইদিন ও হাওড়া-লামডিং রুটের ট্রেনটি সপ্তাহে একদিন করে চলবে। এখনও ট্রেনের টিকিট বুকিং শুরু হয়নি। তবে পূর্ব রেলের পক্ষ থেকে স্পেশাল ট্রেনের সময়সূচি প্রকাশ করা হয়েছে।

০৩০০৫ হাওড়া-লামডিং আগামী ১৬ অক্টোবর থেকে চালু হয়ে ২৭ নভেম্বর পর্যন্ত চলবে। প্রতি শুক্রবার হাওড়া থেকে ট্রেন ছাড়বে সকাল ৭.১৫-তে। পরের দিন লামডিং পৌঁছাবে সকাল ৮টায়। আবার ০৩০০৬ লামডিং-হাওড়া ১৭ অক্টোবর থেকে ২৮ নভেম্বর পর্যন্ত চলবে। শনিবার লামডিং থেকে সকাল ১১টায় ছেড়ে পরের দিন হাওড়া পৌঁছাবে দুপুর সাড়ে ১২টায়। দুটি ট্রেনেই সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণি, স্লিপার ক্লাস এবং শীততাপ নিয়ন্ত্রিত কোচ থাকবে। অন্যদিকে, ০৩১২৯ কলকাতা-নিউ জলপাইগুড়ি পুজো স্পেশাল সপ্তাহে শনি ও রবিবার চলবে ১৭ অক্টোবর থেকে ২৯ নভেম্বর পর্যন্ত। কলকাতা থেকে ট্রেন ছাড়বে রাত ১১.১০-এ। পরের দিন সকাল ১০.৪৫-এ নিউ জলপাইগুড়ি পৌঁছাবে। ০৩১৩০ নিউ জলপাইগুড়ি-কলকাতা রবিবার ও সোমবার নিউ জলপাইগুড়ি থেকে ছাড়বে দুপুর ১২:৪৫-এ। রাত ১২.৪০-এ কলকাতা পৌঁছাবে। ১৮ অক্টোবর থেকে ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত ট্রেনটি চলবে।

বিচার বিভাগীয় হেপাজত

ফাঁসিদেওয়া, ১১ সেপ্টেম্বর : ফাঁসিদেওয়ার তৃণমূল নেতা কাজল ঘোষকে ১৪ দিনের বিচার বিভাগীয় হেপাজতের নির্দেশ দিল আদালত। পুলিশ হেপাজতের মেয়াদ শেষে শুক্রবার তাঁকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়।

‘অবক্ষয় ঠেকাতে’ সুপারিশ সংঘের শিক্ষক সংগঠনের

সরকারি স্কুলেও বিদ্যাভারতী মডেল

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ১১ সেপ্টেম্বর : বিদ্যাভারতী মডেল কার্যকর করার সুপারিশ সরকারি ও সরকার পোষিত স্কুলে। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের (আরএসএস) সংগঠন অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসংঘ এই সুপারিশ করেছে। সুপারিশটি নিয়ে শিক্ষক সংগঠনটি রাজ্যের স্কুল শিক্ষামন্ত্রী দীপক বর্মনের সঙ্গে আলোচনাও করেছে ইতিমধ্যে। দীপক নিজেও সংঘের ঘনিষ্ঠ।

এই মডেল কার্যকর করা মানে আরএসএস পরিচালিত বিদ্যাভারতী স্কুলের পঠনপাঠনের নিয়ম থেকে শুরু করে আচার অনুশীলন ইত্যাদি অনুসরণ করা। নিঃসন্দেহে তাতে লক্ষ্য হিন্দুত্বের প্রচার ও প্রসার। বিদ্যাভারতী থাকতে অন্য স্কুলে এই মডেল কার্যকর করার সুপারিশ কেন? অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসংঘের রাজ্য কমিটির সাধারণ সম্পাদক বাপি প্রামাণিক শুক্রবার সেই ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

তাঁর কথায়, ‘জলপাইগুড়ি জিলা স্কুলের ঘটনা ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কের অবক্ষয়ের ছবিটা স্পষ্ট করেছে। বিদ্যাভারতী স্কুলগুলিতে অনুসৃত নীতিগুলির গ্রহণযোগ্যতা অনেক বেশি। সেই ধ্যানধারণা রাজ্যের সব স্কুলে চালু করা জরুরি। সেজন্য আমাদের সংগঠন কাজ

করবে।’ নিঃসন্দেহে জলপাইগুড়ি জিলা স্কুলে প্রধান শিক্ষককে ক্যাম্পাসে ফেলে ছাত্রদের মার শোরগোল ফেলেছে সমাজে।

সেই পরিপ্রেক্ষিতে শুক্রবারই ওই স্কুলে গিয়ে অভিযুক্ত চার ছাত্রকে ট্রান্সফার সার্টিফিকেট দেওয়ার সিদ্ধান্ত জানিয়েছেন স্কুল শিক্ষামন্ত্রী। যদিও ওই ছাত্রদের অন্য স্কুলে ভর্তির সুযোগ দেওয়া হবে। কিন্তু আরএসএস-এর শিক্ষক সংগঠন মনে করে, শুধু এই পদক্ষেপে সামাজিক ও মূল্যবোধের অবক্ষয় আটকানো যাবে না। সেজন্য সমাজে সাংস্কৃতিক সংস্কার প্রয়োজন। সেই সংস্কার শুধু বিদ্যাভারতী মডেলে আনা সম্ভব বলে সংগঠনটি মনে করছে।

> **বিদ্যাভারতী স্কুলগুলিতে অনুসৃত নীতিগুলির গ্রহণযোগ্যতা অনেক বেশি। সেই ধ্যানধারণা রাজ্যের সব স্কুলে চালু করা জরুরি।**
>
> **-বাপি প্রামাণিক**
> অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসংঘের রাজ্য কমিটির সাধারণ সম্পাদক

সরকার এখনও সবুজ সংকেত না দিলেও সাংগঠনিক স্তরে সরকারি ও সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলগুলিতে এই মডেল কার্যকর করার বেশকিছু নির্দেশিকা দিয়েছে রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসংঘ। ইতিমধ্যে কিছু স্কুলে তা চালুও হয়েছে বলে সংগঠনটির দাবি। শৈক্ষিক মহাসংঘের রাজ্য কমিটির সাধারণ সম্পাদক মনে করেন, সাম্প্রতিক এই বিশৃঙ্খল আবহে রাজ্যের সরকারি স্কুলগুলির সামাজিক পরিবেশ রক্ষা করতে কিছু নীতি কার্যকর করা অত্যন্ত জরুরি।

কেমন সেই নীতি। বাপির বক্তব্য, ‘আমাদের স্কুল, আমাদের তীর্থ অভিযানের মাধ্যমে শিক্ষায় ভারতীয় মূল্যবোধ ফিরিয়ে শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে শ্রদ্ধাপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলাই আমাদের প্রধান লক্ষ্য।’ সংগঠনের তরফে জানানো হয়েছে, বিদ্যাভারতী পরিচালিত স্কুলে শুধুমাত্র পাঠ্যক্রমভিত্তিক শিক্ষা দেওয়া হয় না। শিশুর সর্বাঙ্গীন বিকাশে ভারতীয় সংস্কৃতির মূল্যবোধ রোপণ করা হয়। বিদ্যাভারতী মডেলের মূল ভিত্তি হল জাতীয়তাবাদ।

স্কুলের প্রবেশপথে থাকবে ভারতমাতার বিশাল প্রতিকৃতি। মন্দিরের আদলে তৈরি আবহাওয়ায় স্কুলে পা রাখার সঙ্গে সঙ্গে যেন ছাত্র ও শিক্ষকের মনে স্বতঃস্ফূর্ত ভক্তি ও দেশপ্রেমের ভাব জেগে ওঠে। প্রতিদিন প্রার্থনা সভা, সরস্বতী বন্দনা, বন্দে মাতরম এবং বৈদিক ভাবধারার অনুশীলনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে শৃঙ্খলার পাঠ দেওয়া হবে, যা তাদের চারিত্রিক গঠনে সাহায্য করবে।

তবে শিক্ষক মহল এই সুপারিশে একমত নয়। শুধু বিদ্যাভারতী মডেলে সমস্যার সমাধান হবে বলে সব শিক্ষক মনে করেন না। শিলিগুড়ি কলেজের অধ্যাপক সত্যরঞ্জন রায়ের কথায়, ‘শিক্ষাঙ্গনের পরিবেশ সুস্থ রাখতে পরিচ্ছন্নতা, পরিকাঠামো, ছাত্র-শিক্ষকের উপযুক্ত অনুপাত ও শিক্ষকদের যোগ্যতা সমানভাবে থাকা জরুরি। তবেই অবক্ষয় রোধ হতে পারে।’

নকশালবাড়ি নন্দপ্রসাদ হাইস্কুলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক কাজল দে আবার সতর্ক করেছেন, ‘নীতি বদল প্রয়োজন ঠিকই। কিন্তু ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক ফেরানোর নাম করে আমরা যেন কিছু চাপিয়ে না দিই।’ নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির দার্জিলিং জেলা সম্পাদক বিদ্যুৎ রাজগুরু একধাপ এগিয়ে অভিযোগ করেন, ‘শিক্ষা ব্যবস্থায় গৈরিকীকরণের চেষ্টা হচ্ছে। শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে যার প্রভাব ভয়ংকর হতে পারে।’

শৈক্ষিক মহাসংঘের নেতা বাপি জানেন, তাঁদের প্রস্তাবের ভুল ব্যাখ্যা হতে পারে। কিছু শিক্ষক সংগঠন বাধা দিতে পারে। সেই বাধা কাটাতে শিক্ষকদের মানসিকতার বদল আনা প্রয়োজন বলে তিনি মনে করেন। তাঁর কথায়, ‘শিক্ষকরা বিদ্যালয়কে নিছক কর্মক্ষেত্র না ভেবে তীর্থক্ষেত্র হিসেবে বিবেচনা করবেন। এতে শিক্ষকদের দায়িত্ব এড়ানোর প্রবণতা কমে, নিয়মিত স্কুলে আসা এবং নিষ্ঠার সঙ্গে ক্লাস নেওয়ার মানসিকতা তৈরি হয়।’

গণেশমূর্তি তৈরিতে ব্যস্ত শিল্পী। শিলিগুড়িতে সূত্রধরের ক্যামেরায়।

যুদ্ধের মোড়ও ঘোরাচ্ছে এআই

নয়াদিল্লি, ১১ সেপ্টেম্বর : মিসাইল না। নয় কোনও অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র। শুধুমাত্র শব্দ বা বলা ভালো একটি স্বর ঘুরিয়ে দিল ইয়েমেনের সঙ্গে হুথিদের যুদ্ধের মোড়। তার পিছনে এআই-য়ের হাত থুড়ি কারসাজি। আগামীতে এআই যে কীভাবে সভ্যতার বিভিন্ন ক্ষেত্র নিয়ন্ত্রণ করতে পারে এই ঘটনা তার হাতেগরম উদাহরণ।

ঠিক কী ঘটেছিল? ইরান সমর্থিত হুথি বাহিনী বৃহস্পতিবার লোহিত সাগরের তীরে অবস্থিত বন্দর শহর মোচা দখল করে। লেফটেন্যান্ট জেনারেল তারেক সালেহের নেতৃত্বাধীন ন্যাশনাল রেজিস্ট্যান্স ফোর্সেস সেখান থেকে সরে যাওয়ার পর শহরটির নিয়ন্ত্রণ নেয় হুথিরা। সালেহের কণ্ঠস্বর নকল করে এআই নির্মিত একটি অডিও ছড়িয়ে ইয়েমেন সেনাদের মোচা ছাড়ার নির্দেশ দেওয়া হয় বলে জানা গিয়েছে। সালেহের বাহিনীর দাবি, সেনাদের বিভ্রান্ত ও মানসিকভাবে দুর্বল করতেই হুথিরা এই কৌশল অবলম্বন করে। মোচাভিত্তিক স্যাটেলাইট চ্যানেল আলজুমহুরিয়া টিভি ঘটনাটিকে ‘ব্যর্থ প্রচেষ্টা’ বলেছে। তবে এই যুদ্ধে এআই ব্যবহারের আরও নিদর্শন আছে। অডিও নিয়ে বিতর্কের মাঝেই অ্যানথ্রপিকের একটি রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে, হুথিরা অ্যানথ্রপিকের ‘ক্লড’ এআই মডেল ব্যবহার করে ক্ষেপণাস্ত্রের দিকনির্দেশনা সংক্রান্ত সফটওয়্যার তৈরি করেছে। বাব আল-মান্দেব প্রণালীর কাছে মোচার অবস্থান কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ। মোচা দখলের ফলে লোহিত সাগর থেকে এডেন উপসাগর ও ভারত মহাসাগরের সংযোগকারী এই গুরুত্বপূর্ণ জলপথে নতুন করে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। হরমুজ প্রণালীতেও অস্থিরতার মধ্যে দুই প্রণালীতে বাণিজ্য ব্যাহত হলে বিশ্বব্যাপী জ্বালানি সরবরাহ ও এশিয়া-ইউরোপ বাণিজ্যে চাপ পড়তে পারে ধারণা সংশ্লিষ্ট মহলের।

সালেহের দাবি, সরকারি সামরিক চ্যানেল ছাড়া তাঁর নামে প্রচারিত কোনও বক্তব্য বিশ্বাসযোগ্য নয়। একই সময়ে হুথিরা সেনাদের আত্মসমর্পণের আহ্বান জানিয়ে বার্তা পাঠিয়েছিল বলেও অভিযোগ। অভিযোগ এবং পালটা অভিযোগের মধ্যে একটা জিনিস স্পষ্ট। আগামীতে যুদ্ধ কৌশল বা ওয়ারফেয়ারেও মাথা গলাবে এআই।

বাঁধবন্দি খেলা

প্রথম পাতার পর

এই দ্বৈত ব্যবস্থা দেখিয়ে দিচ্ছে, ভূতনির মতো দিয়াড়া অঞ্চলে শুধু নদীর জল ঠেকানোই যথেষ্ট নয়। বৃষ্টির জল, স্থানীয় জলপ্রবাহ এবং নদীর সঙ্গে সংযোগ, সবকিছুকে একসঙ্গে বিবেচনায় নিয়ে জল ব্যবস্থা চালাতে হয়। ২০১৮ সালের আর একটি গবেষণায় ১৯৭৩ থেকে ২০১১ সালের উপগ্রহচিত্র বিশ্লেষণ করে মানিকচক দিয়াড়া এলাকায় ৩৮.৬ বর্গকিলোমিটার জমি নদীভাঙনে হারানোর হিসাব পাওয়া যায়। কিন্তু একই সময়ে ২.৪ বর্গকিলোমিটার নতুন জমি পলি সঞ্চয়ের ফলে তৈরি হয়েছিল। অর্থাৎ নদী যেমন ভাঙছে, তেমনি তার নতুন করে গড়ার প্রবণতাও আছে।

২০২৫ সালে সায়েন্স অফ দ্য টোটাল এনভায়রনমেন্ট-এ প্রকাশিত গবেষণায় আশুতোষ কলেজ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া বিশ্ববিদ্যালয় এবং আইআইটি দিল্লির গবেষকরা ১৯৯০ থেকে ২০২৪ পর্যন্ত উপগ্রহচিত্র ব্যবহার করে নিম্ন গঙ্গার ৬০০-র বেশি গ্রামের ক্ষয় ও পলি সঞ্চয়ের প্রবণতা বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁদের হিসাব অনুযায়ী ওই সময়কালে প্রায় ২০০ বর্গকিলোমিটার জমি ক্ষয়ে গেলেও প্রায় ১২০ বর্গকিলোমিটার নতুন জমি তৈরি হয়েছে। অর্থাৎ নদীর হিসাবকে শুধু ভাঙন দিয়ে দেখা যথেষ্ট নয়। কোথায় জমি তৈরি হচ্ছে, কতদিন স্থায়ী হচ্ছে এবং সেই জমি ভবিষ্যতে আবার ক্ষয়ের মুখে পড়বে কি না তাও দেখতে হবে।

সেই গবেষণায় আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। বিজ্ঞানভিত্তিক মডেল দিয়ে কোন এলাকায় ভবিষ্যতে ক্ষয় বা পলি সঞ্চয়ের সম্ভাবনা বেশি, তা অনুমান করার চেষ্টা করা হয়েছে। অর্থাৎ এখন যেখানে ভাঙন হচ্ছে শুধু সেখানে বোল্ডার ফেলার বদলে আগামীদিনে কোন গ্রাম বা চর বেশি ঝুঁকিতে পড়তে পারে, তার আগাম মানচিত্র তৈরি করা সম্ভব। গবেষণাটি মালদা ও মুর্শিদাবাদের জন্য এমন পরিকল্পনার কথাই বলছে, যেখানে নদীর ভূ-আকৃতি এবং মানুষের সামাজিক দুর্বলতাকে একসঙ্গে বিবেচনা করা হবে।

এই বিষয়গুলিই ভূতনির ভবিষ্যৎ নিয়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা দেয়। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ভূতনি একেবারে হারিয়ে যাবে— এমন সরল হিসাব নদী এখানে মানে না। নদী একদিকে জমি কেটে নেয়, অন্যদিকে পলি ফেলে নতুন জমি তৈরি করে। ফলে ভূতনির আয়তন, আকৃতি এবং নদীর সঙ্গে তার দূরত্ব ক্রমাগত বদলাতে পারে। আজকের চর আগামীদিনের নদী হতে পারে, আবার আজকের নদীর বুকেও কাল নতুন চর উঠতে পারে।

কিন্তু মানুষের সমস্যা এখানেই। নদীর এই স্বাভাবিক পরিবর্তনের গতি আর মানুষের তৈরি স্থায়ী বসতি, রাস্তা, কৃষিজমি ও বাঁধের হিসাব এক নয়। মানুষ চায় একই জায়গায় বসতি টিকে থাকুক, নদী চায় নিজের ঢাল, স্রোত, পলি ও তলদেশের নিয়ম মেনে চলতে। ভূতনিতে এই দুই বাস্তবতার সংঘাত ক্রমশ তীব্র হচ্ছে।

তাই ভূতনির জন্য শুধু আরও শক্ত বাঁধের পরিকল্পনা যথেষ্ট কি না, সেটিই এখন বড় প্রশ্ন। সরকারি নথি নিজেই বলছে, নদীর ভূ-আকৃতিতে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়েছে। সেই পরিবর্তন না বুঝে এক জায়গায় বাঁধ মেরামত করে অন্য জায়গায় আবার নতুন ভাঙন শুরু হলে বিপুল অর্থ খরচ হলেও সমস্যার স্থায়ী সমাধান হবে না।

ভূতনিকে বাঁচানোর পরবর্তী ধাপ তাই হওয়া উচিত নদীর ভবিষ্যৎ মানচিত্র তৈরি করা। গত পাঁচ দশকের উপগ্রহচিত্র, গঙ্গা-ফুলহর-মরা কোশীর জলপথ, নদীর মূল গভীর স্রোত, পলি জমার অঞ্চল, পাড় সরে যাওয়ার হার এবং বাঁধের অবস্থান একসঙ্গে বিশ্লেষণ করে কোথায় আগামীদিনে ক্ষয়ের সম্ভাবনা বেশি, কোথায় নতুন চর তৈরির সম্ভাবনা রয়েছে— তা চিহ্নিত করা দরকার। নদী গবেষক অনিরুদ্ধ বসাকের কথা, ‘যে নদী প্রতিনিয়ত নিজের মানচিত্র বদলায়, তার সামনে দাঁড়িয়ে আমরা শুধু বাঁধ বদলানো, যেখানে সেখানে নতুন বাঁধ তৈরি, বাঁধ কেটে দেওয়া এসব নিতান্তই শিশুসুলভ কাজ হচ্ছে। সবার আগে আমাদের ভূতনির ভবিষ্যৎ মানচিত্রটা পড়ে নেওয়া উচিত। তারপর সেইমতো বিশেষজ্ঞদের মতামত মেনে পরিকল্পনা তৈরি করা দরকার।’

কর্মীসংকটে

প্রথম পাতার পর

অ্যাডিশনাল হেড ক্লার্ক অবসর নেওয়ার পরও ওই গুরুত্বপূর্ণ পদে নতুন নিয়োগ হয়নি। রিসেপশনের দায়িত্ব লোয়ার ডিভিশন ক্লার্কের হাতে থাকার কথা থাকলেও বর্তমানে দৈনিক হাজিরাভিত্তিক কর্মী তা সামলাচ্ছেন।

পুরনিগমের তরফে খবর, রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেসের শাসনকালে বাম পুর বোর্ডের সময় মিউনিসিপ্যাল সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে প্রায় ১৮টি শূন্য পদে নিয়োগ হয়েছিল। পরে তাঁদের মধ্যে পাঁচ থেকে ছ’জন নতুন চাকরি পেয়ে পুরনিগম থেকে ইস্তফা দেন। ফলে শূন্য পদের সংখ্যা ফের বেড়েছে। এই পরিস্থিতিতে কর্মীদের একাংশের প্রশ্ন, আর কত দিন এভাবে চলবে? তাঁদের দাবি, পুরনিগমের কর্মসংস্কৃতি ফেরাতে দ্রুত নিয়োগ প্রয়োজন। রাজ্যে পালাবদলের পর এবার কি পুরনিগমের শূন্য পদ পূরণ হবে, সেই প্রশ্ন উঠলেও উত্তর এখনও অধরা।

এই পরিস্থিতিতে বিরোধী শিবির রাজ্য সরকারের ভূমিকায় সরব হয়েছে। পুরনিগমের প্রাক্তন মেয়র গৌতম দেব বলেন, ‘আমাদের সরকারের সময় কিছুটা নিয়োগ হয়েছিল। তারপর থেকে এখন পর্যন্ত আর কোনও নিয়োগ হয়নি। তবে এখন তো সমস্যা হওয়ার কথা নয়। বকলমে তো ওরাই (বিজেপি) পুরনিগম চালাচ্ছে। ট্রিপল ইঞ্জিন চলছে। এখন নিয়োগ করুক। করছে না কেন? নতুন করে নিয়োগ হবে বলেও মনে হচ্ছে না। ক’দিন পর দেখা যাবে শুধু চুক্তিভিত্তিক কর্মী দিয়েই পুরনিগম চলছে।’ অন্যদিকে, পুরনিগমের প্রাক্তন বিরোধী দলনেতা অমিত জৈনের বক্তব্য, ‘এতদিন যারা বোর্ডে ছিল তারা তো কিছুই করেনি। পালিয়ে গিয়েছে। এখন তো সবে তিন মাস হল। নতুন পুর বোর্ড হলে সিদ্ধান্ত হয়ে রাজ্যের কাছে প্রস্তাব পাঠানো হবে।’ প্রয়োজন অনুসারে নিয়োগ অবশ্যই হবে বলে তাঁর দাবি।

সর্ষেতেই কি

প্রথম পাতার পর

একাধিকবার লোডশেডিং হয়েছে। সেই সুযোগে কলসেন্টার থেকে অনেকেই চম্পট দিয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।

তদন্তকারীদের সূত্রে জানা গেল, অবৈধ কলসেন্টারের জাল বিদেশেও ছড়িয়েছে। বিশেষত, আমেরিকা, ইউনাইটেড কিংডম, জার্মানির বাসিন্দাদের টার্গেট করা হচ্ছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির মাধ্যমেও লেনদেন চলে। কাজ করার ধরন বিভিন্ন সময় বদলে যায়।

অভিযান চলাকালীন এক নিরাপত্তারক্ষী পুলিশকর্মীদের কাছে অভিযোগ করেন, কলসেন্টারের কর্মীরা ভেতরে প্রায়দিনই নেশার আসর বসান। ধৃত মহম্মদ রাজু, সাজাদ আনসারি, পূজা চৌধুরী আলিপুরদুয়ারের জয়গাঁ এবং কেশব ছেত্রী হাসিমারার বাসিন্দা। ফজরুল ইসলামের বাড়ি শিলিগুড়ির প্রকাশনগরে। শ্রেয়সী সিং অসমের বনগাঁওয়ের বাসিন্দা। প্রেসিট রাউথের বাড়ি কার্সিয়াং। খুশবু মোদক আর মেঘা ছেত্রীর বাড়ি যথাক্রমে কালিম্পং ও তিনধারিয়ায়। সাতজনেরই জামিন মঞ্জুর করেছে আদালত। দুজনকে পাঁচদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। অফিস থেকে ল্যাপটপ সহ বেশকিছু সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। এছাড়াও মিলেছে ফোন নম্বরের তালিকা।

বৃহত্তম ফ্যাশন আলমারির গিনেস রেকর্ড

কলকাতা, ১১ সেপ্টেম্বর : দুর্গাপুজোর ঠিক মুখেই তিলোত্তমায় এক অভিনব বিশ্বরেকর্ড! সল্টলেকের সিটি সেন্টার ১-এ তৈরি হওয়া স্টাইল বাজারের ৫০ ফুট দীর্ঘ এবং ২০ ফুট চওড়া ‘ওয়ার্ল্ডস লার্জেস্ট ফ্যাশন ওয়ার্ডরোব’ বা বিশ্বের বৃহত্তম ফ্যাশন আলমারি জিতে নিল মর্যাদাপূর্ণ ‘গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ড’-এর খেতাব। উৎসবের মরশুমে নিজেদের সবচেয়ে বড় কালেকশনকে এমন অভিনব রূপ দিয়ে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতেই এই উদ্যোগ নিয়েছে সংস্থা।

এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এবং রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজকুমার আগরওয়াল। স্টাইল বাজারের সিএমডি শ্রেয়াংস সুরানা জানান, পুজোর এই আনন্দময় ও সর্বজনীন রূপটিকে ফ্যাশনের মাধ্যমে তুলে ধরাই তাঁদের লক্ষ্য। ১৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত দুপুর ১২টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত এই বিশালাকার আলমারি দর্শকদের জন্য উন্মুক্ত থাকবে।

শিক্ষককে মারে টিসি

প্রথম পাতার পর

আইনের যথাযথ ধারায় একটি নির্দিষ্ট মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং আইনের সঙ্গে সংঘাতে জড়িত ধারায় ওই স্কুলেরই এক ছাত্রকে আটক করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত চলছে।’

এদিন জিলা স্কুলে এসে শিক্ষামন্ত্রী জেলা শাসক, জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (প্রাথমিক ও উচ্চমাধ্যমিক) সহ প্রশাসনিক আধিকারিক ও বিধায়ককে নিয়ে প্রধান শিক্ষকের ঘরে প্রথমে একটি বৈঠক করেন। কর্তাদের সঙ্গে আলোচনা করার পর, স্কুল চত্বর দিয়ে হেঁটে আসার সময় সপ্তম শ্রেণির একটি ক্লাসে ঢুকে বেশ কিছুক্ষণ পড়ুয়াদের সঙ্গে কথা বলেন। সেসময় ক্লাসে শিক্ষক ছিলেন না। শিক্ষক না থাকলেও যাতে তারা নিজেদের পড়াশোনা করে, সেই বার্তা দেন মন্ত্রী। সেখান থেকে বের হলে শিক্ষামন্ত্রীকে এক অভিভাবিকা বলেন, ‘স্যর, ছাত্রদের যেভাবে মেরেছেন, তাও যেমন ঠিক হয়নি, তেমনই ছাত্ররা যা করেছে সেটাও অন্যায়।’ মন্ত্রী জানতে চান, ‘আপনারা কী চাইছেন?’ অভিভাবকরা বলেন, ‘এই প্রধান শিক্ষককে চাইছি না। বাচ্চাদের সঙ্গে অন্য শিক্ষকদের সুসম্পর্ক। আমরা এলে কোনওদিনও দেখা করেন না।’ মন্ত্রী আশ্বাস দেন বিষয়টি দেখবেন।

এরপর জেলা শাসক, জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক, বিধায়ক, জিলা স্কুলের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক ধীরাজমোহন ঘোষ, বিজেপির রাজ্য সাধারণ সম্পাদক বাপি গোস্বামী সহ ২২টি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক-শিক্ষিকা ও টিচার ইনচার্জের সঙ্গে শিক্ষামন্ত্রী দীর্ঘ আলোচনা করেন। সকলের মতামত নেন। বৈঠকে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের একাংশ ছাত্রছাত্রীদের কাউন্সেলিংয়ের কথা বলেছেন। এক শিক্ষক অনুরোধ করেন, মিড-ডে মিলের বিষয়টি যেন উঁচু শ্রেণির পড়ুয়াদের জন্যও চিন্তাভাবনা করা হয়। এই বিদ্যালয়ে তো দেখা গেল, ঘটনার সূত্রপাত মিড-ডে মিল থেকেই! অনেক পড়ুয়ার টিফিনের সময় মুখ দেখে কষ্ট হয়। মন্ত্রী জানিয়েছেন এ ধরনের একটি প্রস্তাব বিবেচনা করা হয়েছে।

সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, ‘যে ঘটনা ঘটেছে তার ব্যাপ্তি অনেক দূর। একটি বার্তা দেওয়া প্রয়োজন। এদের ভবিষ্যৎ, মানসিকতা আলোচনায় উঠে এসেছে। তাই ছাত্রদের ছুটি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে— অর্থাৎ বহিষ্কার। এখনও পর্যন্ত ৪ জনকে চিহ্নিত করা হয়েছে। ভিডিও দেখে এই ধরনের ঘটনার সঙ্গে যুক্ত ছাত্রদের চিহ্নিত করে বহিষ্কার করতে হবে আগামীকালের মধ্যে। তবে, পড়াশোনার ক্ষেত্রে তাদের যাতে কোনওরকম প্রতিবন্ধকতা না তৈরি হয়, সেদিকে অন্য বিদ্যালয়গুলোকে ভর্তির বিষয় দেখার জন্য বলা হয়েছে।’ এই ঘটনার পেছনে কি শুধুই ক্ষোভ নাকি অন্য কিছু রয়েছে? মন্ত্রী বলেন, ‘ওই বিষয়ে এখনও কোনও রিপোর্ট আসেনি। জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক)-কে প্রশাসনিকভাবে একটি রিপোর্ট দিতে বলা হয়েছে।’

শিক্ষামন্ত্রী অবশ্য এদিনের বৈঠকে বলে ফেলেন, ‘প্রধান শিক্ষকের আচরণ এমন হওয়া উচিত যাতে সহকর্মীরা তাঁর শত্রু হয়ে না ওঠেন। ছাত্রদের শাসন যেমন করবেন, তেমন সোহাগও করবেন।’

চারজন পড়ুয়ার টিসি সহ বাকিদের চিহ্নিতকরণের খবর ছড়িয়ে পড়তেই সোশ্যাল মিডিয়ায় অনেকেই সাধুবাদ জানালেও, প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের বিষয়টি খতিয়ে দেখার আবেদনও রেখেছেন।

আপনি বাঁচলে দলের নাম

প্রথম পাতার পর

তার মধ্যে সরকার দুর্নীতির তদন্ত শুরু করায় তাঁরা প্রমাদ গুনেছিলেন। অধিকাংশের বিরুদ্ধেই যে অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ আছে।

কেউ কেউ আবার বিজেপির দরজায় কড়া নেড়ে নিজেকে নিরাপদ করতে চেয়েছিলেন। দরজা সবার জন্য খোলেনি। কড়ায় ঠকঠক করলেও কৃষ্ণেন্দু কোনও দরজা খোলাতে পারেননি। ফলে আপনি বাঁচলে দলের নাম। এঁদের এখন ‘যঃ পলায়তি সঃ জীবতি’ দশা। দলের কথা আর কে ভাবে! তৃণমূলের বিরোধী রাজনীতির পরিসরটা হারিয়ে ফেলার মূল কারণ এটাই।

বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে পুরসভা, পঞ্চায়েতের সঙ্গে অসহযোগিতার অভিযোগ মিথ্যা নয়। নানাভাবে শাসকদলের ভয় দেখানো, চাপ দেওয়া ইত্যাদি অভিযোগেরও সারবত্তা আছে। নেই শুধু এই প্রতিহিংসার রাজনীতি মোকাবিলা করতে তৃণমূলের কোনও নেতার নৈতিক দৃঢ়তা। যা থাকতে হলে নিজেদের স্বচ্ছ রাখতে হয়। গোড়ায় গলদটা সেখানেই। গায়ের জোরে শাসক হওয়া যায়, কিন্তু নৈতিক জোর না থাকলে বিরোধী হওয়া আদৌ সম্ভব নয়। কৃষ্ণেন্দুদের দেখে সেটা আরও স্পষ্ট।

যদিও মুখে বারফট্টাই কম নয়। কংগ্রেস ও তৃণমূলের মধ্যে কয়েকবার ঘোরাফেরা করা ইংরেজবাজারের চেয়ারম্যান এখন বলছেন, তাঁকে অতীতে মেরে ফেলার চক্রান্ত হয়েছে। জেল খাটানো হয়েছে। কিন্তু তাঁকে মাথানত করানো যায়নি। তিনি নাকি কাউকে ভয় পান না। তাহলে কোন বা কার বা কীসের ভয়ে ইস্তফা দিলেন তিনি? মন্তব্যে নারাজ তিনি। আসলে তৃণমূলের লোকেরা বিরোধী রাজনীতি করতেই অনিচ্ছুক। ক্ষমতার ক্ষীর ছাড়া রাজনীতি তাঁদের কাছে লবণ ছাড়া তরকারির মতো পানসে।

৬০ জনের মতো বিধায়ক, ২০ জন লোকসভা সাংসদ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ছাড়তেই দলটা নড়বড়ে হয়ে গেল। অথচ মমতার সঙ্গে একেবারে জনসমর্থন নেই, তা নয়। রাজ্য নেতৃত্ব যোগাযোগ না রাখলেও জেলায় জেলায় কালীঘাটপন্থী তৃণমূলের লোকজন কিছু আছে। যা নেই ঋতব্রত শিবির বা ২০ জন সাংসদের। কয়েকজন বিধায়ক বা সাংসদ বাদ দিলে তাদের জেলা স্তরে সংগঠন বলে কিছু নেই। কর্মীবাহিনী বলে কিছু নেই।

নির্বাচনে প্রার্থী হলে তাঁদের পক্ষে ভোট দেওয়ার লোক খুঁজে পাওয়া যাবে না। অথচ এই বিধায়ক ও সাংসদরা নেই বলে মমতাও হাত গুটিয়ে বসে আছেন। মুখে যতটুকু হম্বিতম্বি, কুণাল ঘোষ কিংবা কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় করছেন। উপাসনা চৌধুরীর মতো হাতেগোনা কয়েকজন তরুণ তুর্কি চেঁচিয়ে বাজারমাত করছেন। যদিও সেসব কলকাতাকেন্দ্রিক। মহানগরের বাইরে বিস্তীর্ণ শহর ও গ্রামাঞ্চলে তৃণমূলের সক্রিয়তা শূন্য। মমতা জেলা সফরে বের হলে সেই শূন্যস্থান পূরণ কিছুটা হতে পারত।

কিন্তু তিনি নিজেকে ঘরবন্দি করে রেখেছেন। সরকার তাঁকে বেরোতে দিচ্ছে না- এই যুক্তিটা বড় ছেঁদো। তাহলে কীসের বিরোধী নেত্রী! বাধাটা ভাঙার চেষ্টা তিনি করছেন- এমন দৃষ্টান্তও নেই। মানুষের মনে সন্দেহ জাগছে, তিনি তৎপর হলে বিজেপি সরকার অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে গ্রেপ্তার করবে- এই ভয়েই কি এই নিস্পৃহতা? জবাব একমাত্র তৃণমূল নেত্রী দিতে পারেন। কিংবা তাঁর সক্রিয়তা সেই সন্দেহকে মিথ্যা প্রমাণ করতে পারে।

কিন্তু তিনি বা তাঁর দল কোনওটাই করছে না। প্রতীক ও দলের নাম হাতে পেলেও মমতার সক্রিয়তা কতটা বাড়বে, সন্দেহ আছে। আর যদি না পান, তাহলে জেলা স্তরে এরপর সঙ্গে লোক পাবেন কি না সন্দেহ। গত ১৫ বছরে সাহসের সঙ্গে, স্বচ্ছতার সঙ্গে মানুষের মাঝে দাঁড়িয়ে কাজ করার মতো নেতাই যে তৈরি করতে পারেনি তৃণমূল।

অসততা সম্বল, দুর্নীতিনির্ভর, আখের গোছানো সুযোগসন্ধানী লোক দিয়ে ভর্তি দলটির তাই বিরোধী রাজনীতি করার হিম্মতও নেই। এই ছন্নছাড়া পরিস্থিতিকে বিজেপি নিরন্তর আরও উসকে যাবে। ফলে তৃণমূল দলটার মাথা তুলে দাঁড়ানো প্রায় অসম্ভব বলেই আপাতত মনে হচ্ছে।

আত্মজার অন্তর্দ্বন্দ্ব

নাড়ির টান, না আত্মার অমৃতযোগ? প্রচলিত সম্পর্কের বাইরে আত্মপরিচয় ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার টানাপোড়েন নিয়েই ঋতুপর্ণা ভট্টাচার্যের উপন্যাস 'আত্মজা'। সর্বগ্রাসী উচ্চাকাঙ্ক্ষা, আত্মকেন্দ্রিকতা ও দুই বিপরীত স্বভাবের অসমবয়সি নারীর জীবনসংঘাত এই উপন্যাসের কেন্দ্রে। সপ্তর্ষি প্রকাশন প্রকাশিত বইটি নিয়ে সম্প্রতি শিলিগুড়ির ইচ্ছেবাড়িতে বসেছিল মনোজ্ঞ আলোচনা সভা। একলব্য ঘোষের বেহালায় রাগ হংসধ্বনির মাধ্যমে সূচনা। মোড়ক উন্মোচন করেন সুহাস বসু, বর্ষীয়ান সাহিত্যিক বিপুল দাস, শিলিগুড়ি লিট ফেস্টের উদ্যোক্তা সুব্রত দত্ত, সপ্তর্ষি প্রকাশন-এর কর্ণধার সৌরভ মুখোপাধ্যায় ও বিশিষ্টজনরা। ঋতুপর্ণার সাহিত্যভাবনা নিয়ে বক্তব্য রাখেন সুহাস বসু, সৌরভ মুখোপাধ্যায় ও বিপুল দাস। সাংবাদিক ও শিক্ষক পরাগ বিশ্বাসের পরিচালনায় আলোচনায় অংশ নেন শুভময় সরকার, সুতপা সাহা, মনোরোগ পরামর্শদাতা মৈত্রেয়ী সেন, আইনজীবী সুরভিকা দাস ও মাথাভাঙ্গা কলেজের অধ্যক্ষ দেবাশিস দত্ত। অনুষ্ঠান পরিচালনায় ছিলেন সুদীপ চৌধুরী। আয়োজন ও ব্যবস্থাপনায় বং স্টোরিজ ক্যাফে।

– নিজস্ব প্রতিবেদন

ক্ষুদিরাম স্মরণ

মহান বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসুর ১১৯তম আত্মবলিদান দিবসে শিলিগুড়ির মাল্লাগুড়িতে শহিদের মর্মর মূর্তিতে শ্রদ্ধা জানালেন কয়েকটি সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর ভাষাকর্মীরা। ধূপ, প্রদীপ জ্বালিয়ে ও মাল্যদানের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। গাওয়া হয় চারণ কবি পীতাম্বর দাস রচিত ঐতিহাসিক গান 'একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি'। পরিবেশিত হয় 'মুক্তির মন্দির সোপান তলে' গানটিও। আলোচনায় উঠে আসে ক্ষুদিরামের জীবন, কর্ম ও পরাক্রম। তাঁকে নিয়ে হয় কবিতা পাঠ। উপস্থিত ছিলেন আন্তর্জাতিক বাংলা ভাষা সংস্কৃতি সমিতি, বৃহত্তর শিলিগুড়ি ভাষা সংস্কৃতি মঞ্চ ও উত্তরের প্রয়াসের সদস্যরা। উল্লেখযোগ্যদের মধ্যে ছিলেন অর্চনা মিত্র, আশিস ঘোষ, সজলকুমার গুহ, অনিল সাহা, জয়ন্ত ভট্টাচার্য, নবমীতা রায় ও চিকিৎসক শীর্ষেন্দু পাল সহ অনেকে।

–সম্পা পাল

প্রথম কাব্যগ্রন্থ

সম্প্রতি আলিপুরদুয়ারের কলেজ হল্ট এলাকার একটি হোটেলে কবি দেবাশিস পাল চৌধুরীর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'অসাম্য রাত পেরিয়ে' প্রকাশিত হয়। সাহিত্যপ্রেমীদের উপস্থিতিতে কবিতাপাঠের আসরের পাশাপাশি সংক্ষিপ্ত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। ছিল দেবাশিসের কবিতার বই নিয়ে আলোচনাও।

– সায়ন দে

সুরের বাঙালিয়ানা

আদ্যোপান্ত বাঙালিয়ানা, সুরের মূর্ছনা আর সৌহার্দ্যের আবহে মালদা টাউন হল মঞ্চে সম্প্রতি উদযাপিত হল সাংস্কৃতিক সংস্থা 'রসিক বাঙালি'-র দ্বিবার্ষিক সম্মেলন। অভিনব এই আয়োজনে ছিল গান, চেতনা ও মানবিকতার অনুরণন। অনুষ্ঠানের বিশেষ আকর্ষণ হয়ে উঠেছিল সংস্থার কর্ণধার আর্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা ও সুরে 'রসিক বাঙালি'-র নিজস্ব সৃষ্টির দুটি মৌলিক গান। সামাজিক দায়বদ্ধতার বার্তা বহনকারী রক্তদান বিষয়ক একটি গান এবং ভারতের জাতীয় পতাকার প্রতি শ্রদ্ধা ও গর্ব নিবেদনে 'তিরঙ্গা' দর্শকদের কাছ থেকে বিপুল প্রশংসা ও জনপ্রিয়তা পায়।

এ ছাড়াও 'রসিক' ও 'রসিকা'-দের কণ্ঠে পরিবেশিত হয় দেশাত্মবোধক গান, আধ্যাত্মিক চেতনার সুর, প্রেমের গান, ব্যঙ্গ রাজনীতির গান, মানবিকতার বার্তা, লোকসংগীত এবং মুক্তির গান। শিল্পীদের চিরাচরিত বাঙালি পোশাক অনুষ্ঠানের আবহে এনে দেয় নিজস্ব সাংস্কৃতিক রং। রাখিপূর্ণিমা উপলক্ষ্যে দর্শকদের রাখি পরিয়ে সৌহার্দ্য বিনিময়ের পর্বও হয়ে ওঠে আয়োজনের অন্যতম আকর্ষণ। আপ্যায়নেও ছিল খাঁটি বাঙালিয়ানার ছোঁয়া। মুড়ি, চানাচুর আর লাল চায়ের মেলবন্ধনে জমে ওঠে আন্তরিকতার পর্ব।

অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সমাজসেবী নারায়ণী বন্দ্যোপাধ্যায়, মালদা জেলা সাংস্কৃতিক পরিচালন কমিটির সভাপতি প্রসেনজিৎ দাস, উত্তরবঙ্গের রক্তদান আন্দোলনের মুখ অনিল সাহা এবং বিশেষ উপস্থাপনায় অম্লান চক্রবর্তী ও অঙ্কুর সেনশর্মা প্রমুখ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ শক্তিপদ পাত্র বলেন, 'এটি আমার দেখা অন্যতম শ্রেষ্ঠ অনুষ্ঠান। কেবল বিনোদন নয়, গানের মাধ্যমে রসিক বাঙালি সামাজিক দায়বদ্ধতা ও চেতনার বিকাশ ঘটাচ্ছে।' তাঁর কথাতেই যেন ধরা পড়ে সন্ধ্যার মূল সুর, যেখানে সংস্কৃতি শুধু বিনোদনের উপকরণ নয়, মানুষের সঙ্গে মানুষের সেতুবন্ধও।

– সৌকর্য সোম

মেঘদূত উৎসব

'আবার এসেছে আষাঢ় আকাশ ছেয়ে' গানের অন্তর্নিহিত সুরের আবহে প্রজ্বলিত অগ্নিশিখার আলোকে আষাঢ়ের প্রথম দিনে মালদায় সূচনা হল 'মেঘদূত উৎসব'-এর। 'মেঘদূত' কাব্য রচনার প্রারম্ভিক সূচনা এই দিনেই হয়েছিল এমন তথ্য না মিললেও, প্রথম শ্লোকে কবির 'আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে' উচ্চারণের সূত্র ধরে প্রায় দুই দশক ধরে এই আয়োজন। বিশিষ্ট অধ্যাপক ডঃ সৌরেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের উৎসাহ ও তত্ত্বাবধানে আয়োজিত উৎসবে উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন শিশিরকণা ভট্টাচার্য ও তুষারকণা চট্টোপাধ্যায়। বক্তব্য রাখেন সৌরেন বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গরত্ন সম্মানিত শক্তিপদ পাত্র, অধ্যাপক সুস্মিতা সোম, অধ্যক্ষ মানসকুমার বৈদ্য ও বাচিকশিল্পী মধুমিতা কর্মকার। প্রয়াত অমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ও অসীমা বন্দ্যোপাধ্যায়কে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানান মৃদুলকান্তি ভট্টাচার্য, শংকর চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। মেঘদূত পাঠ করেন অধ্যাপক বিজয় ঘোষ। সৌরেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায় এবং ব্রততী দাসের সুরে পরিবেশিত হয় প্রতীকী 'মেঘদূত সংগীত'। বর্ষার গান করেন মধুমিতা কর্মকার, অদিতি ভদ্র, মৃণালচন্দ্র দাস, শুচিমিতা দাস ও সুব্রত সোম। তবলায় ছিলেন স্বারণ্য বৈদ্য। কবিতা পাঠ করেন মৌ চট্টোপাধ্যায় ও পতিতপাবন চৌধুরী।

আলপনা, মাটির প্রদীপ, ফুলসাজ, পদ্মপাতায় আম্রফল, বাঁশের পেটিকায় মিষ্টান্ন এবং মাটির পাত্রের সুশীতল পানীয়তে ভারতীয় ঐতিহ্যের আবহ ফুটে ওঠে। এ বছর নবীন গবেষক ও জেলার কৃতীদের সম্মাননা, একাধিক কবিতা এবং সৌরেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রামমোহন রায়ের জীবন ও সাহিত্য ফিরে দেখা' বইয়ের মোড়ক উন্মোচন হয়। প্রকাশিত হয় ধ্রুব মুন্সীর 'চেতনার মানচিত্রে মানুষ' ও 'প্রেমের স্বরলিপি'। সঞ্চালনায় ছিলেন ধ্রুব মুন্সী ও অহনা রায়। ক্রমে জেলার গণ্ডি পেরিয়ে ছড়িয়ে পড়ছে এই মেঘবার্তা।

–নিজস্ব প্রতিবেদন

সকাল জুড়ে শুধুই কবিতা

গভীর নির্জন পথের গদ্যপদ্যপ্রবন্ধের কবিতা উৎসব এবছর পঞ্চম বর্ষে পদার্পণ করল। ২০২১ সাল থেকে সারা বাংলাজুড়ে এই উৎসবের আয়োজন করে আসছে সপ্তর্ষি প্রকাশন। পঞ্চম বর্ষের চতুর্থ অনুষ্ঠানটি সম্প্রতি হয়ে গেল শিলিগুড়ির 'আড্ডাগলি'-তে ভাদ্রের একটি আশ্চর্য সকালে। সপ্তর্ষি প্রকাশন এবং 'পদ্য'-র যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এই কবিতা উৎসবে কবিতা পড়েন শিলিগুড়ি শহরের প্রায় চল্লিশজন কবি। জলে ফুল ভাসিয়ে উৎসবের শুভ সূচনা করেন 'গদ্যে পদ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে' পত্রিকার সম্পাদক গৌতম চক্রবর্তী। সূচনাপর্বের গানে মুগ্ধ করেন তরুণ গায়িকা শ্রীজ্যোতি ভট্টাচার্য। এছাড়া কবিতার ফাঁকে ফাঁকে গান শুনিয়েছেন গৌতম ভট্টাচার্য, জয়িতা ভট্টাচার্য ও অরুণাচল বসু। বিশেষ অতিথি কথাসাহিত্যিক শুভময় সরকার কবিতা পড়েছেন। উদ্বোধক গৌতম চক্রবর্তী নিজের লেখা গান গেয়ে শ্রোতাদের মুগ্ধ করেন। 'পদ্য'-র সম্পাদক রিমি দে-র স্বাগত কথন দিয়ে অনুষ্ঠানের শুরু হয়েছিল। গোটা অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন মানসী কবিরাজ। ইংরেজিতে কবিতা পড়েন চুমকি রায় দাশগুপ্ত। উৎসবে যেমন ছিলেন কৌশিক জোয়ারদার, শ্যামলী সেনগুপ্ত, রাজা, মৈনাক ভট্টাচার্য, মনোজ পাইন, শিপ্রা পাল, অমিতাভ কাঞ্জিলাল, রানা সরকার, কৌশিকরজক দাস, তিতীর্ষা জোয়ারদার, মৌমিতা মোদক, সৌরভ মজুমদার প্রমুখ। দার্জিলিং মেল পাঁচ ঘণ্টা দেরিতে শিলিগুড়ি এসে পৌঁছানোর কারণে অনুষ্ঠানের একেবারে শেষে সপ্তর্ষি প্রকাশনের কর্ণধার সৌরভ মুখোপাধ্যায় উপস্থিত হন। সৌরভ জানিয়েছেন, প্রতি বছরের মতোই এ বছরও পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন জেলায় এই উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। সমাপ্তি অনুষ্ঠানটি হবে বহুভাষিক কবিতা উৎসব এবং সেটি অনুষ্ঠিত হবে কলকাতা শহরে। *– নিজস্ব প্রতিবেদন*

নাচের ছন্দে মুক্তির আনন্দ

শিলিগুড়ির আলোকিত মঞ্চে নৃত্যচর্চায় মগ্ন অগণিত শিক্ষার্থী শিল্পীকে নিয়ে পায়ে পায়ে পঁচিশ বছর ধরে পথ পরিক্রমা করছেন বর্ষীয়ান নৃত্যশিল্পী রঞ্জিতা বোস। তাঁর নৃত্যশিক্ষা কেন্দ্র উপাসনার রজত জয়ন্তী সমারোহ ঘুঙুরু ২০২৬ সম্প্রতি হয়ে গেল শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চে। এই সমারোহের মঞ্চে সময়ের বেড়া টপকে একে একে এসে দাঁড়ায় রবীন্দ্রনাথের কালোত্তীর্ণ নারী চরিত্রেরা। তাদেরই একজন বলে ওঠে, আমি দেবী নই। আমাকে পুজো করার দরকার নেই। তাই বলে আমাকে অবহেলাও করা যাবে না। আমি মর্যাদা চাই, চাই সমান অধিকার। চিত্রাঙ্গদা, চণ্ডালিকা, নন্দিনী, বিনোদিনীদের মুখে ছিল আধুনিক নারীর জীবন বোধের কথা। নারী জীবনে আত্মপ্রতিষ্ঠার কথা। রঞ্জিতার পরিচালনায় অনুষ্ঠান ছিল উপভোগ্য রবীন্দ্র নৃত্যগীতি আলেখ্য 'মুক্তির স্বাদ'। আলেখ্যটি রচনা করেছেন বিশিষ্ট নাট্যকার ও পরিচালক কুন্তল ঘোষ।

এদিনের এই রজত জয়ন্তী সমারোহের উদ্বোধন পর্বে উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ি পুরনিগমের প্রাক্তন কাউন্সিলার বাসুদেব ঘোষ, নান্টু পাল, শালিনী ডালমিয়া এবং উত্তরবঙ্গের স্বনামখ্যাত তবলাবাদক সুবীর অধিকারী সহ আরও অনেকে। মঞ্চে এদিন উপাসনার প্রাক্তনী সুনন্দা সাহা ও চন্দ্রিমা পালকে সম্মানিত করা হয়।

নৃত্যের প্রতি সমর্পিত প্রাণ রঞ্জিতা পায়ে ঘুঙুরু বাঁধেন চিত্রলেখা বিশ্বাস, লুনা মিত্র এবং সন্তোষ মহারাজের পাদস্পর্শ করে। দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় তিনি যতটা না নিজের প্রতি মনোযোগী হয়েছেন, তার চেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন ছোট ছোট শিক্ষার্থীদের নৃত্যচর্চায় মনোযোগী করার দিকে। তাই এদিনের ঘুঙুরু ২০২৬ অনুষ্ঠান ছিল মূলত প্রাক্তন ও বর্তমান শিক্ষার্থী শিল্পীদের একটি যৌথ প্রয়াস। এই সমারোহে অংশ নিতে বিজনবাড়ি থেকে এসেছিলেন প্রাক্তনী মনীষা ছেত্রী, দাসপাড়া থেকে এসেছিলেন লিপিকা দে। এছাড়াও উল্লেখযোগ্য প্রাক্তনীদের মধ্যে ছিলেন পিয়ালী সাহা, তানিয়া দেবনাথ, রিয়া সূত্রধর। এই প্রাক্তনীদের সকলেই এখন নৃত্য প্রশিক্ষক। এঁরা তাঁদের শিক্ষার্থীদের নিয়ে মঞ্চে সুর তাল ছন্দে তুফান তোলেন। অনুষ্ঠান সাজানো হয়েছিল শাস্ত্রীয়, উপশাস্ত্রীয়, আধুনিক, লোকনৃত্য, ও রবীন্দ্রনৃত্য দিয়ে। রঞ্জিতার গৎভাও ও পুতনা বধ ছিল অনবদ্য। ছোটদের ও মায়েদের বেশ কিছু নাচ নজর কেড়েছে। সব মিলিয়ে রজত জয়ন্তীতে উপাসনা প্রমাণ করেছে নৃত্যে নিবিড় চর্চার কোনও বিকল্প নেই।

– ছন্দা দে মাহাতো

বর্ণিল সন্ধ্যা

কবিগুরুর প্রয়াণ দিবস ও স্বাধীনতা দিবসকে স্মরণ করে সম্প্রতি বান্ধব নাট্যসমাজে সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার আয়োজন করে জলপাইগুড়ি মুক্তাঙ্গন নাট্যগোষ্ঠী। শিশু-কিশোর বিভাগের রুশিকা মণ্ডল, ইয়ান ধর, ঋত্বিকা দাস, সায়ন দাস, ঋষভ নিয়োগী, সমরজয় ঘোষ ও দীপ্তাংশু বৈদ্যের সমবেত আবৃত্তিতে অনুষ্ঠানের সূচনা। স্বাগত ভাষণ দেন দলের সভাপতি অলোকসুধীর সরকার। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দেশাত্মবোধক কবিতা, গান ও নৃত্যের কোলাজ 'রবীন্দ্র আলোকে স্বদেশ' পরিবেশন করেন রিনা ভারতী, দেবর্ষি বর্মন, নীলাঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, দীপান্বিতা সাহা কুণ্ডু, নীলাব্জ দাস ও শ্রেয়া পাল। ভাবনা ও গ্রন্থনায় ছিলেন মৌসুমি কুণ্ডু। নৃত্যে ছিলেন বিদীপ্তা দাস, তিথি মজুমদার, রূপা খাতুন, প্রিয়াংকা দাস, পল্লবী দাস ও ঈশানী কর্মকার। একক আবৃত্তিতে রিনা ভারতী, শাশ্বতী ভৌমিক গুপ্তভায়া, অমিতাভ চক্রবর্তী, অনুষ্কা মালাকার সহ অন্যরা। সঞ্চালনায় ছিলেন তাপসী সরকার। *– অনসূয়া চৌধুরী*

এক মঞ্চে দুটি গল্প

কোচবিহার থিয়েটার গ্রুপের কোচবিহার থিয়েটার ফেস্টিভাল ২০২৬-এ আমন্ত্রণ পেয়ে গত কিছুদিন আগে স্থানীয় রবীন্দ্রভবন মঞ্চে মাল অ্যাক্টোওয়ালা মঞ্চস্থ করল 'বাঁচো একদিন'। সুধাংশু বিশ্বাসের রচনা, নির্দেশনা ও মঞ্চভাবনায় নাটকটি অবসরপ্রাপ্ত অথচ পরিবারে উপেক্ষিত প্রৌঢ়দের জীবনের হাসি, রাগ, অভিমান ও ভালোবাসাকে ছন্দময় করে তুলল। রমাপ্রসাদ পাল, সাধন দাশগুপ্ত ও সুধাংশু বিশ্বাসের অভিনয়ে তিন বন্ধুর একদিন পরিবারের চোখে ধুলো দিয়ে হুল্লোড় করে বাঁচার গল্প প্রাণ পায়। অভিনয়ে ছিলেন সবিতা মজুমদার, দিলীপ কুমার দে, সুলেখা বোস, নিকিতা বিশ্বাস, বিশ্বনাথ বাগচি ও উৎসব মজুমদার। আলোয় সুজিত সাহা, আবহে রুদ্রাংশ বিশ্বাস এবং রূপসজ্জায় সবিতা ও সুলেখা।

কিশোর কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের শতবর্ষ উপলক্ষ্যে আয়োজিত উৎসবে 'হে মহাজীবন' কবিতার প্রেক্ষিতে পূর্বাচল দাশগুপ্তের রচনা ও নির্দেশনায় মঞ্চস্থ হয় 'ঝলসানো সেই রুটির খোঁজে'। প্রথম মঞ্চায়নে গতি ও অভিনয়ে কিছু ঘাটতি থাকলেও চেষ্টা করেছেন সম্পা ব্যানার্জি, মৌসুমী কবি, দীপান্বিতা সেন, অনামিকা দেব, চৈতন্য ঘোষ, সুব্রত কবি ও রাহুল দাম। আবৃত্তিতে আকাশ পাল চৌধুরী। আবহ, আলো ও রূপসজ্জায় রোশন মাহাতো, পঙ্কজ মৈত্র ও গোপাল কর্মকার। উদ্বোধক ছিলেন রবীন্দ্র ভারতী সোসাইটির সম্পাদক সিদ্ধার্থ মুখোপাধ্যায়। দুই নাটকের মাঝে সুকান্তের কবিতা আবৃত্তি করেন প্রহেলিকা, বিশাখ, জিয়া ও ত্রম্বক।

–নীলাদ্রি বিশ্বাস

মননে শ্যামাপ্রসাদ

'কবি ছাড়া আমাদের জন্ম বৃথা' এই ভাবনাকে সামনে রেখে দেশগঠনে শিল্পী, সাহিত্যিক ও মনীষীদের অবদান নিয়ে কিছুদিন আগে অনুষ্ঠিত হল আলোচনাচক্র ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। অখিল ভারতীয় সাহিত্য পরিষদের রাজ্যশাখা শান্তিনিকেতন সাহিত্যপথ ও বিধায়ক অনুপম ঘোষের যৌথ আয়োজনে আলোচনার বিষয় ছিল 'চিন্তানায়ক শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় : ফিরে দেখা'। উপস্থিত ছিলেন প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ সন্দীপকুমার মণ্ডল, অধ্যাপক ডঃ দীপঙ্কর দাস, অধ্যাপক পলাশ পাত্র, অধ্যাপক সুভাষ মণ্ডল ও শিক্ষক বিশ্বজিৎ বেরা প্রমুখ। কুমারেন্দ্রনাথ ও সায়নী পাঠকের উদ্বোধনী সংগীতে বন্দেমাতরমের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। স্বাগত ভাষণ দেন অধ্যাপক ডঃ সুধাংশুকুমার সরকার। উদ্বোধক অ্যাডভোকেট শ্যামসুন্দর মাজী বলেন, 'প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে এমন অনুষ্ঠান জাতীয়তাবাদী চেতনা, উন্নত মানসিকতা ও চারিত্রিক গঠনে সহায়ক।' সূচক ভাষণে অধ্যাপক ডঃ শেখর রায় যুক্তিবুদ্ধির মাধ্যমে প্রকৃত সত্যোদ্‌ঘাটনের উপর জোর দেন। অধ্যাপক সুদীপ বসু অডিও বার্তায় শুভেচ্ছা জানান। স্বরচিত কবিতা পাঠে মুগ্ধ করেন স্বপনকুমার মণ্ডল। সঞ্চালনায় ছিলেন ডঃ সুখেন্দু খাটুয়া।

–সৌকর্য সোম

ফিলিংসের নয়া ভাবনা

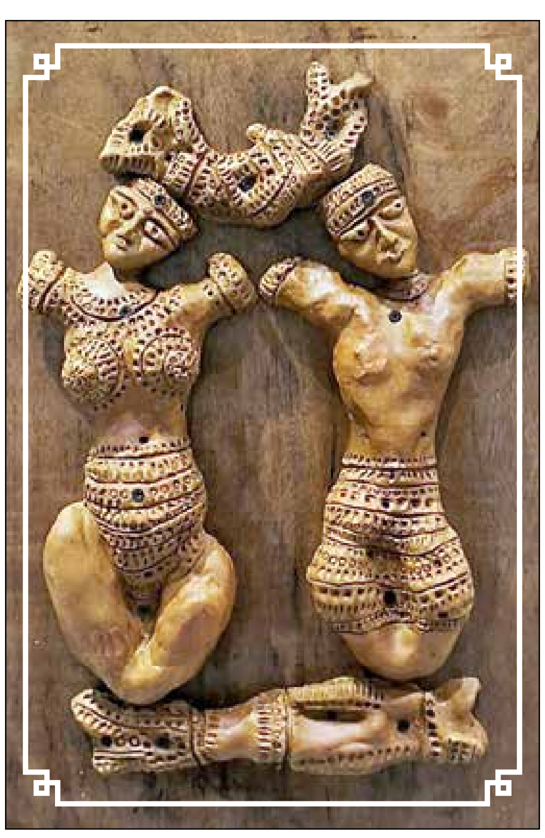

ছেলেবেলার মেলায় ঘুরছে দোলনায় বাঁধা কাঠের ঘোড়া। এক আকাশ ঢাকা ছাতার নীচে সে এক আশ্চর্য চরকি পাক। ভূর্জপত্রে স্মৃতির সেই ছবিকে একটি সিরিজে ধরেছেন শিল্পী ভাস্কর দে। এই ছবি দেখতে দেখতে যে কোনও দর্শকই ঘোড়ার পিঠে চেপে ছোটবেলায় ঘুরে আসতে চাইবেন। সম্প্রতি শিলিগুড়ির রামকিঙ্কর প্রদর্শনী কক্ষে ফিলিংস গ্রুপের চিত্রকলা ও ভাস্কর্য প্রদর্শনীতে গিয়ে এমনই অভিজ্ঞতা হল। এই প্রদর্শনীতে একজন অতিথি শিল্পী সহ ১২ জন চিত্রশিল্পী ও দুইজন ভাস্করের মৌলিক শিল্পকর্ম প্রদর্শিত হয়। শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন সুদীপ্ত রায়, মৈনাক ভট্টাচার্য (ভাস্কর), জোনাকি পাল, সুশান্ত পাল (ভাস্কর), গোবিন্দ রায়, মনোজ পাল, শুভেন্দু চক্রবর্তী, অর্পিতা রায় দাস, মৌসুমি দে, প্রবীর দত্ত, ভাস্কর দে, বিমল বাইন ও মিন্টু রায়। অতিথি শিল্পী হিসেবে ছিলেন শান্তনু চক্রবর্তী। এটি ছিল এই গ্রুপের দ্বাবিংশতিতম চিত্রকলা ও ভাস্কর্য প্রদর্শনী।

এখানে সমসাময়িক শিল্পচর্চার বহুমুখী এবং সংবেদনশীল ছবি দেখা গেল। ছবিগুলিতে স্মৃতি, প্রকৃতি এবং অস্তিত্বের সংকট বিভিন্নভাবে বিভিন্ন মাধ্যমে ও বিভিন্ন শৈলীতে মূর্ত হয়েছে। প্রতিটি কাজই তার নিজস্ব মাধ্যমে স্বতন্ত্র। যেমন আধুনিকতার গ্রাসে কীভাবে সাধারণ লোকজ খেলনাগুলো হারিয়ে যাচ্ছে, শৈশবের মেলা ছবিটি তারই একটি মনস্তাত্ত্বিক দলিল। ছবিতে ভূর্জপত্রের মতো সারফেস ব্যবহার করায় ছবির জমিতে একটি প্রাচীন ও গ্রামীণ টেক্সচার তৈরি হয়েছে, যা ছবির মূল থিমের সঙ্গে সম্পূর্ণ মানানসই।

ভাস্কর মৈনাক ভট্টাচার্যের The Owl-এ পরিত্যক্ত ধাতব বস্তুর অসাধারণ ব্যবহার দেখা গেল। অত্যন্ত ছিমছাম, সরল রৈখিক কাঠামোর সাহায্যে একটি প্যাঁচার অবয়ব তৈরি করা হয়েছে, যা শিল্পীর পরিণত পর্যবেক্ষণের সাক্ষী। অতিথি শিল্পী শান্তনু চক্রবর্তী এবং বর্ষীয়ান চিত্রশিল্পী সুদীপ্ত রায়ের কাজে প্রথাগত বাস্তববাদ থেকে বেরিয়ে এসে নিজস্ব এক মনস্তাত্ত্বিক ল্যান্ডস্কেপ তৈরির চেষ্টা দেখা গেল। শান্তনুর ছবিতে প্রকৃতির বাহ্যিক রূপকে ভেঙে তার ভেতরের আত্মাকে খোঁজার প্রয়াস, আর কাব্যিক দর্শনের মাধ্যমে মানুষের আদিম সত্তা ও সৌন্দর্যের সহাবস্থানকে ক্যানভাসে বন্দি করেছেন সুদীপ্ত। রং এবং রেখার ওপর ছিল পরিণত মননের ছাপ। ভালো লেগেছে মনোজের বাউল সিরিজ, জোনাকির পেঁচা সিরিজ, অর্পিতার পাখি সিরিজ এবং আদিবাসী দুর্গা সহ আরও কিছু ছবি। সব মিলিয়ে ফিলিংসের এই চিত্রকলা ও ভাস্কর্য প্রদর্শনী শহরের শিল্পরসিকদের নতুন ভাবনার খোরাক দিতে পেরেছে।

– ছন্দা দে মাহাতো

সংস্কৃতিকেন্দ্রিক বিষয়ে অনধিক ২০০ শব্দে নমুনা লেখা পাঠাতে পারেন। নির্বাচিত লেখা ছাপা হবে এই বিভাগে। পুরো নাম, ঠিকানা সহ লেখা পাঠানোর ঠিকানা : বিভাগীয় সম্পাদক, সংস্কৃতি বিভাগ, উত্তরবঙ্গ সংবাদ, সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি। অনলাইনেও ইউনিকোড ফন্টে লেখা পাঠাতে পারেন uttorerlekha@gmail.com–এ।

শিলিগুড়িতে বার-শিল্পী শিবানীর অস্বাভাবিক মৃত্যুতে চাঞ্চল্যকর মোড়। প্রেমিক রানা দাসের বিরুদ্ধে মানসিক অত্যাচার ও টাকা আত্মসাতের অভিযোগ দায়ের করলেন মৃতার বাবা। প্রেমের টানাপোড়েনেই কি এই মর্মান্তিক পরিণতি? রানার খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে ভক্তিনগর থানার পুলিশ।

বার-শিল্পীর মৃত্যু, প্রেমিকের খোঁজে তল্লাশি

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১১ সেপ্টেম্বর : শিলিগুড়িতে বার-শিল্পী শিবানীর (২৫) অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় নয়া মোড়। এই মৃত্যুর নেপথ্যে প্রেমের টানাপোড়েনই কি দায়ী? শুক্রবার শিবানীর বাবা অজিত সিংয়ের দায়ের করা অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তকারীদের অন্দরে এই প্রশ্নই জোরালো হচ্ছে। অভিযোগপত্রে রানা দাস নামে এক যুবকের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। তরুণীকে আত্মহত্যায় প্ররোচনা ও টাকা আত্মসাতের অভিযোগে ইতিমধ্যেই ওই যুবকের খোঁজ শুরু করেছে ভক্তিনগর থানার পুলিশ।

গত সোমবার রাতে দুর্গানগরে এক বান্ধবীর জন্মদিনের পার্টিতে গিয়েছিলেন শিবানী। সেখানে এক বান্ধবী অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁকে সেবক রোডের একটি নার্সিংহোমে নিয়ে যাওয়া হয়। সেই সময় শিবানী নিজেও অসুস্থ বোধ করায় দুর্গানগরের ওই বাড়িতে ফিরে আসেন। ভোরবেলা অন্য বন্ধুরা ফিরে এসে দেখেন, ঘরের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। এরপরই শিবানীর অস্বাভাবিক মৃত্যুর বিষয়টি প্রকাশ্যে আসে। অজিতবাবুর অভিযোগ, 'জন্মদিনের পার্টি থেকে শুরু করে নার্সিংহোম— সব জায়গাতেই রানা বারবার ফোন করে শিবানীকে উত্ত্যক্ত করেছিল বলে ওর বান্ধবীদের কাছ থেকে জানতে পেরেছি।' স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, ওই দিন গভীর রাতে কয়েকজন যুবক এসে সেখানে ঝামেলাও করেছিল। রানাই কি দলবল নিয়ে সেখানে গিয়েছিল? এই উত্তর খুঁজছে পুলিশ। মৃতের পরিবার জানিয়েছে, বছর তিনেক আগে রানার সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কে জড়ান শিবানী। তিনি বিয়ের ব্যাপারে রাজি থাকায় দুই পরিবারও সেই সম্পর্ক মেনে নিয়েছিল। কিন্তু অভিযোগ, এরপর থেকেই শিবানীর ওপর তীব্র মানসিক অত্যাচার ও খবরদারি শুরু করে রানা। প্রায় প্রতিদিনই শিবানীর প্রধাননগরের ভাড়ার বাড়িতে এসে সে থাকত। সুযোগ বুঝে টাকা-পয়সা হাতিয়ে নিত এবং প্রতিবাদ করলে গালিগালাজ করত। এমনকি বছরখানেক আগে নিজের কর্তৃত্ব স্থাপন করতে শিবানীর পোষা একটি কুকুরকেও সে জোর করে নিয়ে যায়, যা নিয়ে ঝামেলা থানা-পুলিশ পর্যন্ত গড়িয়েছিল। রানার ভাইও বিভিন্ন সময় শিবানীকে অপমান করত বলে পরিবারের অভিযোগ।

পরিবারের দাবি, প্রেমিকের এই লাগাতার অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে গত মাসে বেশ কিছুদিনের জন্য রাজস্থানে নিজের বাড়িতে চলে গিয়েছিলেন ওই তরুণী। গত ২৮ অগাস্ট তিনি শিলিগুড়িতে ফিরে নতুন করে কাজে যোগ দেন। এর মধ্যেই এই মর্মান্তিক পরিণতি। এখনও পর্যন্ত অভিযুক্ত রানা দাসের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেনি পুলিশ। তার বাড়ি কোথায় বা ঘটনার পেছনে অন্য কোনও কারণ লুকিয়ে রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা।

অফিস ভাড়ার আড়ালে চক্র

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১১ সেপ্টেম্বর : তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের স্বার্থে পরিবহণনগর ও শিমুলগুড়ির লিচুবাগানে ওয়েবেলের আইটি পার্ক তৈরি করা হয়েছে। রাজ্যের তথ্যপ্রযুক্তি দপ্তরের অধীনস্থ ওয়েবেলের ওই দুই আইটি পার্কই এখন বেআইনি কর্মকাণ্ডের ঘাঁটিতে পরিণত হয়েছে বলে অভিযোগ। অবৈধ কলসেন্টারের আড়ালে আন্তর্জাতিক প্রতারণার চক্র বছরের পর বছর বিভিন্ন অফিসে সক্রিয় থাকলেও তা কেন সমূলে উৎখাত করা যাচ্ছে না, সেই প্রশ্ন উঠছে। এই ধরনের অবৈধ কলসেন্টারের হদিস পাওয়ার পর কেন তদন্ত অচিরেই থমকে যায় বলে একইসঙ্গে প্রশ্ন উঠছে। বিভিন্ন সময়ে এই ধরনের ঘটনায় তদন্তে যুক্ত আধিকারিকদের একাংশের অভিযোগের আঙুলও ওয়েবেল কর্তৃপক্ষের দিকে উঠছে।

তাঁদের বক্তব্য, ওয়েবেলের অফিসঘরগুলি মূলত ভাড়া দেওয়া হয়। কিন্তু কোন ব্যক্তি বা সংস্থা কোন অফিস ভাড়া নিয়েছে, সেই তথ্য পেতে গিয়ে তদন্তকারীদের সমস্যায় পড়তে হয়। মাটিগাড়া থানার এক পুলিশকর্মীর কথায়, বছর দেড়েক আগে বিভিন্ন দেশের নাগরিকদের টার্গেট করে চলা একটি অবৈধ কলসেন্টারের হদিস মিলেছিল। তদন্তের প্রয়োজনে ওই অফিসের ভাড়াটিয়ার নাম জানতে ওয়েবেল কর্তৃপক্ষকে চিঠিও দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু শেষপর্যন্ত সেই চিঠির কোনও উত্তর আসেনি।

তদন্তকারীদের মতে, এই ধরনের অবৈধ কলসেন্টার চালানোর পিছনে একটি বড় চক্র কাজ করে। প্রশাসনের সঙ্গে জড়িত এক শ্রেণির মানুষের প্রত্যক্ষ যোগও থাকে বলে অভিযোগ রয়েছে। এমনকি অনেক তরুণ-তরুণী সুপারিশের ভিত্তিতে সেখানে কাজ করতে ঢোকেন। নিজেদের কাজ নির্বিঘ্নে চালাতে চক্রের মাথারা যে দল ক্ষমতায় থাকে, সেই দলের নেতা ও জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা তৈরির চেষ্টা করে বলেও অভিযোগ রয়েছে। পরিবহণ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী আনন্দময় বর্মন বিষয়টি অস্বীকার করছেন না। তাঁর বক্তব্য, 'এই ধরনের মানুষজন তো শাসকদলের ঘনিষ্ঠ হওয়ার চেষ্টা করবেই। এব্যাপারে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। এই ধরনের মামলায় ওয়েবেলও যাতে পুলিশ প্রশাসনকে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করে, তারজন্য আমি কথা বলব।' তিনি আরও বলেন, 'এই ধরনের অবৈধ কারবার চলতে দেওয়া যাবে না। এটা সমাজের পক্ষে ক্ষতিকারক।'

পরিবহণনগরের আইটি পার্কে পাহারায় পুলিশ। শুক্রবার সকালে।

তদন্তকারীদের মতে, অবৈধ কলসেন্টারের প্রতারণা চালানোর মূলত দুটি পদ্ধতি রয়েছে। প্রথমটি ফোন নম্বর সংক্রান্ত ডেটা সংগ্রহ। দ্বিতীয়টি সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে হেল্পলাইন সংক্রান্ত ভুয়ো নম্বর ছড়িয়ে দেওয়া। ওই নম্বরগুলি ইলেক্ট্রনিক বা সফটওয়্যার সংক্রান্ত পরিষেবা কেন্দ্রের হেল্পলাইন হিসেবে ব্যবহার করা হয়। কর্মী হিসেবে মূলত কলেজ পড়ুয়া ও স্নাতকোত্তর পড়ুয়াদের টার্গেট করা হয়।

এই কাজে একটি চক্র সক্রিয় থাকে। চক্রের সদস্যরা কলেজ পড়ুয়া বা সদ্য কলেজ পাশ করা তরুণ-তরুণীদের সঙ্গে বন্ধুত্ব তৈরি করে। পরে কাজের প্রসঙ্গ তুলে অবৈধ কলসেন্টারে চাকরির প্রস্তাব দেওয়া হয়। প্রথম দিকে চাকরিপ্রার্থীরা বিষয়টি বুঝতে না পারলেও পরে প্রতারণার পুরো প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানতে পারেন। কাউকে প্রতারণার জালে ফেলতে পারলে কমিশন ও মাইনে মিলিয়ে মাসে ১০ থেকে ১৫ হাজার টাকা পাওয়া যায়। টাকার লোভে অনেকে সেই কাজে জড়িয়ে পড়েন।

পুলিশের এক কর্তার কথায়, গোটা বিশ্বেই শপিং মল সহ বিভিন্ন জায়গা থেকে ফোন নম্বর সংগ্রহ করা হয়। সেই নম্বর অবৈধ কলসেন্টারের হাতে চলে আসে। তাঁর ব্যাখ্যা, কোনও ইলেক্ট্রনিক সংস্থার সার্ভিস সেন্টারের নামে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভুয়ো হেল্পলাইন নম্বর দেওয়া হয়। সেখানে ফোন করলেই প্রতারণার জাল শুরু হয়। বিভিন্ন কৌশলে ওটিপি পাঠানো হয়। উত্তেজনা তৈরি করে সেই ওটিপি জানিয়ে দিলেই শুরু হয় টাকা হাতানোর প্রক্রিয়া। কখনও ব্ল্যাকমেলিং করে, কখনও সরাসরি ওটিপির মাধ্যমে টাকা তুলে নেওয়া হয়।

বছর দেড়েক আগে যুক্তরাজ্যে একই পদ্ধতিতে একাধিক প্রতারণার ঘটনার সূত্র ধরে পুলিশ একটি অবৈধ কলসেন্টারে হানা দিয়ে বেশ কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করেছিল। ওই কলসেন্টারটিও পরিবহণনগরের ওয়েবেল আইটি পার্কে ছিল। জার্মানির এক নাগরিক এই চক্রের ফাঁদে পড়ার পর ঘটনার তদন্তে নেমে সিবিআই প্রায় তিন বছর আগে শহর থেকে দুজনকে গ্রেপ্তার করেছিল। সেই ঘটনাতেও পরিবহণনগরের ওয়েবেল আইটি পার্কের একটি অফিসে তদন্তকারী সংস্থাটি অভিযান চালিয়েছিল।

শুক্রবার নিউ জলপাইগুড়ি (এডিআরএম)-এর দপ্তরের সামনে সভা বস্তি উন্নয়ন সমিতির।

উচ্ছেদের শঙ্কায় দিন কাটছে

শিলিগুড়ি, ১১ সেপ্টেম্বর : পুজোর মুখে উচ্ছেদের নোটিশ ঘিরে অনিশ্চয়তায় দিন কাটছে শিলিগুড়ির বিভিন্ন রেল বস্তি ও কলোনির বাসিন্দাদের। পুনর্বাসন না দিয়ে উচ্ছেদ না করার দাবিতে শুক্রবার অ্যাডিশনাল ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (এডিআরএম)-এর দপ্তরের সামনে সভা করে পশ্চিমবঙ্গ বস্তি উন্নয়ন সমিতির দার্জিলিং জেলা কমিটি। রেলের উন্নয়নমূলক কাজের জন্য জমি নেওয়া হলেও বস্তিবাসীদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করার দাবিতে এডিআরএমের কাছে স্মারকলিপিও দেওয়া হয়। বাগরাকোট চিত্তরঞ্জন কলোনিতে ৫০ বছরেরও বেশি সময় ধরে বসবাস করছেন সুশীলা শিকদার। তিনি বলেন, 'উচ্ছেদের নোটিশ পাওয়ার পর থেকেই চিন্তায় রয়েছি। সভা, মিছিলে গেলেও কতটা কী হবে তা বুঝতে পারছি না।'

রেলের তরফে উচ্ছেদের নোটিশ পাওয়ার পর থেকেই পুনর্বাসনের দাবিতে সরব হয়েছে বামেরা। উন্নয়নমূলক কাজের জন্য রেলের জমি প্রয়োজন হলে পুনর্বাসনের আগে যাতে কাউকে উচ্ছেদ করা না হয়, সেই দাবিতে এর আগেও এডিআরএমের কাছে একাধিকবার স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে। এদিনের সভায় শহরের বিভিন্ন রেল কলোনি ও বস্তি এলাকার বাসিন্দারা উপস্থিত ছিলেন। এনজেপি রেলওয়ে স্টেশনের সামনে কলোনি এলাকায় বিশেষভাবে সক্ষম ছেলেকে নিয়ে থাকেন কিরণ প্রসাদ। স্বামী না থাকায় ছেলেকে নিয়ে তাঁর একার সংসার। এদিন সভায় উপস্থিত হয়ে তিনি বলেন, উচ্ছেদ হলে কোথায় গিয়ে থাকবেন, তা নিয়ে চিন্তায় রয়েছেন।

সভায় সিপিএম নেতা দিলীপ সিং বলেন, 'পুনর্বাসন ছাড়া উচ্ছেদ যাতে না হয়, সেজন্য আমাদের আন্দোলন চলছে। এডিআরএম স্যর আমাদের দাবিগুলো শুনেছেন।' উপস্থিত ছিলেন বস্তি উন্নয়ন সমিতির দার্জিলিং জেলা সম্পাদক কাজল পাল, সিপিএমের জেলা সম্পাদক সমন পাঠক প্রমুখ।

পুজোর মুখে পথ সংস্কারের উদ্যোগ

নিতাই সাহা

শিলিগুড়ি, ১১ সেপ্টেম্বর : পুজো দোরগোড়ায় হলেও শিলিগুড়ি শহরজুড়ে রাস্তার হাল বেহাল। শহরের প্রধান সড়ক থেকে পাড়ার অলিগলি, শহরের প্রায় প্রতিটি রাস্তায় খানাখন্দ তৈরি হয়েছে। পথ চলতে হোঁচট খেতে হওয়ায় ক্ষোভ বাড়ছে শহরবাসীর মধ্যে। শহরবাসীর ক্ষোভ সামাল দিতে রাস্তাগুলি সংস্কারের নজর দিয়েছিল প্রশাসক পরিচালিত পুরনিগম। শহরের ৪৭টি ওয়ার্ডের বেহাল রাস্তাগুলির তালিকা তৈরি করে টেন্ডারও করা হয়। কিন্তু অধিকাংশ টেন্ডারের ক্ষেত্রে তেমন আগ্রহ দেখাননি ঠিকাদাররা। কয়েকটি আবার আটকে যায় প্রক্রিয়াগত জটিলতায়। পুরনিগম সূত্রে খবর, ১০টির মধ্যে মাত্র চারটি টেন্ডারের ক্ষেত্রে ওয়ার্ক অর্ডার ইস্যু করা সম্ভব হয়েছে। যে কারণে, নতুন করে টেন্ডারের সিদ্ধান্ত নিয়েছে পুরনিগম। পুরকর্তাদের দাবি, এবার আর কোনও টেন্ডার বাতিল হবে না। প্রত্যেকটি টেন্ডারের ওয়ার্ক অর্ডার দেওয়া সম্ভব হবে। পুজোর আগেই প্রতিটি রাস্তা চলাচলের যোগ্য হয়ে উঠবে। এ বিষয়ে পুর প্রশাসক আর বিমলা বলেন, 'বেশকিছু ওয়ার্ডে

বেহাল রাস্তায় হোঁচট খাচ্ছেন শহরবাসী

ইতিমধ্যে কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। বাকি ওয়ার্ডগুলিতেও যাতে দ্রুত কাজ শুরু করা সম্ভব হয়, সেক্ষেত্রে নতুন করে টেন্ডার করা হয়েছে। পুজোর আগেই শহরের প্রতিটি রাস্তা সংস্কারের কাজ শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে।'

শহরের বেহাল রাস্তার হাল ফেরাতে সাম্প্রতিক সময়ে পুরনিগমের তরফে মোট ১০টি টেন্ডার করা হয়েছিল। একে একে ঠিকাদার সংস্থাগুলোও আবেদন জানায়। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা গিয়েছে ঠিকাদার সংস্থাগুলোর ক্রেডেন্সিয়াল নেই। সেইসঙ্গে বেশ কিছু ক্ষেত্রে তিন বা ততোধিক ঠিকাদার সংস্থার যোগ না দেওয়ায় তা বাতিল হয়ে যায়। ঘটনায় পুর কর্তৃপক্ষ কিছুটা হলেও সমস্যায় পড়ে। এই পরিস্থিতিতে পুর কর্তৃপক্ষ ফের ৬টি টেন্ডার করল। টেন্ডারের পর চারটি ক্ষেত্রে ওয়ার্ক অর্ডার ইস্যু হতেই বৃহস্পতিবার থেকে শহরের বিভিন্ন ওয়ার্ডে রাস্তার খানাখন্দ ভরাটের কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। পুরকর্তাদের দাবি, আগামী রবিবার থেকেই রাস্তার খানাখন্দে পিচের প্রলেপ পড়তে শুরু করবে। পুজোর আগেই সেই কাজ শেষ করা হবে।

বেতন নিয়ে শঙ্কা

শিলিগুড়ি, ১১ সেপ্টেম্বর : সময় পেরিয়ে গেলেও এখনও পর্যন্ত মেলেনি মাইনে। পুজোর প্রাক্কালে বিপাকে পড়েছেন পুরনিগমে কর্মরত সুডার কর্মীরা। এই পরিস্থিতিতে শুক্রবার দুপুরে তাঁরা একজোট হয়ে পুর প্রশাসক আর বিমলার সঙ্গে দেখা করলেন। বকেয়া বেতনের পাশাপাশি বোনাস চেয়ে তাঁরা পুর প্রশাসকের কাছে দরবার করেন। পুর প্রশাসক বলেন, 'আগামী সপ্তাহের প্রথম দিকেই প্রত্যেকের বকেয়া বেতন পরিশোধ করে দেওয়া হবে।'

পুরনিগম ও বরো অফিস মিলিয়ে শিলিগুড়িতে সাতশো-র বেশি সুডার কর্মী রয়েছেন। পূর্ত থেকে শুরু করে স্বাস্থ্য, পানীয় জল সরবরাহের মতো প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগেই ওই কর্মীরা কাজ করছেন। তাঁরা বলছেন, আগে তো মাসের শেষ দিকে বেতন মিলত। তবে গত মাসে ১০ তারিখেই বেতন মিটিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আবার এ মাসে এখনও পর্যন্ত বেতন মেলেনি। নাম প্রকাশ না করার শর্তে এক কর্মী বলেন, 'বেতন অনিয়মিত হলে সংসার চালাতে যথেষ্ট সমস্যায় পড়তে হয়। আবার পরের মাসেই পুজো। কী করব বুঝতে পারছি না।' অপর এক কর্মী বলেন, 'আমরা নিয়ম মেনে কাজ করলেও বেতন এক টাকাও বাড়ানো হচ্ছে না। সেইসঙ্গে বোনাসের সুবিধাও নেই। তবে গত বছর মেয়রের কাছে দরবার করার পর কিছু টাকা বোনাস হিসেবে মিলেছিল। এবার তা পাব কি না বুঝতে পারছি না। তবে বোনাসের বিষয়টি এদিন পুর প্রশাসকের কাছে তুলে ধরেছি।'

সেমিনার

শিলিগুড়ি, ১১ সেপ্টেম্বর : স্বামী বিবেকানন্দের ঐতিহাসিক শিকাগো বক্তৃতার ১৩৩ বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে শিলিগুড়ি কলেজে আয়োজিত হল একটি সেমিনার। কলেজের দর্শন বিভাগ ও ইন্টারনাল কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স সেলের যৌথ উদ্যোগে এবং শিলিগুড়ি রামকৃষ্ণ মিশনের সহযোগিতায় এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রামকৃষ্ণ মিশন শিলিগুড়ির সভাপতি স্বামী বিশ্বধারানন্দজি মহারাজ, স্বামী অভয়ানন্দজি মহারাজ, শিলিগুড়ি কলেজের দর্শন বিভাগের অধ্যাপক আশিস তালুকদার প্রমুখ। স্বামী বিশ্বধারানন্দজি মহারাজ বর্তমান যুগের তরুণদের মানসিক চাপ ও অস্থিরতা কাটাতে স্বামীজির বাণী ও দর্শনের প্রাসঙ্গিকতা তুলে ধরেন। সেমিনারের মাধ্যমে কলেজের পড়ুয়াদের স্বামীজির কালজয়ী আদর্শে গভীরভাবে উদ্বুদ্ধ করা হয়।

টেন্ডার হল

শিলিগুড়ি, ১১ সেপ্টেম্বর : কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামের মেলা গ্রাউন্ডে নয়া পার্কিং জোন সাজাতে শিলিগুড়ি পুরনিগম টেন্ডার করল। এলাকাজুড়ে পেভার্স ব্লক বসানো ও আলোর বন্দোবস্ত করা হবে। শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এসজেডিএ) অর্থবরাদ্দ করবে। টেন্ডার প্রক্রিয়া শেষ হলেই দ্রুত কাজ শুরু হবে।

পরিদর্শন

শিলিগুড়ি, ১১ সেপ্টেম্বর : মাটিগাড়ার একটি শপিং মলে অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা খতিয়ে দেখলেন দমকল আধিকারিকরা। অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র, জরুরি নির্গমন পথ সহ বিভিন্ন জিনিস খতিয়ে দেখা হয়। মলের অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা আরও জোরদার করার বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া হয়। শপিং মলের জেনারেল ম্যানেজার এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান।

ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাসে বৈঠক সোমবার

শিলিগুড়ি, ১১ সেপ্টেম্বর : শিলিগুড়ি পুরনিগমের ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত বিষয়ে সোমবার একটি বৈঠক ডাকা হয়েছে। এই বৈঠকে পুরনিগমের পাশাপাশি জেলা প্রশাসন, নির্বাচন আধিকারিক, ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর সহ অন্যান্য দপ্তরের আধিকারিকরা উপস্থিত থাকবেন।

পুরনিগম সূত্রে জানা গিয়েছে, পুর প্রশাসক আর বিমলা, কমিশনার বীরবিক্রম রাই সহ অন্য পুর আধিকারিকরাও ওই বৈঠকে থাকবেন। এর পরেই ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাসের তালিকা বিভিন্ন জায়গায় ঝোলানো হবে। অভাব-অভিযোগ জানানোর জন্য রাজনৈতিক দল থেকে সাধারণ মানুষকে দু'সপ্তাহ সময় দেওয়া হবে। শিলিগুড়ি পুরনিগমের ওয়ার্ড সংখ্যা ৪৭টি থেকে বেড়ে ৬৩টি করা হচ্ছে। এই সিদ্ধান্ত কার্যত চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছে। কিন্তু কোন ওয়ার্ড কীভাবে ভাঙা হবে, ওয়ার্ডের মানচিত্র এবং ওয়ার্ডভিত্তিক নতুন জনসংখ্যা কত— সেসব এখনও সরকারিভাবে জনসমক্ষে প্রকাশ করা হয়নি। এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্য সোমবার পুরনিগমে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক বসছে। ওই বৈঠকেই ৬৩টি ওয়ার্ডের একটি রূপরেখা চূড়ান্ত হবে বলে সরকারি সূত্রে খবর।

২১ সেপ্টেম্বর জেলা নির্বাচন আধিকারিক ওয়ার্ডের পুনর্বিন্যাসের তালিকা প্রকাশ করবেন। ওই তালিকা বিভিন্ন সরকারি অফিসে ঝোলানো হবে, যার ভিত্তিতে রাজনৈতিক দল এবং সাধারণ মানুষও তাঁদের অভাব-অভিযোগের কথা জানাতে পারবেন। এই জন্য দু'সপ্তাহ সময় দেওয়া হবে। সেই সময়সীমার পরেই ওয়ার্ডের চূড়ান্ত তালিকা এবং মানচিত্র প্রকাশিত হবে। এই প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হওয়ার পরে ওয়ার্ডের সংরক্ষণের প্রক্রিয়া শুরু হবে। মহিলাদের জন্য ৩৩ শতাংশ হারে ওয়ার্ড সংরক্ষণের কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ প্রায় ২০টি ওয়ার্ড মহিলাদের জন্য সংরক্ষণ হতে পারে। চলতি বছরের শেষে পুর নির্বাচন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ফলে পুজোর আগে সমস্ত প্রক্রিয়া শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়েছে।

পার্কিং জোনে অবৈধ কারবার

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১১ সেপ্টেম্বর : শহরের মেয়াদ ফুরিয়ে যাওয়া পার্কিং জোনগুলিতে অবাধে টাকা তোলা নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরেই অভিযোগ উঠছে। এর পরই পুরনিগম এই পার্কিং জোনগুলির বরাত দেওয়ার জন্য টেন্ডার ডেকেছিল। কিন্তু সেই প্রক্রিয়াও থমকে রয়েছে। কেন টেন্ডার প্রক্রিয়ায় দেরি হচ্ছে এবং দিনের আলোয় অবৈধভাবে টাকা তোলা হলেও কেন ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। পুরনিগমের কমিশনার বীর বিক্রম রাইয়ের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তিনি ফোন না ধরায় কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। তবে পুরনিগম সূত্রে জানা গিয়েছে, টেন্ডারে অংশ নেওয়া সংস্থাগুলির নথিপত্রে কিছু সমস্যা থাকায় প্রথম টেন্ডার প্রক্রিয়া বাতিল হয়েছে। মেয়াদ উত্তীর্ণ জোনগুলির জন্য পুনরায় টেন্ডার ডাকা হচ্ছে।

হিলকার্ট রোডে পার্কিং জোনে গায়ে জ্যাকেট চাপিয়ে তোলা আদায়।

শহরে দিনের আলোয় বেআইনিভাবে টাকা তোলা নিয়ে বারবার অভিযোগ উঠলেও প্রশাসন কোনও ব্যবস্থা নেয়নি। 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ'-এ কিছুদিন আগে এ বিষয়ে খবর প্রকাশিত হওয়ার পর পুরনিগম ১০টি পার্কিং জোনের টেন্ডার ডাকে। গত ১০ অগাস্ট টেন্ডার ডাকা হয়, ২৩ অগাস্ট পর্যন্ত তাতে অংশ নেওয়ার সুযোগ ছিল। ২৪ অগাস্ট টেন্ডার খুলে পরবর্তী পদক্ষেপ করার কথা ছিল।

কিন্তু দু'সপ্তাহ পেরিয়ে গেলেও পুরনিগম টেন্ডার নিয়ে কোনও উচ্চবাচ্য করছে না বলে অভিযোগ। পার্কিংয়ের টেন্ডারে অংশগ্রহণকারী একটি এজেন্সির প্রতিনিধি রাকেশ পাল বলেন, '২৩ অগাস্ট টেন্ডারে অংশ নেওয়ার শেষ দিন ছিল। তারপর থেকে আমাদের কিছু জানানো হয়নি। কোন এজেন্সি টেন্ডার পেল বা টেন্ডার বাতিল হল কি না, আমরা কিছুই জানি না। অথচ পার্কিং জোনগুলিতে দিনের আলোয় অবৈধভাবে টাকা তোলা হচ্ছে। সেটার বিরুদ্ধেও কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না।'

এদিন হিলকার্ট রোডের মার্কেট স্ট্যান্ডের কাছে গাড়ি পার্কিং করিয়েছিলেন বাগডোগরার কৃষ্ণচন্দ্র ভৌমিক। দু'ঘণ্টা পর তিনি গাড়ি নিতে এলে তাঁর কাছ থেকে ৪০ টাকা নেওয়া হয়। কোনও রসিদ দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ করে তিনি বলেন, 'আমার তো জানা নেই যে এখানে কোনও পার্কিং জোন চালু নেই! রসিদ চাইলাম, সেটাও দিল না।' একই ঘটনা ঘটেছে বিধান রোডেও। সেখানে মোটরবাইক পার্কিং করায় এক ব্যক্তি প্রধাননগরের বাসিন্দা গোপাল শর্মার কাছ থেকে ১০ টাকা নেন। গোপাল বলেন, 'গাড়ি পার্কিং করেছি বলে ১০ টাকা নিল, কিন্তু রসিদ দিল না।' পার্কিং জোন না হওয়া সত্ত্বেও এভাবে টাকা তোলা হচ্ছে জেনে প্রশাসনের কড়া ব্যবস্থা নেওয়া উচিত বলে তিনি মনে করেন।

শহরের হিলকার্ট রোড, বিধান রোড, সেবক রোড, থানা রোড এবং বর্ধমান রোড সহ গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা ও বাজারে পার্কিং জোন রয়েছে। টেন্ডারের মাধ্যমে এজেন্সিকে বরাত দেয় পুরনিগম, যা থেকে তাদের নিজস্ব তহবিলে লক্ষ লক্ষ টাকা আয় হয়। শহরের এমন ১০টি পার্কিং জোনের টেন্ডারের মেয়াদ বিগত বোর্ডের আমলেই ফুরিয়ে গিয়েছে। অথচ প্রায় সাত মাস ধরে সেই জোনগুলি থেকে নিয়মিত টাকা তোলা হচ্ছে। দুই ও চার চাকার যানবাহন পার্কিং করলেই সাধারণ মানুষের কাছ থেকে ১০-২০ টাকা, এমনকি তার বেশিও নেওয়া হচ্ছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কোনও রসিদ মিলছে না।

রংদার রোববার

কুমোরটুলি

পুজোর আগে এই জায়গার নাম মুখে আসা মানেই কিন্তু শুধুই দেবীর মুখ নয়। মাটির শরীরে প্রাণ দেওয়ার সেই চেনা দৃশ্যের আড়ালে এখানে আরও একটি পৃথিবী জেগে থাকে। সেখানে প্রতিটি মুখের ভিতর লুকিয়ে থাকে কোনও না কোনও মানুষের স্মৃতি। দেবীমূর্তি গড়ার পাশাপাশি চলে সংসার, রান্নাঘরের রোজকার লড়াই, সন্তানের পড়াশোনা সামলানোর ঝক্কি। দিনশেষে নামে ক্লান্তি। যে মাটি একদিন দেবীর শরীর হয়ে ওঠে, বিসর্জনের পরে সে কিন্তু হারিয়ে যায় না, রূপ বদলে এখানেই ফিরে আসে। পুজো আসে যায়, এখানে জীবন অন্য খাতে বয়ে চলে।

প্রচ্ছদ কাহিনী অমিতাভ কাঞ্জিলাল, অজন্তা রায় আচার্য ও মনিমা মজুমদার
রম্যরচনা সন্ধ্যা দত্ত
ছোটগল্প মধুজা বন্দ্যোপাধ্যায়
অণুগল্প গৌতমী ভট্টাচার্য ও মিষ্টু সরকার
কবিতা মণিদীপা বিশ্বাস কীর্তনিয়া, মীনাক্ষী দেবনাথ, প্রশান্ত দেবনাথ, বিপুল আচার্য ও মৃড়নাথ চক্রবর্তী

রুশ প্রেসিডেন্ট ও পেজেশকিয়ানের সঙ্গে পৃথক বৈঠক

সমুদ্রপথে সুরক্ষার সওয়াল নমোর

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ১১ সেপ্টেম্বর : বিশ্বজুড়ে যুদ্ধের আবহ, ভূরাজনৈতিক উত্তেজনা, বাণিজ্যিক অনিশ্চয়তা এবং বিশ্ব অর্থনীতির চাপের মধ্যেই শনিবার, ১২ সেপ্টেম্বর নয়াদিল্লির ভারত মণ্ডপমে বসছে অষ্টাদশ ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলন। তার আগে শুক্রবার ব্রিকস বিজনেস ফোরামে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য প্রসারে মুক্ত নৌচলাচল এবং নাবিকদের সুরক্ষার ওপর বিশেষ জোর দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বিশ্বজুড়ে পণ্য পরিবহন নিরবচ্ছিন্ন রাখতে নিরাপদ সমুদ্রপথ ও উন্মুক্ত সরবরাহ শৃঙ্খল অপরিহার্য উল্লেখ করেন তিনি। মোদি বলেন, 'সমুদ্রপথে সামান্য বিঘ্ন ঘটলেও তার প্রভাব পড়ে বিশ্ব অর্থনীতিতে। তাই বিশ্ব বাণিজ্যের স্বার্থে সমুদ্রপথের নিরাপত্তা এবং নাবিকদের সুরক্ষা সুনিশ্চিত করতে ভারত সর্বদা সরব।' তাঁর সাফ কথা, 'বিশ্ব বাণিজ্যের অগ্রগতি নির্ভর করে সামুদ্রিক নিরাপত্তার ওপরই।'

বিজনেস ফোরামের বৈঠকে ফাঁকে ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ানের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকেও বসেন নমো। চলতি মাসের শুরুর দিকে বিশকেকে এসসিও বৈঠকে সংক্ষিপ্ত আলাপচারিতার পর এটি ছিল দুই রাষ্ট্রপ্রধানের দ্বিতীয় বৈঠক। জ্বালানি আমদানির ওপর ব্যাপক নির্ভরশীলতা, মধ্যপ্রাচ্যে কর্মরত হাজার হাজার ভারতীয় নাগরিকের নিরাপত্তা এবং চাবাহার বন্দরের মাধ্যমে আফগানিস্তান ও মধ্য এশিয়ায় যোগাযোগ রক্ষার তাগিদে এই বৈঠকটি ভারতের জন্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। বৈঠকের আগে দুই নেতাকে হাত ধরাধরি করে দাঁড়িয়ে ছবি তুলতেও দেখা যায়। যা উত্তাল পরিস্থিতির মধ্যেও ইরানের সঙ্গে ভারতের দৃঢ় কূটনৈতিক সম্পর্কের বার্তা দিয়েছে।

> সমুদ্রপথে সামান্য বিঘ্ন ঘটলেও তার প্রভাব পড়ে বিশ্ব অর্থনীতিতে। তাই বিশ্ব বাণিজ্যের স্বার্থে সমুদ্রপথের নিরাপত্তা এবং নাবিকদের সুরক্ষা সুনিশ্চিত করতে ভারত সর্বদা সরব।
>
> **নরেন্দ্র মোদি**

ব্রিকসের সাফল্যের কথা তুলে ধরে মোদি এদিন বলেন, 'বিশ্বের মোট জনসংখ্যার ৫০ শতাংশ এবং বৈশ্বিক জিডিপির ৪০ শতাংশের প্রতিনিধিত্বকারী এই জোট বিশ্ব অর্থনীতির অন্যতম চালিকাশক্তি। বিগত বছরগুলিতে ব্রিকস সদস্য দেশগুলির সম্মিলিত জিডিপি বিশ্বের গড় বৃদ্ধির তুলনায় দ্বিগুণেরও বেশি গতিতে বৃদ্ধি পেয়েছে।' পেজেকশিয়ানের সঙ্গে বৈঠকের আগে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় বসেছিলেন মোদি। রাজনীতি, অর্থনীতি, প্রতিরক্ষা, শক্তি, মহাকাশ ও দক্ষতা বিনিময়ের পাশাপাশি পশ্চিম এশিয়া ও কৃষ্ণসাগর অঞ্চলের বর্তমান সংঘাত নিয়ে তাঁদের মধ্যে আলোচনা হয়।

অপরদিকে ইরানের প্রেসিডেন্ট ব্রিকসভুক্ত রাষ্ট্রগুলিকে নিজেদের জাতীয় মুদ্রায় বাণিজ্য সম্প্রসারণ এবং মার্কিন ডলারের ওপর নির্ভরতা কমানোর জন্য জোর সওয়াল করেন।

এবার ব্রিকসের মূল বিষয়, 'স্থিতিস্থাপকতা, উদ্ভাবন, সহযোগিতা ও স্থায়িত্বের জন্য নির্মাণ'। ব্রিকসের আয়োজন দেখে দিল্লিতে তৈরি হয়েছে বহুস্তরীয় নিরাপত্তা বলয়। বিভিন্ন নিরাপত্তা পরিকল্পনায় প্রায় ৩০ হাজার জওয়ান নিযুক্ত করা হয়েছে। ভারত মণ্ডপম, রাষ্ট্রনেতাদের থাকার পাঁচতারা হোটেল, বিমানবন্দর এবং তাঁদের যাতায়াতের রাস্তা প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টকে আলাদা নিরাপত্তা ব্যবস্থার আওতায় আনা হয়েছে। ভারত মণ্ডপম ও রাষ্ট্রনেতাদের থাকার হোটেলগুলিতে ১০০-র বেশি স্নিফার ডগ মোতায়েন করেছে দিল্লি পুলিশ। চাণক্যপুরীর হোটেলগুলিতেও নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও কয়েক ধাপ বাড়ানো হয়েছে। বিশেষ করে জিংপিং এবং পুতিনের থাকার হোটেলগুলিতে চিন ও রাশিয়ার নিজস্ব নিরাপত্তা দল আগেই পৌঁছে গিয়েছে। রাষ্ট্রনেতাদের নিরাপত্তার পাশাপাশি হোটেল কর্মীদের পরিচয় ও নথিও যাচাই করা হয়েছে, প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে তাঁদের নিজ নিজ রাজ্যের তথ্যও খতিয়ে দেখা হয়েছে।

পুতিনের হাতে তামিল কবি তিরুভাল্লুভারের লেখা তিরুক্কুরলের রুশ সংস্করণ তুলে দিচ্ছেন মোদি। শুক্রবার।

ব্রিকস-ই চালিকাশক্তি, জি৭ 'কে বার্তা পুতিনের

নয়াদিল্লি, ১১ সেপ্টেম্বর : দিল্লিতে আয়োজিত আঠারোতম ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলনের ফাঁকে পশ্চিমী ধনী দেশগুলির জোট জি-সেভেনকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করলেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। শুক্রবার দিল্লিতে পৌঁছানোর পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে পুতিন বলেন, 'আমি সত্যিই জানি না কেন ওদের এখনও বিশ্ব অর্থনীতির শক্তির প্রতীক বলা হয়! তথ্য বলছে, বিশ্ব অর্থনীতিতে ব্রিকস দেশগুলির মোট জিডিপি আর অবদান এখন জি-সেভেনের ক্ষমতাকে অনেক পিছনে ফেলে দিয়েছে। বৈশ্বিক অর্থনীতির চালিকাশক্তি এখন পশ্চিম থেকে উদীয়মান দেশগুলির দিকে স্পষ্টভাবে সরে এসেছে।'

এদিন হায়দরাবাদ হাউসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও প্রেসিডেন্ট পুতিনের মধ্যে অনুষ্ঠিত দ্বিপাক্ষিক শীর্ষ বৈঠকে দুই দেশের সম্পর্ক এক নতুন উচ্চতায় পৌঁছায়। বৈঠকের আগে স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে পুতিনকে জড়িয়ে ধরেন মোদি। বন্ধু রাষ্ট্রপ্রধানের হাতে উপহার হিসাবে তুলে দেন বিখ্যাত তামিল কবি ও দার্শনিক তিরুভাল্লুভারের অমর সাহিত্যকর্ম 'তিরুক্কুরল'-এর রুশ অনুবাদ। এই বইয়ের মাধ্যমে ভারত-রাশিয়ার সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান আরও গভীর হবে বলে দুই নেতাই আশা প্রকাশ করেন।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেন, 'ভারত ও রাশিয়ার পারস্পরিক সম্পর্ক সময় পরীক্ষিত এবং গভীর আস্থার ওপর প্রতিষ্ঠিত। বিশ্বব্যাপী অনিশ্চয়তা এবং চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও আমাদের কৌশলগত অংশীদারিত্ব নিরবচ্ছিন্নভাবে শক্তিশালী হয়েছে। আমরা ২০৩০-এর মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যকে ১০০ বিলিয়ন ডলারে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। শুধু ঐতিহ্যগত ক্ষেত্রে নয়, প্রযুক্তি, উদ্ভাবন এবং উচ্চমানের শিল্পখাতেও আমাদের এই সহযোগিতা প্রসারিত হবে।'

বৈঠকে দুই শীর্ষ নেতা বাণিজ্য বাড়ানোর পাশাপাশি রেল যোগাযোগ, জটিল সুড়ঙ্গ নির্মাণ এবং ইস্পাত উৎপাদনে আধুনিকীকরণ তথা যৌথ উদ্যোগের ওপর জোর দেন। এছাড়া সিভিল নিউক্লিয়ার এনার্জির ক্ষেত্রে পারমাণবিক জ্বালানি চক্রের স্থায়ী বিকাশ এবং মহাকাশ গবেষণায় যৌথ অংশীদারিত্ব নিয়ে ইতিবাচক আলোচনা হয়। কিছুদিন আগে ভারতকে 'এসইউ-৫৭ই' যুদ্ধবিমানের 'যৌথ উৎপাদন' এবং প্রযুক্তি হস্তান্তরের প্রস্তাব দিয়েছে রাশিয়া। এই পরিস্থিতিতে মোদি-পুতিন আলোচনা বাড়তি তাৎপর্য পেয়েছে। এদিন মধ্যপ্রাচ্য সংকট এবং ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়েও পুতিনের কাছে উদ্বেগ প্রকাশ করেন প্রধানমন্ত্রী। শান্তি ফেরানোর যে কোনও উদ্যোগে রাশিয়ার পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন তিনি।

প্রতিরক্ষা ও কৌশলগত শিল্পখাতের চাহিদা মেটাতে লিথিয়াম ও টাইটেনিয়ামের মতো গুরুত্বপূর্ণ খনিজের সরবরাহ নিশ্চিত করা এবং সার উৎপাদনে যৌথ মূলধনি প্রকল্প গড়ে তোলার বিষয়ে বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে। রাশিয়ার শিল্পক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত ও উৎপাদনশীল চাহিদা মেটাতে দক্ষ ভারতীয় কারিগর ও প্রযুক্তিবিদদের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করার বিষয়েও মোদি ও পুতিন একমত হন।

তিরুক্কুরল

- প্রাচীন তামিল কবি ও দার্শনিক তিরুভাল্লুভারের কালজয়ী সৃষ্টি 'তিরুক্কুরল'। এটি তামিল সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ এবং সর্বজনশ্রদ্ধেয় ধ্রুপদি গ্রন্থ
- মোট ১,৩৩০টি শ্লোকে রচিত এই বইতে নীতিশাস্ত্র, আদর্শ শাসনব্যবস্থা, প্রেম এবং মানবজীবনের সর্বজনীন আচরণের পাঠ দেওয়া হয়েছে
- বিশ্বজনীন দর্শন ও মানবধর্মের প্রতীক এই ধ্রুপদি সাহিত্যটি সম্প্রতি রুশ ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে

আলোকিত ফোরাম

নয়াদিল্লি, ১১ সেপ্টেম্বর : ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলনের সূচনার আগে দিল্লিতে আয়োজিত হল 'ব্রিকস বিজনেস ফোরাম'। এতে ভারত, চিন, রাশিয়া ও ইউএই-এর শীর্ষস্থানীয় শিল্পপতিরা অংশ নেন। হুয়াওয়ে, আলিবাবা, সিএনপিসি, মার্স্ক-এর মতো বিশ্বখ্যাত প্রতিষ্ঠানগুলির সিইও-রা বাণিজ্য বৃদ্ধি, ডিজিটাল ইকনমি এবং সরবরাহ শৃঙ্খল শক্তিশালী করার পক্ষে জোরদার সওয়াল করেন।

বিমান সতর্কতা

নয়াদিল্লি, ১১ সেপ্টেম্বর : সম্মেলনের কারণে বিদেশি রাষ্ট্রপ্রধান ও উচ্চপদস্থ প্রতিনিধিদের ঘনঘন আনাগোনার জেরে ইন্দিরা গান্ধি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে উড়ান চলাচলে সাময়িক বিলম্ব ঘটে। সাধারণ যাত্রীদের বিমান ধরার সুবিধার্থে অন্তত ৩-৪ ঘণ্টা আগে বিমানবন্দরের উদ্দেশে রওনা হতে এবং শহরের বিভিন্ন রুটের বদলে দিল্লি মেট্রো ব্যবহারের পরামর্শ দিয়েছে দিল্লি পুলিশ।

নতুন সদস্য

নয়াদিল্লি, ১১ সেপ্টেম্বর : ব্রিকস জোটের পরিধি আরও বাড়ানোর ওপর জোর দিচ্ছেন সদস্য রাষ্ট্রগুলির নেতারা। গ্লোবাল সাউথের প্রতিনিধিত্ব শক্তিশালী করতে নতুন নতুন উদীয়মান অর্থনীতিকে জোটে অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়ে চূড়ান্ত রূপরেখা তৈরি হচ্ছে। মূলত ডলার-নির্ভরতা কমিয়ে নিজেদের মধ্যে স্থানীয় মুদ্রায় বাণিজ্য বাড়ানোর পরিকল্পনা নিয়েই এগোচ্ছেন জোটের শীর্ষনেতৃত্ব।

আটক তিব্বতি

নয়াদিল্লি, ১১ সেপ্টেম্বর : ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলন চলাকালীন রাজঘাটের কাছে তিব্বতের স্বাধীনতার দাবিতে ও চিনবিরোধী ব্যানার নিয়ে আচমকাই বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন একদল তিব্বতি শরণার্থী। নিরাপত্তা-বলয় টপকে বিক্ষোভ প্রদর্শনের চেষ্টা করতেই দ্রুত পদক্ষেপ করে পুলিশ। ২৫ জন বিক্ষোভকারীকে আটক করা হয়েছে।

মক্কা জোট গড়েও চাপে সৌদি আরব

রিয়াধ, ১১ সেপ্টেম্বর : ইরান-সমর্থিত হুথি জঙ্গিদের একের পর এক ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলায় সৌদি আরবের সামরিক ঘাঁটি ও জ্বালানি পরিকাঠামোর ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। কিন্তু তারপরেও সৌদিকে সাহায্য করতে নারাজ বন্ধুরা। যার জেরে চরম সংকটে পড়েছে বিশ্ববাজারে তেলের অন্যতম জোগানদাতা দেশটি। পাকিস্তান, তুরস্ক ও সৌদির মধ্যে সম্প্রতি স্বাক্ষরিত হয়েছে 'মক্কা প্রতিরক্ষা চুক্তি'। তা সত্ত্বেও রিয়াধের হয়ে ইসলামাবাদ এখনই কোনও সামরিক পদক্ষেপ করতে নারাজ। অন্যদিকে, সরাসরি মার্কিন সামরিক সহযোগিতার আর্জি জানিয়েও প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কাছে প্রত্যাখ্যাত হয়েছেন খোদ সৌদি ক্রাউন প্রিন্স মোহাম্মদ বিন সলমান।

সৌদি আরব ও ইয়েমেনের সরকারি বাহিনীকে হারিয়ে লোহিত সাগরে কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ মোখা বন্দরটি দখলে নিয়েছে হুথি জঙ্গিরা। এতে বাব এল-মানদেব প্রণালীতে নতুন করে তৈরি হয়েছে নিরাপত্তা ঝুঁকি। সংকট মোকাবিলায় পাকিস্তান কড়া অবস্থান নেবে বলে ধারণা করা হলেও দেশটির বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র সাজ্জাদ হায়দার খান জানান, এই মুহূর্তে মক্কা চুক্তির অধীনে কোনও সামরিক প্রতিক্রিয়া নিয়ে তাঁরা আলোচনা করছেন না। 'সময় এলে' ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলেছেন তিনি। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে সৌদি ক্রাউন প্রিন্স মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে ফোন করে সরাসরি বিমান হামলার অনুরোধ জানিয়েছিলেন।

'কাশ্মীরিদের জেলে পাঠাতে চান?'

কংগ্রেসকে খোঁচা ওমরের

> পুরো বন্দে মাতরম গাওয়া বাধ্যতামূলক। না মানলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কংগ্রেস কি চায় কাশ্মীরিদের জেলে পচাতে।
>
> **ওমর আবদুল্লা**

শ্রীনগর, ১১ সেপ্টেম্বর : বন্দে মাতরমের ৬টি স্তবক গাওয়া নিয়ে মতবিরোধের জেরে এবার শরিক কংগ্রেসকে একহাত নিলেন জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা। তাঁর সোজাসাপ্টা প্রশ্ন, 'আপনারা কি কাশ্মীরিদের জেলে পাঠাতে চান?' বন্দেমাতরম নিয়ে ইন্ডিয়া জোটের বড় শরিককে বিঁধে ওমর বলেন, 'জাতীয় গানের ব্যাপারে একটি আইন তৈরি হয়েছে। পুরো বন্দে মাতরম গাওয়া বাধ্যতামূলক হয়ে গিয়েছে। এটা শুধু জম্মু ও কাশ্মীরে নয়, সারাদেশেই কার্যকর হয়ে গিয়েছে। দেশজুড়ে সমস্ত সরকারি অনুষ্ঠানে এটাই প্রোটোকল। না মানলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কংগ্রেস কি চায় কাশ্মীরিদের জেলে পচাতে?'

সম্প্রতি শ্রীনগর আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের সূচনার সময় বন্দে মাতরমের ৬টি স্তবকই গান মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর সঙ্গেই ছিলেন ন্যাশনাল কনফারেন্সের সভাপতি ফারুক আবদুল্লাও। ইন্ডিয়া শরিকের এহেন অবস্থানের সমালোচনা করেন কংগ্রেস নেতা কেসি বেণুগোপাল। ১৯৩৭ সালে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি বন্দে মাতরমের প্রথম দুটি স্তবক গাওয়া নিয়ে যে প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল তা মেনে চলার আর্জি জানান শরিক দলের নেতৃত্বকে। কিন্তু ওমরের সাফ কথা, 'দল হিসেবে আমরা কখনও বন্দে মাতরমকে মেনে নিইনি। ভবিষ্যতেও মেনে নেব না। কিন্তু আইনি বাধ্যবাধকতা আমাদের মেনে চলতে হবে।'

বন্দে মাতরম পুরো গাওয়া নিয়ে ইতিপূর্বে বিজেপির সঙ্গে চাপানউতোরে জড়িয়েছিল কংগ্রেস। ৮০ তম স্বাধীনতা দিবসে কংগ্রেস দপ্তরে বন্দে মাতরমের পুরোটা গাওয়া নিয়ে সিপিপি চেয়ারপার্সন সোনিয়া গান্ধি দৃশ্যতই অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন বলে অভিযোগ তুলেছিল বিজেপি। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তোষণের রাজনীতির অভিযোগও তোলে গেরুয়া শিবির। কিন্তু কংগ্রেসের বক্তব্য, ১৯৩৭ সালে ওয়ার্কিং কমিটি যে প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল তাই মেনে চলবে তারা।

ডায়ানার 'রিভেঞ্জ ড্রেস' ফের নিলামে

লন্ডন, ১১ সেপ্টেম্বর : ব্রিটেনের প্রয়াত প্রিন্সেস ডায়ানার বিখ্যাত অফ শোল্ডার কালো রেশমি পোশাক প্রায় ৩০ বছর পর ফের নিলামে উঠছে। বিশ্বজুড়ে আলোড়ন তোলা 'রিভেঞ্জ ড্রেস'-এর নিলাম হবে চলতি বছরের ৯ ডিসেম্বর নিউ ইয়র্কে। উদ্যোক্তা সথবি নিলাম সংস্থা। ডায়ানার ওই পোশাকের গ্রিক ডিজাইনারের নাম ক্রিস্টিনা স্ট্যাম্বোলিন। আসন্ন নিলামে ড্রেসটির সম্ভাব্য মূল্য ধরা হয়েছে ১৫০,০০০ থেকে ৩০০,০০০ মার্কিন ডলার, ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ১.৪ কোটি থেকে ২.৮ কোটি টাকা। চার্লস-জায়া ড্রেসটি পরেছিলেন ১৯৯৪ সালের ২৯ জুন সার্পেন্টাইন গ্যালারিতে ভ্যানিটি ফেয়ারের পার্টিতে। গাড়ি দুর্ঘটনায় মৃত্যুর কয়েক মাস আগে একটি দাতব্য সংস্থার তহবিল সংগ্রহের জন্য পোশাকটি ক্রিস্টিজ নিলাম সংস্থার হাতে তুলে দিয়েছিলেন ডায়ানা। স্কটল্যান্ডের এক ব্যবসায়ী পোশাকটি কিনেছিলেন। বর্তমান মালিক সেই ঐতিহাসিক পোশাক সথবির নিলামে তুলছেন।

একটি ফ্যাশন শো'য়ে অভিনেত্রী ডায়ানা পেন্টি। মুম্বইতে।

জোড়া দুর্ঘটনা

মুম্বই, ১১ সেপ্টেম্বর : মহারাষ্ট্রে দুটি পৃথক পথ-দুর্ঘটনায় ১৪ জনের মৃত্যু হল। আহত ৯ জন। দুটি দুর্ঘটনাতেই ভারী ট্রাকের সঙ্গে যাত্রীবাহী গাড়ির সংঘর্ষ হয়েছে। প্রথমটি নান্দের-ভোকর সড়কের সীতাকুণ্ডে একটি ম্যাজিক গাড়ির সঙ্গে ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে ৬ জনের মৃত্যু হয় এবং ৫ জন আহত হন। আহতদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। দ্বিতীয় দুর্ঘটনা ভাণ্ডারা জেলার নাগপুর-রায়পুর জাতীয় সড়কে ছত্তিশগড় থেকে নাগপুরগামী শ্রমিকবাহী একটি পিকআপ ভ্যান দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকের পিছনে ধাক্কা মারলেয় ৩ শিশু সহ ৮ জন ঘটনাস্থলেই মারা যান এবং ৪ জন আহত হয়েছেন। আহতদের নাগপুর ও ভাণ্ডারার সরকারি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে।

হত ৫ পর্যটক

বার্ন, ১১ সেপ্টেম্বর : সুইৎজারল্যান্ডের আল্পস অঞ্চলে পর্যটকবাহী বাস উলটে অন্তত্পক্ষে পাঁচজন মারা গেলেন। আহত ৪০। তিনজনের অবস্থা গুরুতর। বাসে মোট ৪৫ জন যাত্রীর মধ্যে ৪৪ জন নেদারল্যান্ডসের পর্যটক। বাকি একজন হলেন বাসচালক। পুলিশ জানিয়েছে, আহতদের উদ্ধারে সাতটি হেলিকপ্টার ও ১৩টি অ্যাম্বুল্যান্স ব্যবহার করা হয়েছে।

স্কুলে আগুন

ব্রাজাভিল (কঙ্গো), ১১ সেপ্টেম্বর : গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র কঙ্গোর (ডিআর কঙ্গো) একটি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে মৃত্যু হল অন্তত ২৬ জন শিক্ষার্থীর। বৃহস্পতিবার বুকাভু শহরের ওই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। স্কুল দু'টিতে আগুন লাগার সঙ্গে সঙ্গে হুড়োহুড়ি পড়ে যায় শিক্ষার্থীদের মধ্যে। তারা একে অপরকে মাড়িয়ে যেতে থাকে। অনেকে জ্ঞান হারায়। সূত্রের খবর, প্রথমে বুকাভুর একটি বাড়িতে আগুন লেগেছিল।

সমাজমাধ্যমে শিশু সুরক্ষায় কেন্দ্রের জবাব তলব কোর্টের

নয়াদিল্লি, ১১ সেপ্টেম্বর : সমাজমাধ্যম ও বিভিন্ন ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে শিশুদের যৌন নিগ্রহ, সাইবার বুলিং এবং শোষণ থেকে রক্ষা করতে কড়া নিরাপত্তা বলয় তৈরির লক্ষ্যে কেন্দ্র সরকারের মতামত চাইল সুপ্রিম কোর্ট।

প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের নেতৃত্বাধীন তিন বিচারপতির বেঞ্চ পর্যবেক্ষণ জানিয়ে মন্তব্য করে, 'ভারতে কিছু সুরক্ষাকবচের প্রয়োজন রয়েছে। আমাদের শিশুদের রক্ষায় নির্দিষ্ট ফায়ারওয়াল জরুরি।' বেঞ্চের সদস্য বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী বলেন, 'ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে শিশুদের সুরক্ষা দিতে ফায়ারওয়াল, অর্থাৎ নিরাপত্তা বলয় অবশ্যই থাকা দরকার।'

প্রধান বিচারপতির বেঞ্চে শিশু সুরক্ষা বিষয়ক মামলাটি করেছিল 'জাস্ট রাইটস ফর চিলড্রেন অ্যালায়েন্স' নামের একটি সংস্থা। তাদের পক্ষে জ্যেষ্ঠ আইনজীবী এইচএস ফুলকা যুক্তি দেন, ১৮৭২ সালের ভারতীয় চুক্তি আইনের ১১ নম্বর ধারা মেনে নাবালকদের যে কোনও চুক্তি সম্পূর্ণ অবৈধ ও বাতিল। তবুও অ্যাপ ও সমাজমাধ্যমগুলি ১৮ বছরের কমবয়সিদের বেআইনিভাবে চুক্তিবদ্ধ করছে। ঠিক বয়স যাচাইয়ের পদ্ধতি না থাকায় সহজেই সেখানে ঢুকে পড়ছে শিশুরা। তারপর তারা অনলাইন গ্রুমিং, যৌন নিগ্রহ, সাইবার বুলিং, পাচার ও ব্যক্তিগত তথ্যের অপব্যবহারের মুখে পড়ছে।

সংস্থাটি ২০২১ সালের তথ্যপ্রযুক্তি বিধিতে প্রয়োজনীয় সংশোধন এনে অভিভাবকদের যুক্ত করার দাবি জানিয়েছে। পাশাপাশি, সরকারি স্বীকৃত ই-কেওয়াইসির মাধ্যমে অভিভাবকের পরিচয় যাচাই ও সম্মতি ছাড়া শিশুদের সরাসরি অ্যাকাউন্ট খোলা বন্ধের আর্জি পেশ করা হয়।

এছাড়া ২০২৩ সালের ডিজিটাল ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষা আইনের কথা তুলে ধরে কেন্দ্রীয় নির্দেশিকা না হওয়া পর্যন্ত চুক্তি করার অধিকার স্থগিতের দাবি জানানো হয়েছে। তবে অভিভাবকদের নিয়ন্ত্রণে শিক্ষামূলক ও বয়সোপযোগী ডিজিটাল বিষয়বস্তু ব্যবহারে ছাড়পত্রের প্রস্তাব রয়েছে।

ফুলে ফুলে... শুক্রবার গুরুগ্রামে।

ভারতের সঙ্গে চুক্তি পর্যালোচনা

ঢাকা, ১১ সেপ্টেম্বর : ক্ষমতাচ্যুত শেখ হাসিনা সরকারের আমলে ভারতের সঙ্গে স্বাক্ষরিত ১০১টি মউ ও চুক্তি পুনর্মূল্যায়ন করছে বাংলাদেশের বর্তমান সরকার। জাতীয় সংসদের চিফ হুইপ নুরুল ইসলাম মনি জানিয়েছেন, পর্যালোচনায় দেশের স্বার্থবিরোধী কিছু পাওয়া গেলেই তা বাতিল করা হবে।

সীমান্ত হত্যা ও কাঁটাতারের বেড়ার সমালোচনা করে তিনি বলেন, 'মুখে বন্ধুত্বের কথা বললেও দিল্লির কাজে বৈপরীত্য রয়েছে। জাতীয় স্বার্থকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েই প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা হবে।' উদাহরণ টেনে তিনি জানান, চট্টগ্রাম বন্দরে দেশীয় জাহাজের আগে বন্ধুদেশের জাহাজ খালাসের মতো বহু বৈষম্যমূলক চুক্তি থেকে বের হতে চায় সরকার। বিদ্যুৎ খাতে বিগত সরকারের ক্যাপাসিটি চার্জের দুর্নীতির তীব্র সমালোচনা করে তিনি বলেন, 'বর্তমান সরকার ওই দায়মুক্তির সুযোগ বাতিল করেছে।'

ইউনূসের সংস্থাকে কর শোধের নির্দেশ

ঢাকা, ১১ সেপ্টেম্বর : বাংলাদেশের পূর্বতন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান মুহাম্মদ ইউনূসের হাতে গড়া 'অলাভজনক' সংস্থা 'গ্রামীণ কল্যাণ'-কে ৬৬৬ কোটি টাকা (প্রায় ৪৬ মিলিয়ন ইউরো) কর শোধ করার নির্দেশ দিয়েছে বাংলাদেশ হাইকোর্ট। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) বকেয়া কর দাবির বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ করে দায়ের করা রিট আবেদন খারিজ করে বিচারপতি মজিবুর রহমান মিঞা ও বিচারপতি রেজাউল করিমের বেঞ্চ এই রায় দিয়েছে। এনবিআরের দাবি, ২০১২-'১৩ থেকে ২০১৬-'১৭ অর্থবছর পর্যন্ত গ্রামীণ কল্যাণের আয়ের ওপর এই কর স্থির করা হয়েছে। ২০১৭ সালে গ্রামীণ কল্যাণ সরকারের দাবির বিরুদ্ধে হাইকোর্টে রিট আবেদন করেছিল। আদালতের রায়ের ফলে এনবিআরের ৬৬৬ কোটি টাকার কর দাবির সিদ্ধান্তই বহাল রইল।

নেপালে লাশের পাহাড়ে ডিএনএ জট

কাঠমান্ডু, ১১ সেপ্টেম্বর : ভয়াবহ হড়পা বানে মৃতের সংখ্যা ১,৩৮৫ ছুঁতেই নেপালের ফরেন্সিক ল্যাবগুলিতে জমেছে দেহাংশের পাহাড়, যেখানে পাঁচ হাজারের বেশি নিখোঁজের পরিচয় মেলাতে চরম হিমসিম খাচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা।

গত ২৬ অগাস্ট নেপাল-তিব্বত সীমান্তে তুষারধস থেকে উদ্ভূত ভোটেকোশী ও ত্রিশূলী নদীর মহাপ্লাবনে উত্তর ও মধ্য নেপালের বিস্তীর্ণ অঞ্চল ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। উদ্ধার হওয়া ১,৩৬৭টি লাশ ও দেহাংশের মধ্যে মাত্র ১০২টি দেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। নদীতীর, ধসে যাওয়া ঘরবাড়ি ও জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের সুড়ঙ্গ থেকে ক্রমাগত মৃতদেহ উদ্ধার চলায় নিখোঁজ ৫,১৩০ জনের পরিণতি নিয়ে পরিবারগুলির উদ্বেগ কাটছে না। পচন ধরা ও মারাত্মক ক্ষতবিক্ষত অবস্থার কারণে খালি চোখে ১,২৬৫টি লাশের পরিচয় জানা অসম্ভব হয়ে পড়েছে।

স্বাভাবিক সময়ে ফরেন্সিক ল্যাবগুলিতে বছরে যেখানে মাত্র ৯০০টির মতো নমুনা পরীক্ষা সম্ভব হয়, সেখানে ইতিমধ্যেই ২,৬৭৮টি ডিএনএ নমুনা এসে পৌঁছেছে। যার মধ্যে ১,২৮৬টি মৃতদেহের এবং ১,৪১২টি স্বজনদের রক্তের নমুনা।

পাহাড়প্রমাণ এই কাজের চাপ সামলাতে নাভিশ্বাস উঠছে ল্যাবকর্মীদের। নেপাল পুলিশ ফরেন্সিক ল্যাবপ্রধান এসএসপি যোগবাহাদুর পাল

জানান, 'মৃতদেহ ও পরিজনদের নমুনা অনবরত আসছে। আমরা দিনরাত কাজ করছি। কিন্তু সামাল দিতে পারছি না।' বিকৃতির কারণে জটিলতা তৈরি হওয়ায় নেপাল পুলিশের মুখপাত্র অভিনারায়ণ কাফলে বলেন, 'মৃতদেহগুলি ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ও ক্ষতবিক্ষত হওয়ায় শনাক্ত করা কঠিন। কিছু ক্ষেত্রে দুই, এমনকি তিনটি পরিবারও একই দেহের দাবি জানাচ্ছে।'

সংকট মোকাবিলায় ভারত, চিন, সিঙ্গাপুর ও দক্ষিণ কোরিয়ার একাধিক আন্তর্জাতিক ফরেন্সিক দল নেপালকে সাহায্য করছে। পাশাপাশি ডিজিটাল নিখোঁজ পোর্টালের ছবি ব্যবহার করে ফেসট্যাগআর প্রযুক্তির সাহায্যে প্রায় ৯০টি লাশের সম্ভাব্য পরিচয় চিহ্নিত করা সম্ভব হয়েছে।

নিখোঁজদের তালিকায় কৈলাস মানসসরোবর যাত্রার পুণ্যার্থী ও প্রায় ৫৮৯ জন বিদেশি পর্যটক রয়েছেন। আন্তর্জাতিক স্তরের স্বজনদের থেকে নমুনা সংগ্রহের জন্য নেপালের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। গুজরাট সরকার নিখোঁজ ২৯ জন অধিবাসীর স্বজনদের সংগৃহীত নমুনা কাঠমান্ডুতে পাঠানোর ব্যবস্থা করেছে। তবে স্থানাভাব ঘটায় মর্গে পচন রোধে প্রশাসন প্রতিটি দেহে কোড নম্বর লাগিয়ে সাময়িকভাবে মাটিচাপা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

রোকোর হয়ে সওয়াল বিরাটের কোচের

দিল্লির হয়ে ফের রনজিতে খেলবেন কোহলি

নয়াদিল্লি, ১১ সেপ্টেম্বর : দিল্লির জার্সিতে ফের রনজি ট্রফিতে মাঠে নামবেন বিরাট কোহলি। এমনই দাবি দিল্লি ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি রোহন জেটলির। ২০২৫ সালে জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারিতে শেষবার রনজিতে খেলেছিলেন বিরাট। হরিয়ানার বিরুদ্ধে নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত যে ম্যাচে প্রিয় নায়ককে দেখতে ভরে গিয়েছিল অরুণ জেটলি স্টেডিয়াম। রান না পেলেও বিরাটের উপস্থিতি ক্রিকেটপ্রেমীদের পাশাপাশি দলকে উদ্দীপ্ত করেছিল। আগামী রনজি ট্রফিতে আবারও বিরাট-মৌতাতের সম্ভাবনা উসকে দিয়ে রোহন জেটলি বলেছেন, 'বিরাটের হোম অ্যাসোসিয়েশন দিল্লি। ঘরোয়া দলের প্রতি ওর আবেগ নিয়ে কোনও প্রশ্ন নেই। দিল্লির হয়ে খেলার ব্যাপারে দায়বদ্ধতা অস্বীকারও করে না। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট, ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্ট মাথায় রেখে যখনই সুযোগ হবে ও খেলবে দিল্লির হয়ে।'

এদিকে, বিরাটের ছোটবেলার কোচ রাজকুমার শর্মা আবার সমালোচকদের একহাত নিয়েছেন। দাবি, ২০২৭ ওডিআই বিশ্বকাপে বিরাট, রোহিত শর্মার খেলা নিয়ে বিতর্কের কোনও অবকাশ নেই। এই নিয়ে কোনও আলোচনা হওয়া উচিতই নয়। রোকোর হয়ে ব্যাট ধরে রাজকুমারের দাবি, 'যারা এই সব বলছেন, তাদের উচিত বিরাটের পরিসংখ্যানে চোখ বুলিয়ে নেওয়া। আর রোহিত দুর্দান্ত ক্রিকেটার। নিজের দিনে একাই ম্যাচ জেতানোর ক্ষমতা রাখে।'

এদিন এক সাক্ষাৎকারে রাজকুমার বলেছেন, 'বিরাটের বিশ্বকাপ খেলা নিয়ে আলটপকা মন্তব্য অযৌক্তিক। ওর পারফরমেন্স দেখুন। গত কয়েক ম্যাচেও সফল বিরাট। তাই ওকে নিয়ে বিন্দুমাত্র সংশয় থাকাই উচিত নয়। নিজের ক্ষমতা নিয়ে আত্মবিশ্বাসী। পরিশ্রমে কোনওরকম ঘাটতি রাখছে না। ঈশ্বর ওকে ক্রিকেটের জন্য তৈরি করেছে। তাই আজ ও এই উচ্চতায় পৌঁছে গিয়েছে। ভারতীয় ক্রিকেটে ও যা অবদান রেখেছে, আমি গর্বিত।' একইসঙ্গে রোহিতের ৩৯ বছর বয়সকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়েছেন। দাবি, এখনও ভারতীয় দলকে জেতানোর ক্ষমতা রাখে 'হিটম্যান'। প্রকৃত অর্থেই ম্যাচ উইনার।

> বিরাটের বিশ্বকাপ খেলা নিয়ে আলটপকা মন্তব্য অযৌক্তিক। ওর পারফরমেন্স দেখুন। গত কয়েক ম্যাচেও সফল বিরাট। তাই ওকে নিয়ে বিন্দুমাত্র সংশয় থাকাই উচিত নয়। নিজের ক্ষমতা নিয়ে আত্মবিশ্বাসী।
>
> -রাজকুমার শর্মা
> বিরাট কোহলির কোচ

ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজের লক্ষ্যে প্রস্তুতিতে রোহিত শর্মা। শুক্রবার।

'টিম ইন্ডিয়া মানেই ভারতীয় ক্রিকেট নয়'

বুমরাহ-শুভমানরা 'যন্ত্র' নয়, তোপ গাভাসকারের

মুম্বই, ১১ সেপ্টেম্বর : ভারতের ঠাসা ক্রিকেট সূচির বিরুদ্ধে ফের সরব হলেন সুনীল গাভাসকার। কিংবদন্তির মতে, যাঁরা এই সূচি তৈরি করছেন, তাঁদের মাথায় রাখা উচিত যন্ত্র নয় খেলোয়াড়রা। আখও নয় যে টানা ক্রিকেটে খেলোয়াড়দের নিংড়ে নিতে হবে। ২০২৭ সালে পরবর্তী চার বছরের আন্তর্জাতিক ক্রীড়াসূচি তৈরি নিয়ে আলোচনায় বসবে আইসিসি। গাভাসকারের আবেদন, বৈঠকে ঠাসা সূচির সমস্যা গুরুত্ব সহকারে যেন বিবেচনা করা হয়।

গাভাসকারের কথায়, 'আগামী বছর আইসিসি বৈঠকে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ক্যালেন্ডার তৈরির সময় আশা করব সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষ যেন মাথায় রাখে ভারতীয় ক্রিকেটাররা যন্ত্র নয়। নয় আখও, যাদের শেষ বিন্দু রসটুকু নিংড়ে নিতে পিষে যেতে হবে।' ঘরোয়া ক্রিকেটকে গুরুত্ব দেওয়ার কথা মনে করিয়ে দিলেন ১০ হাজার টেস্ট রান ও ৩৪টি সেঞ্চুরির মালিক। সানির যুক্তি, টিম ইন্ডিয়া মানেই ভারতীয় ক্রিকেট নয়। 'মেন ইন ব্লু' ভারতীয় ক্রিকেটের অংশমাত্র।

গাভাসকার আরও বলেছেন, 'ভারতীয় দলের রিজার্ভ বেঞ্চের শক্তি নিয়ে প্রচুর আলোচনা, বিতর্ক হয়। দাবি করা হয়, ভারত একসঙ্গে তিনটি দল নামানোর ক্ষমতাও নাকি রাখে। কিন্তু বাস্তব ছবিটা বিগত কয়েকটি সিরিজে সবার সামনে। মূল ভারতীয় দলের পারফরমেন্সই এই মুহূর্তে ভালো নয়। আসন্ন এশিয়ান গেমসে সোনা এলে, ফের একটা উদ্দীপনার ঢেউ আসবে। মহিলা ও পুরুষ, দুই দলকেই আগাম শুভেচ্ছা। তবে রূঢ় বাস্তব হল, ঘরোয়া ক্রিকেটকে অগ্রাধিকার না দিলে বিশ্ব-বিজেতা হওয়ার রসদ মিলবে না।'

কোচ গৌতম গম্ভীরের সঙ্গে আফগানিস্তান সিরিজের স্ট্র্যাটেজি ছকে নিচ্ছেন শ্রেয়স আইয়ার।

দ্বিতীয় ইনিংসে ৬ উইকেট নিয়ে মাঠ ছাড়ছেন ইয়র্কশায়ারের হয়ে কাউন্টিতে খেলা কুলদীপ যাদব।

কুলদীপের দশ উইকেট

১৩১ বছরের নজির মানবের

লন্ডন, ১১ সেপ্টেম্বর : ভারতীয় দলের জার্সিতে টেস্ট অভিষেকের পর স্বপ্নের দৌড় অব্যাহত মানব সুথারের। কাউন্টি ক্রিকেটে লাল বলেও স্পিন জাদু জারি। যার সুবাদে ছুঁলেন কাউন্টির ১৩১ বছরের এক বিরল রেকর্ড! কাউন্টি চ্যাম্পিয়নশিপে ওয়ারউইকশায়ারের হয়ে গ্ল্যামারগনের বিরুদ্ধে কোনও রান না দিয়ে দুই ইনিংসে তিন উইকেট নেন রাজস্থানের স্পিন তারকা। স্পর্শ করেন ১৮৯৫ সালে ইংরেজ বোলার টম হেওয়ার্ডের নজির।

প্রথম ইনিংসের শেষ বলে ১১ নম্বর ব্যাটার মির হামজাকে আউট করেন সুথার। দ্বিতীয় ইনিংসে ২৪তম ওভারে বল করতে এসে মেডেন। পরের ওভারে রান না দিয়ে জোড়া শিকার। ফেরান ক্রিস কুক ও জেমি ম্যাকলরেয়কে। সুথারের রেকর্ড ম্যাচে তাঁর দল ওয়ারউইকশায়ার ইনিংস ও ২৫৭ রানের বিশাল ব্যবধানে হারিয়েছে গ্ল্যামারগনকে।

অপরদিকে, ইয়র্কশায়ার-এসেক্সের ম্যাচের নায়ক আরেক ভারতীয় স্পিনার কুলদীপ যাদব। ইয়র্কশায়ারের হয়ে ম্যাচে ১০ উইকেট নেওয়ার পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ ৩৬ রান করে গৌতম গম্ভীরদের বার্তা দিয়ে রাখলেন। সাফল্যের যে খুশি নিয়ে ইয়র্কশায়ার ক্রিকেট টিভিতে কুলদীপ বলেছেন, 'বোলিংয়ের জন্য আদর্শ উইকেট ছিল। পিচের গতি থাকায় বাড়তি জোর দিতে হয়নি। ঠিকঠাক জায়গায় বল রেখে গিয়েছি এবং তাতেই সাফল্য।'

আমার কেরিয়ারের চেয়েও ছোট বৈভব : সামি

লম্বা বিশ্রামেই ছন্দ বিগড়েছে, গম্ভীরদের বার্তা সিরাজের

চেন্নাই, ১১ সেপ্টেম্বর : শ্রীলঙ্কা সফরে টেস্ট সিরিজের পর দলীপ ট্রফির ফাইনাল।

মহম্মদ সিরাজের আগুনে বোলিং কার্যত উধাও। দলীপ দ্বৈরথে বৈভব সূর্যবংশী, ঈশান কিষানরা অনায়াসে সামলেছেন। দুই ইনিংস মিলিয়ে ৪১ ওভার হাত ঘুরিয়ে ১৮৭ রান দিয়ে পকেটে এক উইকেট! শ্রীলঙ্কা সিরিজে চার ইনিংসে মাত্র ৪ শিকার। লাল বলে চলতি যে ব্যর্থতার জন্য ঘুরিয়ে নির্বাচক কমিটি, টিম ম্যানেজমেন্টকেই দুষলেন সিরাজ। 'হায়দরাবাদ এক্সপ্রেস'-এর যুক্তি, টেস্ট সিরিজের আগে মাস দুয়েকের লম্বা ছুটিই তাঁর বোলিংয়ের ছন্দে ব্যাঘাত ঘটিয়েছে।

সিরাজের যুক্তি, 'সব বোলারের শরীর এক নয়। লম্বা বিশ্রাম যেমন আমার ক্ষেত্রে সমস্যা। অল্প কয়েকদিনের ছুটি ঠিক আছে। কিন্তু ১০ বছরের কেরিয়ারে কখনও মাস দুয়েকের বিশ্রাম নিইনি। এই সময়ে হয়তো জিম, প্র্যাকটিস করেছি। কিন্তু ম্যাচের বিকল্প নেই। আমি মূলত রিদম বোলার। লম্বা বিশ্রাম তাই ছন্দে প্রভাব ফেলে। দুই মাসের বিশ্রামের পর শ্রীলঙ্কা সফরে গিয়ে রানআপ নিয়ে অসুবিধায় পড়েছিলাম। গতি মিলছিল না। তবে এটাও অভিজ্ঞতা। আগামী দিনে যার থেকে শিক্ষা নিয়ে এগোতে হবে। আর দলীপের ফাইনালে খেলে আমি উপকৃত। তিলককে (দক্ষিণাঞ্চল অধিনায়ক) বলেছিলাম, লম্বা স্পেল করতে চাই। ছন্দে ফিরতে যা সাহায্য করেছে।'

সিরাজ যখন ছন্দ হাতড়ে বেড়িয়েছেন তখন 'বুড়ো' তকমা দিয়ে ভারতীয় দল থেকে কার্যত ছেঁটে ফেলা মহম্মদ সামি কিন্তু সফল। সিরাজের দক্ষিণাঞ্চলকে হারিয়ে পূর্বাঞ্চলের দলীপ জয়ের অন্যতম কারিগরও। কিছুটা অভিমান সুরে বলেছেন, নতুন করে নিজেকে উদ্দীপ্ত করতে বাইরের কিছু প্রয়োজন পড়ে না। একইসঙ্গে তরুণ সতীর্থ বৈভব সূর্যবংশীকে নিয়েও মজা করতেও ছাড়েননি। সামির কথায়, বৈভব তো পুঁচকে ছেলে, তাঁর ক্রিকেট কেরিয়ারের সমানও বয়স নয়।

সামি বলেছেন, 'আমাকে নিয়ে মজা করতে ভালোবাসে ও। পালটা আমিও দিতে ছাড়ি না। বৈভবকে বলি আমার ক্রিকেট কেরিয়ার যত বছরের, সেই বয়সও নয় ওর। বৈভবকে যদিও থামানো মুশকিল। তবে ওর এই 'দুষ্টুমি' ভালো লাগে। বৈভব অত্যন্ত খোলা মনের, চাপমুক্ত থাকে সবসময়। আমিও চাই এভাবেই সামনের দিকে এগিয়ে যাক। বর্তমান প্রজন্মের বেশিরভাগ খুদে তারকার মস্তিষ্ক অত্যন্ত পরিণত। আইপিএলের মতো টুর্নামেন্টের চাপ ওদের পরিণত হয়ে উঠতে সাহায্য করে। নতুন করে কিছু বলার প্রয়োজন পড়ে না। শুধু প্রয়োজনমাফিক ছোটখাটো টিপসই যথেষ্ট।'

> বৈভব অত্যন্ত খোলা মনের, চাপমুক্ত থাকে সবসময়। আমিও চাই এভাবেই সামনের দিকে এগিয়ে যাক। বর্তমান প্রজন্মের বেশিরভাগ খুদে তারকার মস্তিষ্ক অত্যন্ত পরিণত। আইপিএলের মতো টুর্নামেন্টের চাপ ওদের পরিণত হয়ে উঠতে সাহায্য করে। নতুন করে কিছু বলার প্রয়োজন পড়ে না। শুধু প্রয়োজনমাফিক ছোটখাটো টিপসই যথেষ্ট।
>
> -মহম্মদ সামি

দলীপ ট্রফিতে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর পূর্বাঞ্চল দলে বাংলার সদস্যদের সঙ্গে মহম্মদ সামি।

বুমরাহর ইয়র্কারে নাজেহাল সূর্যবংশী

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১১ সেপ্টেম্বর : ব্রিকস সম্মেলন নিয়ে জেরবার অবস্থা রাজধানীর। যানজটে প্রায় অবরুদ্ধ নয়াদিল্লি।

দোসর হিসেবে হাজির বৃষ্টি। আজ সন্ধ্যায় অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে ভারতীয় দলের অনুশীলন শুরুর আগে শুরু হয়েছিল বৃষ্টি। এমন বৃষ্টির কারণেই ভারতীয় দলের অনুশীলনে ব্যাঘাত ঘটে। শ্রেয়স আইয়াররা মাঠে হাজির হওয়ার পরও তাঁদের সাজঘরে বসে বৃষ্টির খেলা দেখতে হয়।

আর বৃষ্টি থামার পর টিম ইন্ডিয়ার অনুশীলনের মূল আকর্ষণ হিসেবে হাজির হলেন জসপ্রীত বুমরাহ ও বৈভব সূর্যবংশী। প্রথমজন সদ্য চোট সারিয়ে ফিট হয়ে ভারতীয় ক্রিকেট সংসারে ফিরেছেন। অপরজন গতকালই পূর্বাঞ্চলের হয়ে দলীপ ট্রফি চ্যাম্পিয়ন হয়ে আজ চেন্নাই থেকে দিল্লি হাজির হয়েছেন। টিম ইন্ডিয়ার নেটে এহেন বুমরাহ বনাম বৈভব নিয়ে অভিনব দৃশ্য দেখল ক্রিকেটমহল। নেটে ব্যাট হাতে বুমরাহ হাজির হওয়ার কিছু সময় পর সেখানে প্রবেশ করেন বৈভব। আর প্রথম ডেলিভারিতেই ইয়র্কারের মাধ্যমে ভারতীয় ক্রিকেটের বিস্ময় কিশোরকে স্বাগত জানান বুমরাহ।

টিম ইন্ডিয়ার এক নম্বর জোরে বোলারের সামনে মাত্র চার বল স্থায়ী হয় বৈভবের ইনিংস। তার মধ্যে বুমরাহ তাঁকে দুইটি ইয়র্কার দেন। শেষপর্যন্ত চার নম্বর বলে আউট হয়ে বুমরাহর সঙ্গে খুনশুটিতে মেতে ওঠেন বৈভব। এদিকে, শুক্রবার ভারতীয় দলের নেটে বৈভব ও সঞ্জু স্যামসনকে শুরুতে ব্যাটিং করতে দেখা গিয়েছে। অভিষেক শর্মা ব্যাট হাতে নেটে প্রবেশ করেন পরের দিকে। ফলে মনে করা হচ্ছে, রবিবার অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে প্রথম টি২০ ম্যাচে হয়তো সঞ্জু-বৈভব জুটিকেই ভারতীয় ইনিংস ওপেন করতে দেখা যাবে। যদিও প্রাক্তন ক্রিকেটার আজিঙ্কা রাহানের ভাবনা ভিন্ন খাতে বইছে। তাঁর মনে হচ্ছে, গত ফেব্রুয়ারি-মার্চে টি২০ বিশ্বকাপজয়ী ভারতীয় দলের ব্যাটিং কম্বিনেশন বজায় রাখাই সঠিক সিদ্ধান্ত হবে। আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে রবিবার থেকে শুরু হতে চলা সিরিজে সঞ্জু ও অভিষেককে ওপেনার হিসেবে চাইছেন রাহানে। আর তিন নম্বরে ঈশান কিষান।

কেন এমন মনে হচ্ছে রাহানের? ভারতীয় দলের প্রাক্তন ক্রিকেটার তার ব্যাখ্যাও দিয়েছেন। রাহানের কথায়, 'কয়েক মাস আগেই ঘরের মাঠে টি২০ বিশ্বকাপ জিতেছিলাম আমরা। সেই সাফল্যে ব্যাট হাতে সঞ্জুর বিশাল ভূমিকা ছিল। তিন নম্বরে নেমে ঈশানও নিয়মিত রান পেয়েছিল। অভিষেকও বেশ কয়েকটি ম্যাচে রান করেছিল। তাই আমার মনে হয়, আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে সিরিজে ভারতীয় দলের টপ অর্ডারে এই তিনজনকে রাখলে ভালো হবে।' কিন্তু এমন বিস্ময় হবে? কম্বিনেশন করতে হলে কিশোর বৈভবের কী থাকবেন? বৈভব কি সাজঘরেই প্রশ্নের জবাব রাহানে নিজেই এমন দিয়েছেন। বলেছেন, 'বৈভবের বয়স কম। ওর সামনে দীর্ঘ আন্তর্জাতিক ভবিষ্যৎ পড়ে রয়েছে। সময় ওর আসবেই। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি, সঞ্জুর মতো ব্যাটারকে মাত্র দুই-তিনটি খারাপ ইনিংসের কারণে প্রথম একাদশ থেকে বাদ দিয়ে দেওয়াটা ঠিক হবে না।' সোজাকথায়, টি২০ বিশ্বকাপের সেরা ব্যাটারকে আফগানিস্তান সিরিজে ওপেনার হিসেবেই দেখতে চাইছেন রাহানে।

শ্রেয়স আইয়ার, গৌতম গম্ভীররা শুনছেন কি?

দলীপ ট্রফি জয়ের উদ্দীপনা নিয়ে ভারতীয় শিবিরে যোগ দিলেন বৈভব সূর্যবংশী।

দিল্লি হাইকোর্টে ধাক্কা ভিনেশের

নয়াদিল্লি, ১১ সেপ্টেম্বর : আন্তর্জাতিক কুস্তির আঙিনায় প্রত্যাবর্তনের পথে আবারও ধাক্কা খেলেন ভিনেশ ফোগট। আসন্ন বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের ট্রায়ালে অংশগ্রহণের আবেদন জানিয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন তারকা কুস্তিগির। সেই মামলার পরিপ্রেক্ষিতে দিল্লি হাইকোর্টের জবাব, সর্বভারতীয় কুস্তি ফেডারেশনের নিয়মাবলির বাইরে গিয়ে কাউকে বিশেষ সুযোগ করে দেওয়া সম্ভব নয়।

৭ সেপ্টেম্বর কুস্তি ফেডারেশন কর্তৃক প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের ট্রায়ালে অংশ নেওয়ার যে যোগ্যতামানগুলি ছিল, বিভিন্ন কারণে তার কোনওটিই পূরণ করতে পারেননি ভিনেশ। এরপরই আদালতের দ্বারস্থ হন তিনি। আদালতে তাঁর আইনজীবীর যুক্তি ছিল, অন্তঃসত্ত্বা অবস্থা, সন্তানের জন্ম দেওয়ার কারণে পরবর্তী সময়ে প্রতিযোগিতাগুলিতে অংশ নিতে পারেননি ভিনেশ। সেই বিশেষ পরিস্থিতির কথা বিবেচনা না করলে তাঁর ক্রীড়াজীবন থমকে যাবে। তবে বিচারপতির একক বেঞ্চ সেই আবেদন নাকচ করে দেয়। আদালত তার পর্যবেক্ষণে জানায়, ফেডারেশনের নিয়ম সব প্রতিযোগীর জন্যই সমানভাবে প্রযোজ্য। কারণ যাই হোক না কেন, নিয়ম ভেঙে কেবল একজনকে বিশেষ ছাড় দিলে অন্যদের প্রতি অবিচার করা হবে। আদালতের এই রায়ের পর আপাতত দেশের হয়ে বিশ্বমঞ্চে ফেরার রাস্তা ভিনেশের জন্য কার্যত বন্ধ হয়ে গেল।

সুপার সিক্সে শুরুতেই হোঁচট খেল ইস্টবেঙ্গল

ইস্টবেঙ্গল এফসি-০
ইউনাইটেড স্পোর্টস-০

মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব-২
(ফারদিন, ইসরাফিল)
ভবানীপুর এফসি-০

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১১ সেপ্টেম্বর : বড় ম্যাচের সাফল্য ফিকে হয়ে গেল সুপার সিক্সের শুরুতেই। কলকাতা ফুটবল লিগে চ্যাম্পিয়নশিপ পর্বের প্রথম ম্যাচেই হোঁচট খেল ইস্টবেঙ্গল।

হতাশায় স্তব্ধ লাল-হলুদ গ্যালারি। কানে এমন কথাও ভেসে এল, 'মোহনবাগান সুপার জায়েন্টকে রুখে দেওয়ার পর উত্তম হাঁসদা, মহম্মদ বিলালদের হলটা কী?' গ্রুপের শেষ ম্যাচে তারুণ্যে ভরা দল নিয়ে শক্তিশালী মোহনবাগানকে আটকে দিয়েছিল ইস্টবেঙ্গল। শুধু তাই নয়, খেলায় নির্দিষ্ট পরিকল্পনার ছাপ ছিল। সুপার সিক্সে ইউনাইটেড স্পোর্টস ক্লাবের বিরুদ্ধে ম্যাচে সেই দলটা আচমকাই যেন থমকে দাঁড়াল। গোলশূন্য ড্র করে মাঠ ছাড়ল ইস্টবেঙ্গল।

ম্যাচের আগাগোড়া সেই অর্থে কঠিন পরীক্ষার মুখেই পড়তে হল না ইউনাইটেড রক্ষণকে। মাঝমাঠে মিস পাসের বহর আর আক্রমণভাগে তালমিলের অভাবে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ হাতে রাখতে ব্যর্থ ইস্টবেঙ্গল। এর মধ্যেও ৩০ মিনিটে উত্তমের শট পোস্ট ঘেঁষে বেরিয়ে যায়। ৪১ মিনিটে গোল লক্ষ্য করে শট নেন বিলাল। যদিও তা তালুবন্দি করতে খুব বেশি পরিশ্রম করতে হয়নি ইউনাইটেড গোলকিপার সৌরভ সামন্তকে। ছবিটা বদলায়নি দ্বিতীয়ার্ধেও। ৬৫ মিনিটে ডান দিক থেকে রবি দাসের নিখুঁত সেন্টার হাফ ভলিতে গোলে পাঠানোর চেষ্টা ছিল অর্ঘ্য সরকারের। যদিও পায়ে-বলে ঠিকভাবে সংযোগ হয়নি। ম্যাচ যত শেষদিকে এগোল ততই যেন ছন্নছাড়া হয়ে পড়ল ইস্টবেঙ্গল। ইউনাইটেডও যা সুযোগ পেয়েছিল তাতে দলে একজন ভালো স্ট্রাইকার থাকলে অনায়াসে পুরো পয়েন্ট নিয়ে মাঠ ছাড়তে পারত।

হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট ইস্টবেঙ্গলের বিক্রম প্রধানের। নাকে চোট রয়েছে মনোতোষ মাঝির। অফিস টুর্নামেন্ট খেলতে চলে গিয়েছেন চাকু মান্ডি। কার্ড সমস্যায় এই ম্যাচে ছিলেন না বিজয় মুর্মুও। যে কারণে এদিন লাল-হলুদের খেলায় ভারসাম্যের অভাবও চোখে পড়ল বারবার। বলার অপেক্ষা রাখে না, এই নিষ্ফলা ম্যাচ খেতাবের দৌড়েও মশাল ব্রিগেডের জন্য বড় ধাক্কা।

বৃহস্পতিবার চ্যাম্পিয়নশিপ পর্বের প্রথম ম্যাচে বড় জয় ছিনিয়ে নিয়েছিল মোহনবাগান। শুক্রবার মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবও ২-০ গোলে হারাল ভবানীপুর এফসি-কে। ৩৬ মিনিটে ফারদিন আলি মোল্লা ও ৭৯ মিনিটে ইসরাফিল দেওয়ান গোল করে সাদা-কালোর জয় নিশ্চিত করেন। এই জয়ের সুবাদে খেতাব জয়ের অঙ্কে ইস্টবেঙ্গলের তুলনায় এগিয়ে রইল মহমেডান। সুপার সিক্সের পয়েন্ট টেবিলে তাদের অবস্থান দুই নম্বরে। গ্রুপ পর্বে প্রাপ্ত পয়েন্ট যোগ হবে না চ্যাম্পিয়নশিপ পর্বে। ম্যাচ সংখ্যাও মাত্র ৩। ফলে পরের দুই ম্যাচ জিতলেও মোহনবাগান ও মহমেডানের পয়েন্ট নষ্টের অপেক্ষায় থাকতে হবে ইস্টবেঙ্গলকে। সেখানে লাল-হলুদের পয়েন্ট নষ্ট বাড়তি অক্সিজেন দেবে সবুজ-মেরুন ও সাদা-কালো শিবিরে। চ্যাম্পিয়নশিপ পর্বে এই মুহূর্তে শীর্ষে মোহনবাগান।

মহমেডানের জয়, অক্সিজেন পেল বাগানও

ইউনাইটেড স্পোর্টসের রক্ষণে এভাবেই আটকে গেল ইস্টবেঙ্গলের আক্রমণ।

ছবি : ডি মণ্ডল

অক্টোবরের শুরুতেই নির্বাচনের ঘোষণা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১১ সেপ্টেম্বর : সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের বিশেষ সাধারণ সভা ৪ অক্টোবর বসছে কলকাতায়। ওইদিনই বহু প্রতীক্ষিত নির্বাচনের বিষয়ে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করতে পারে এআইএফএফ। ফেডারেশনের বর্তমান কর্মসমিতির মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়েছে সেপ্টেম্বরের শুরুতেই। এদিকে, নয়া ক্রীড়া নীতিকে মান্যতা দিয়ে এআইএফএফের নতুন সংবিধানও তৈরি। তারপরও কল্যাণ চৌবের নেতৃত্বাধীন কমিটি নির্বাচন আয়োজনে ইচ্ছাকৃত বিলম্ব করছে এমন অভিযোগে ক্ষোভ ক্রমশ বাড়ছিল ভারতীয় ফুটবল মহলের অন্দরে। অভিযোগ, কোনও এক অজানা কারণে নির্বাচনের বিষয়ে তাপ-উত্তাপ দেখাচ্ছেন না ফেডারেশন কর্তারা। ইতিমধ্যে সেই নিয়ে আদালতে একাধিক মামলাও দায়ের হয়েছে। এরইমধ্যে নির্বাচন পরিচালনার জন্য গত বুধবার কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রক ২০ সদস্যের একটি জাতীয় ক্রীড়া নির্বাচক কমিটি গঠন করে দিয়েছে।

শুভেচ্ছা

জন্মদিন

☺ শুভ জন্মদিন, পায়েল! সামর্থ্য থাকলে আজ শহরের প্রতিটি বিলবোর্ড জুড়ে তোমার নাম লিখে জানিয়ে দিতাম– আজ পায়েলের জন্মদিন! সামর্থ্য নেই, তাই এই পাতায় ছোট্ট করে শুভেচ্ছা জানালাম Happy Birthday!

☺ **অনুশ্রী সাহা** : ভবিষ্যৎ হোক সুস্থ ও সুন্দর, পূর্ণ হোক সুন্দর স্বপ্ন ও ইচ্ছা। –শুভেচ্ছা ও স্নেহাশীষ সহ– **সঞ্জয় (পিতা), অঙ্কিতা (মাতা), বিকাশ (দাদু), রাধারানি (ঠা-মা), বিবেক সাহা (জে), দেবীকা (জেমা), দিপিকা (বড় দিদি), আদ্রীজা (রাঙাদি), সাহা পরিবার। দোলাপাড়া, শিবযজ্ঞ রোড, কোচবিহার।**

☺ স্নেহের **দীপ্তনীল (আর্য)** : আজ তোমার শুভ জন্মদিনে অনেক অনেক ভালোবাসা ও আশীর্বাদ রইল। তোমার জীবন আনন্দ, সুস্বাস্থ্য ও সাফল্যে ভরে উঠুক এই প্রার্থনা করি। –**বাবা, মা, দাদু, দিদুন, দাদান, ঠাম্মি, ছোট মেসো, ছোট মানী, মামা, মামি, দাদা, ভাই ও বুনু। জয়ন্তীপাড়া, জলপাইগুড়ি।**

দাপুটে জয় ব্রুনোদের

পাঁচ গোল বায়ার্নের

মিউনিখ ও লন্ডন, ১১ সেপ্টেম্বর : গত মরশুমে উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগে চমক দিয়েছিল অখ্যাত বোডো/গ্লিমট। ইন্টার মিলান, অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদের মতো ইউরোপের বড় শক্তিধর দলগুলিকে হারিয়ে চমক দিয়েছিল। সেই বোডো/গ্লিমটকেই এবার ৫-০ গোলে চূর্ণ করে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে অভিযান শুরু করেছে বায়ার্ন মিউনিখ।

ঘরের মাঠে প্রথমার্ধে বোডো/গ্লিমট রক্ষণ ভেদ করতে পারেনি বায়ার্ন মিউনিখ। ৪৭ মিনিটে জামাল মুসিয়ালা গোল করে ডেডলক ভাঙেন। এরপর ৬১ মিনিটে হ্যারি কেন ও ৭৭ মিনিটে আলফন্সো ডেভিস স্কোরশিটে নাম তোলেন। ম্যাচের শেষদিকে ঝলক দেখান ফরাসি উইঙ্গার মাইকেল ওলিসে। তিনি জোড়া গোল করেন।

এদিকে দুই মরশুম পরে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে প্রত্যাবর্তনটা স্মরণীয় করে রাখল ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড। ঘরের মাঠে অনামী দল সাবাহকে ৪-০ গোলে হারিয়েছে মাইকেল ক্যারিকের ছেলেরা। ইপিএলে চেনা ছন্দে নেই লাল ম্যাঞ্চেস্টার। তিন ম্যাচে তাদের সংগ্রহ ৪ পয়েন্ট। রবিবার আবার ম্যাঞ্চেস্টার ডার্বি। তার আগে ড্রেসিংরুমের গুমোটভাব কাটাতে সাবাহ ম্যাচটাকেই বেছে নিয়েছিলেন ম্যাথিয়াস কুনহারা। ২৭ মিনিটে প্যাট্রিক ডোরগুর পাস থেকে প্রথম গোল করেন ম্যাথিয়াস কুনহা। ৪২ মিনিটে ব্যবধান বাড়ান ব্রুনো ফার্নান্ডেজ। তিন মিনিট পরে স্কোরশিটে নাম তোলেন বেঞ্জামিন সেসকো। ৬৮ মিনিটে প্রতিপক্ষ গোলকিপারের ভুলে চতুর্থ গোলটি করেন লিসান্দ্রো মার্টিনেজ। চ্যাম্পিয়ন্স লিগের অপর ম্যাচে ইতালিয়ান ক্লাব কোমো ৪-১ গোলে হারিয়েছে আরবি লিপজিগকে। ফেনেরবাখের সঙ্গে ১-১ গোলে ড্র করেছে এএস রোমা। পিএসভি আইন্দহোভেন ও শাখতার দোনেস্ক ম্যাচটিও ১-১ গোলে ড্র হয়েছে।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ফলাফল

ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড ৪-০ সাবাহ
বায়ার্ন মিউনিখ ৫-০ বোডো/গ্লিমট
কোমো ৪-১ আরবি লিপজিগ
স্লাভিয়া প্রাহা ২-৩ লেন্স
ফেনেরবাখ ১-১ এএস রোমা
পিএসভি আইন্দহোভেন ১-১ শাখতার দোনেস্ক

গোল করে আকাশে উড়ছেন ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের বেঞ্জামিন সেসকো।

ফাইনালে সাবালেঙ্কার মুখোমুখি রাইবাকিনা

ওয়াশিংটন, ১১ সেপ্টেম্বর : ইউএস ওপেনে মহিলাদের সিঙ্গলসের ফাইনালে দুই শীর্ষস্থানাধিকারীর লড়াই। বিশ্ব র‍্যাংকিংয়ে সদ্য একনম্বরে উঠে আসা এলিনা রাইবাকিনা মুখোমুখি হবেন শীর্ষস্থান হারানো আরিয়ানা সাবালেঙ্কার।

সেমিফাইনালে রাইবাকিনা মুখোমুখি হয়েছিলেন মার্কিন তারকা কোকো গফের। প্রথম সেট হারলেও শেষ দুটি সেট জিতে ফাইনালের ছাড়পত্র আদায় করেন বর্তমানে বিশ্বের একনম্বর খেলোয়াড়। ম্যাচের ফল ৩-৬, ৬-৪, ৬-৪। ইউএস ওপেন চলাকালীনই সাবালেঙ্কাকে সরিয়ে শীর্ষস্থান দখল করেন রাইবাকিনা। কোয়ার্টার ফাইনালে কুইন ওয়েন ঝ্যাংকে হারানোর পরেই এক নম্বরে উঠে এসেছিলেন তিনি। এবার ফাইনালে রাইবাকিনার প্রতিপক্ষ সেই সাবালেঙ্কা।

এদিকে অপর সেমিফাইনালে দাপটে জয় ছিনিয়ে নিয়েছেন প্রতিযোগিতার শীর্ষবাছাই সাবালেঙ্কা। তিনি মার্কিন খেলোয়াড় জেসিকা পেগুলাকে ৭-৫, ৬-২ গেমে হারিয়েছেন। ইউএস ওপেনে গত দুইবারের চ্যাম্পিয়ন সাবালেঙ্কা। এবার তাঁর সামনে হ্যাটট্রিকের সুযোগ রয়েছে। প্রতিপক্ষ রাইবাকিনার কাছে প্রতিযোগিতা চলাকালীন শীর্ষস্থান হারিয়েছেন। সেমিফাইনালে জেতার পর অবশ্য এই বিষয়ে মুখ খুলেছেন সাবালঙ্কো। তিনি বলেছেন, 'বিশ্বের একনম্বর খেলোয়াড় হওয়াটা কতটা কঠিন, আমি জানি। এই মরশুমের মাঝখানে আমি ভালো খেলতে পারিনি। রাইবাকিনা ভালো খেলে শীর্ষস্থানে উঠে এসেছে।' তিনি আরও যোগ করেছেন, 'ফাইনালে আমি নিজের খেলাতেই মনঃসংযোগ করতে চাই। সেরাটা দিতে চাই। সেটা করতে পারলে হয়তো রাইবাকিনাকে সরিয়ে ফের শীর্ষে উঠে আসব।' এবার দেখার ইউএস ওপেন ফাইনালে সাবালেঙ্কা নিজের হ্যাটট্রিক সম্পন্ন করবেন নাকি প্রথমবার ফ্লাশিং মিডোয় রাজমুকুট পরবেন রাইবাকিনা।

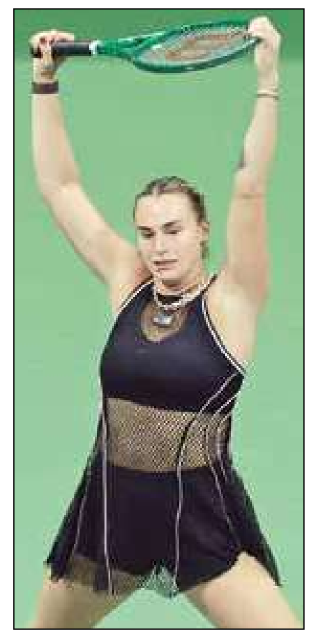

ফাইনালে ওঠার পর আরিয়ানা সাবালেঙ্কা (বাঁয়ে) ও এলিনা রাইবাকিনা।

ডেভিড-এডমুন্ডে ভরসা রাখছেন কোচ হাবাস

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১১ সেপ্টেম্বর : পরিস্থিতি একেবারেই অনুকূল নয়। তবু জয় ছাড়া আর কিছুই ভাবছেন না ইস্টবেঙ্গলের হেড কোচ আন্তোনিও লোপেজ হাবাস।

শনিবার মাঝরাত বা বলা যায় রবিবার ভোর রাতে জর্ডনের উদ্দেশ্যে রওনা দিচ্ছে ইস্টবেঙ্গল। এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু-এর প্রথম ম্যাচে ওদেশের আল হুসেইনের বিপক্ষে খেলার আগে হাবাসের হাতে নেই কোনও বিদেশি স্ট্রাইকার। আকে আনাঁউদ লোবা এলেও তাঁকে মাঠে নামাতে নারাজ তিনি। এমনকি বিদেশি স্ট্রাইকারদের কথা শুনলে বিরক্ত হচ্ছেন তিনি। বরং ডেভিড লালহালানসাঙ্গা, এডমুন্ড লালরিনডিকা কী জেসিন টিকেতেই আস্থা রাখতে চান হাবাস। বললেন, 'যারা নেই তাদের নিয়ে আমি কথা বলতে চাই না। আমার কাছে ডেভিড, জেসিন, এডমুন্ডরাই বিশ্বের সেরা স্ট্রাইকার।' চ্যাম্পিয়ন্স লিগের প্রথম বা দ্বিতীয় টায়ার যাই হোক না কেন, ভারতীয় দলগুলির কাছে কঠিন হয় খেলা। ফলে আল হুসেইন ম্যাচ যে সহজ হবে না, জানেন। তবু এক পয়েন্টের লক্ষ্যে খেলবে না ইস্টবেঙ্গল। হাবাসের কথায়, 'চ্যাম্পিয়ন্স লিগের যে কোনও পর্যায়েই সবসময়ই কঠিন। তাছাড়া আমাদের এখানে সবসময়ই এটা খেলতে হয় আইএসএলের সঙ্গে সঙ্গে। দুইটির মধ্যে ভারসাম্য রাখা কঠিন হয়। তবে আমি জীবনে কখনও জয় ছাড়া কিছুর জন্য খেলিনি। জিতব কিনা জানি না। হেরেও যেতে পারি। কিন্তু কখনও ড্রয়ের জন্য খেলিনি। খেলবও না।'

মহম্মদ বসিম রশিদের কোমরে ব্যথা। তবে বাকি তিন বিদেশির মতো তিনিও যাচ্ছেন। নিয়ে যাওয়া হচ্ছে পিভি বিষ্ণুকেও। এখান থেকে কাতার এয়ারওয়েজে দোহায় প্রায় সাড়ে চার ঘণ্টার বিরতি। ফলে ভারতীয় সময় অনুযায়ী রবিবার রাত হওয়ার কথা আম্মান পৌঁছাতে। ফলে একদিনই অনুশীলনের সুযোগ থাকছে।

স্কালোনিকে নিয়ে সমস্যায় এএফএ

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ১১ সেপ্টেম্বর : লিওনেল মেসির পর কি আরও এক লিওনেলের বিদায়ের পালা? পরিস্থিতি সেদিকেই গড়াচ্ছে সম্ভবত। আর্জেন্টিনার কোচের পদে আগামী ডিসেম্বরের পর লিওনেল স্কালোনিকে দেখতে পাওয়ার সম্ভাবনা ক্রমশ কমছে।

আর্জেন্টিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে কথাবার্তা চলছে স্কালোনির। ইতিমধ্যেই ওয়াল্টার স্যামুয়েল সহকারীর পদ ছাড়ার কথা জানিয়ে দিয়েছেন। এএফএ কর্তারা চেষ্টা করছেন স্কালোনিকে কোচের পদে থাকার জন্য রাজি করাতে। কিন্তু তিনি ভাবার জন্য আরও সময় চাইছেন। বিশ্বকাপ ফাইনালে স্পেনের বিপক্ষে হারের পরই সাংবাদিক সম্মেলনে এসে স্কালোনি জানান, তিনি আর আর্জেন্টিনার কোচ হিসাবে থাকবেন কিনা তা ভাবার জন্য তাঁর সময় দরকার। এমনকি সংবাদমাধ্যমের প্রশ্নের জবাবে দৃশ্যতই কান্নায় ভেঙে পড়েন তিনি। বলেছেন, 'দারুণ সময় কাটিয়েছি। কিন্তু এখন এই বিষয়টি নিয়ে এখন ভাবতে হবে আমাকে।' ২০১৮ সালে প্রথমে অন্তর্বর্তী এবং পরে হেড কোচ হন স্কালোনি। তারপর থেকে তিনি দুটি কোপা আমেরিকা ও একবার বিশ্বকাপ দিয়েছেন। ফলে তাঁর আর নতুন করে কিছু দেওয়ার নেই। ফলে নিজের মধ্যেও তাগিদ তৈরি করতে পারছেন না আর আর্জেন্টিনা হেড কোচ। তাছাড়া বিশ্বকাপের আগে বড় দলগুলির বিপক্ষে প্রস্তুতি ম্যাচ খেলতে চেয়েছিলেন স্কালোনি। কিন্তু এএফএ হাঁটে ঠিক উলটো পথে। তুলনায় দুর্বল দলের বিপক্ষে খেলতে হয় আর্জেন্টিনাকে। যা নিয়ে বিরক্ত ছিলেন স্কালোনি। ইতিমধ্যে তাঁর অন্যতম প্রিয় বন্ধু ও দলের অধিনায়ক মেসিও আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে অবসর নেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন। এটাও হয়তো স্কালোনির দ্বিধার অন্যতম কারণ। লিয়ান্দ্রো পারেডেস ১০ ম্যাচ বহিষ্কৃত হওয়ায় আদৌ আর খেলবেন কিনা তা নিয়ে চিন্তাভাবনা শুরু করেছেন।

কোচ হিসাবে থেকে গেলে এবার আবার নতুন করে একটা দল গড়ে তুলতে হবে স্কালোনিকে। যার জন্য প্রয়োজন ধৈর্য। সাফল্য পেয়ে যাওয়ার পর আর সেই ধৈর্য তিনি দেখাতে পারবেন কিনা নিশ্চিত নন নিজেই। অভিজ্ঞমহল মনে করছে, স্কালোনির এই সাফল্যের পর আর তাঁর না থাকাই ভালো। নতুন এমন কেউ আসুন, যাঁর মধ্যে তাগিদ থাকবে সাফল্য এনে দেওয়ার। খুব সম্ভবত আর্জেন্টিনা ফুটবলে স্কালোনি যুগও শেষ হওয়ার পথে।

তলব রিজ-ইমামকে, নজরে ব্যাংক লেনদেন

বার্মিংহাম, ১১ সেপ্টেম্বর : সংকট আরও গভীর হচ্ছে মহম্মদ রিজওয়ান, ইমাম-উল-হকের। সফরের মাঝেই দুই তারকার ফোন বাজেয়াপ্ত করা হয়। ফোন থেকে প্রয়োজনীয় তথ্যও সংগ্রহ করে তদন্তকারী দল। খবর, পাকিস্তানের ন্যাশনাল সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন এজেন্সির নজরে এবার ইংল্যান্ড সফরের সময় হওয়া রিজওয়ান-ইমামের ব্যাংক লেনদেনে।

দুইজন তারকাকে তলবও করে সাইবার ক্রাইম এজেন্সি। বৃহস্পতিবার দুইজন এজেন্সির সদর দপ্তরে হাজিরও হন। যাবতীয় প্রশ্নের জবাব দেওয়ার জন্য বাড়তি সময় চেয়ে আবেদন জানান রিজওয়ানরা। পাক সংবাদমাধ্যমের দাবি, আর্থিক গড়াপেটার গন্ধ পাচ্ছে তদন্তকারী সংস্থা। পরিষ্কার ছবি পেতে দুইজনের মোবাইল ফোনের 'ফরেন্সিক এবং টেকনিক্যাল অ্যানালিসিস' করানো হবে।

দ্বিতীয় টেস্টের পর রিজওয়ানদের দেশে ফেরানো হয়। তার আগে অবশ্য প্রায় মাসখানেক ইংল্যান্ডে ছিলেন। এই সময়ে কোনও অনৈতিক লেনদেনে দুই তারকা জড়িয়েছেন কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। গড়াপেটার কালো ছায়ার মাঝে সিরিজের মাঝে সাত-সাতজনকে ছাঁটাইয়ের সিদ্ধান্ত নিয়ে বিতর্ক অব্যাহত। এদিন যে বিতর্কে শামিল ওয়াসিম আক্রাম।

পাকিস্তানের কিংবদন্তি পেসার যে ঘটনাকে লজ্জাজনক আখ্যা দিয়ে বলেছেন, 'সাফল্য পেতে হলে সবকিছুতেই ধারাবাহিকতা জরুরি। সিরিজের মাঝে দুই কোচ, সাত ক্রিকেটারকে দেশে ফেরানো লজ্জার। অস্বস্তি টিম ম্যানেজমেন্ট, অধিনায়কের জন্য। দলের মধ্যে একদম বোঝাপড়া নেই, এই ঘটনা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে।'

পাক ক্রিকেট নিয়ে অবশ্য হতাশ হতে রাজি নন। আক্রামের মতে, দেশে প্রতিভার অভাব নেই। পাকিস্তান সুপার লিগের সুবাদে নতুন বেশ কিছু মুখ উঠেও এসেছে। ঘরোয়া ক্রিকেটকে শক্তিশালী করার পাশাপাশি পরিকাঠামোর উন্নয়ন ঘটাতে হবে। ৪-৫ বছর সময় দিতে হবে। ধৈর্য ধরে সেই সময়টুকু দিতে পারলে স্বমহিমায় ফিরবে পাকিস্তান ক্রিকেট।

হারের মুখে পাকিস্তান

আক্রমের এহেন দাবির মাঝে চলতি এজবাস্টন টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে মরিয়া লড়াই বাবর আজমদের। প্রথম ইনিংসে মাত্র ১৩৩ রানে গুটিয়ে যায়। জবাবে ইংল্যান্ডের ৪৫৩। ৩২০ রানে পিছিয়ে থাকার চাপ নিয়ে তৃতীয় দিনে লড়াই আজান আওয়াইস (৫৯), শান মাসুদ (৯৫), বাবর আজমের (৭৬) লড়াইয়ের পরও হারের মুখে পাকিস্তান। তৃতীয় দিনের শেষে পাকিস্তান দ্বিতীয় ইনিংসে ৪৪৯ রানে অল আউট হয়। নবম উইকেট জুটিতে ১২১ রানের পার্টনারশিপ গড়ে এই স্কোরে তাদের পৌঁছে দেওয়ার কারিগর রাজাউল্লাহ (৮১) ও মহম্মদ আব্বাস (৪২)। জয়ের জন্য ইংল্যান্ডের টার্গেট ১৩০ রান।

ইনিংসের শুরুটা অবশ্য কাঁপুনি ধরিয়ে। অলি রবিনসনের প্রথম ওভারেই আউট সাইম আয়ুব (০) ও আব্দুল্লাহ শফিক (০)। এখান থেকে ১২৫ রানের জুটি গড়েন আজান-মাসুদ। চতুর্থ উইকেটে বাবর-মাসুদ ৮৯ রান যোগ করেন। একসময় স্কোর ছিল ২১৪/৩। কিন্তু মাসুদকে শতরানের দোরগোড়া থেকে ফেরান গাস অ্যাটকিনসন। আশা দেখিয়ে বাবর ফেরেন ৭৬ রানে।

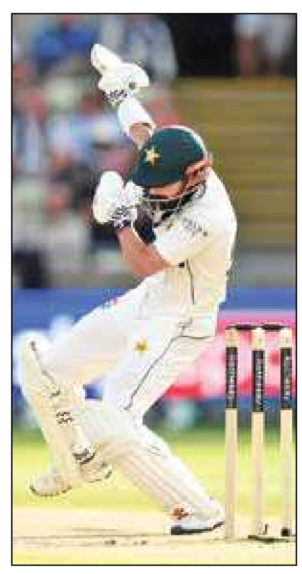

বাউন্সার সামলাতে অস্বস্তিতে সাউদ শাকিল। বার্মিংহামে।

সিয়েচেম ট্রফিতে চ্যাম্পিয়ন বাংলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১১ সেপ্টেম্বর : হিমাচল প্রদেশকে হারিয়ে আন্তঃরাজ্য সিয়েচেম প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হল বাংলা দল। আসন্ন ঘরোয়া ক্রিকেট মরশুমে অভিযান শুরুর আগে পুদুচেরিতে বাংলা দলের এই সাফল্যে নয়া স্বপ্ন দেখা শুরু হয়েছে।

প্রথম ম্যাচে মুম্বইকে হারিয়েছিল বাংলা দল। দ্বিতীয় ম্যাচে পুদুচেরির সঙ্গে ড্র হয়। ফাইনালে হিমাচল প্রদেশকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হল লক্ষ্মীরতন শুক্লার ছেলেরা। সন্ধ্যার দিকে পুদুচেরি থেকে বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা উত্তরবঙ্গ সংবাদ-কে বলছিলেন, 'প্রাক মরশুমের প্রস্তুতি হিসেবে শুরুটা দারুণ হল আমাদের। দলের সকলের অবদান রয়েছে এই সাফল্যে। আগামীদিনেও এই ছন্দ ধরে রাখতে হবে আমাদের।' শনিবার সন্ধ্যার দিকে পুদুচেরি থেকে কলকাতায় ফিরছে বাংলা দল। মাঝে দিন দুয়েক বিশ্রাম নিয়ে ফের শুরু হবে অনুশীলন। ১১ অক্টোবর থেকে দিল্লির বিরুদ্ধে রনজি অভিযান শুরু করতে চলেছে টিম বাংলা। তার আগে বাংলা দলের জন্য সুখবর হিসেবে জানা গিয়েছে, অলরাউন্ডার শাহবাজ আহমেদ ও জোরে বোলার আকাশ দীপ চোট সারিয়ে ফিট হয়ে গিয়েছেন। বড় অঘটন না হলে দিল্লির বিরুদ্ধে রনজি ট্রফির প্রথম ম্যাচ থেকেই শাহবাজ-আকাশকে পাওয়া যাবে বাংলা দলে।

ছয় বছর পর ইডেনে ফিরছে এজিএম

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১১ সেপ্টেম্বর : ২৪ সেপ্টেম্বর বাংলা ক্রিকেট সংস্থার বার্ষিক সাধারণ সভা নিয়ে ইতিমধ্যেই সরগরম হয়ে রয়েছে ময়দান। তার মধ্যেই শুক্রবার সন্ধ্যায় জানা গিয়েছে, ২৪ সেপ্টেম্বরের এজিএম এবার হতে চলেছে ইডেন গার্ডেন্সেই। ছয় বছর পর সিএবি-র এজিএম ফিরছে ইডেনে। সিএবি-র শীর্ষকর্তারা কলকাতার অভিজাত পাঁচতারা হোটেলেই করতে চেয়েছিলেন এজিএম। কিন্তু কোনও হোটেলেই বুকিং পাওয়া যায়নি। তাই কিছুটা বাধ্য হয়েই সিএবি-র ইন্ডোরেই এজিএম করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বাংলা ক্রিকেটের শীর্ষকর্তারা।

মনোনয়নপত্র জমার শেষ দিন বুধবার। মনোনয়ন নিয়ে কারচুপির অভিযোগ তুলে ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট ক্লাবের তরফে ময়দান থানায় এফআইআর করা হয়েছে। শাসক-বিরোধী, দুই শিবিরেই সচিব ও যুগ্মসচিব পদের সম্ভাব্য প্রার্থী নিয়ে জল মাপা চলছে। বিকেলের দিকে সিএবি-র এক কর্তা বলছিলেন, 'আগামীদিনে আরও চমক থাকবে। এবারের বার্ষিক সাধারণ সভায় ভোটের সম্ভাবনাও রয়েছে প্রবলভাবে।' শেষ পর্যন্ত নির্বাচন হবে কি না, এখনও স্পষ্ট নয়। সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় আজ সন্ধ্যায় মুম্বই গিয়েছেন। সোমবার কলকাতায় ফিরবেন। সূত্রের খবর, তারপরই প্রার্থীতালিকা চূড়ান্ত হবে।

জাতীয় ব্যাডমিন্টনে উত্তরের পাঁচ

কলকাতা, ১১ সেপ্টেম্বর : শুক্রবার থেকে দক্ষিণ ২৪ পরগনার হরিনাভির স্টার ব্যাডমিন্টন অ্যাকাডেমিতে শুরু হয়ে গেল অনূর্ধ্ব-১৩ জাতীয় সাব-জুনিয়ার ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশিপ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দেশের কিংবদন্তি শাটলার চেতন আনন্দ। এই প্রতিযোগিতায় সারা দেশ থেকে ৪৬৪ জন প্রতিযোগী অংশ নিচ্ছে। বাংলা থেকে অংশ নিচ্ছে মোট ৯০ জন প্রতিযোগী। উত্তরবঙ্গ থেকে রয়েছে পাঁচ প্রতিযোগী। যার মধ্যে দার্জিলিং জেলা থেকে অনুপমা গোস্বামী, উন্নতি প্রধান ও সায়ক সাহা অংশ নিচ্ছে। জলপাইগুড়ি জেলার অস্মিতা দেব ও আহিল রোশেন রহমান এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিচ্ছে।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়ী হলেন বর্ধমান-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, বর্ধমান - এর একজন বাসিন্দা তারক মন্ডল - কে 28.06.2026 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 63C 10008 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "যখন কোনো কষ্ট ছাড়াই আর্থিক দায়বদ্ধতাগুলো পূরণ হয়ে যায়, তখন জীবন সহজ হয়ে যায়। ডিয়ার লটারি এমনই একটি নিশ্চয়তা এবং আর্থিক সমাধান দেয় যা আমাকে আমার সমস্ত খরচ মেটাতে সাহায্য করেছে।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়, তাই এর স্বচ্ছতা প্রমানিত।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

ম্যাচের সেরার ট্রফি নিচ্ছে ভিএনসি মর্নিং সকারের জয়দেব রায়।

ফাইনালে ভিএনসি মর্নিং সকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১১ সেপ্টেম্বর : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের সহযোগিতায় শিলিগুড়ি ফুটবল অ্যাকাডেমি আয়োজিত শান্তিপ্রিয় গুহ ট্রফি আন্তঃ কোচিং ক্যাম্প ফুটবলে ফাইনালে উঠল ভিএনসি মর্নিং সকার কোচিং সেন্টার। শুক্রবার দ্বিতীয় সেমিফাইনালে তারা ৪-০ গোলে শিলিগুড়ি ফুটবল অ্যাকাডেমিকে হারিয়েছে। কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে ৬ মিনিটে জয়দেব রায় ভিএনসি-কে এগিয়ে দেয়। ৩৪ মিনিটে আয়ুষ সরকার লিড ডাবল করে। ৫২ মিনিটে স্কোরশিটে নাম তোলে পলাশ রায়। ৬০ মিনিটে অচিন্ত্য দাসের গোলে ফাইনালের টিকিট নিশ্চিত করে ভিএনসি। ম্যাচের সেরা জয়দেব। রবিবার খেতাবি লড়াইয়ে ভিএনসি-র প্রতিপক্ষ হিডেন ফুটবল অ্যাকাডেমি। আয়োজকদের তরফে জানানো হয়েছে, ফাইনাল শুরু হবে দুপুর ৩.১৫ মিনিটে।

সেমিফাইনালে শিলিগুড়ি কলেজ, ইসলামপুর কলেজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১১ সেপ্টেম্বর : উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রীড়া পর্ষদের গৌরচন্দ্র কুণ্ডু ট্রফি আন্তঃ কলেজ তিনদিনের ব্যাডমিন্টনে দলগত বিভাগে সেমিফাইনালে উঠল জলপাইগুড়ির এসি কলেজ, সেন্ট জোসেফ কলেজ, ইসলামপুর কলেজ ও শিলিগুড়ি কলেজ। পুরুষদের সিঙ্গলসে শেষ চারে জায়গা করে নিয়েছেন এসি কলেজের দেব যোশি, শিলিগুড়ি কলেজের প্রসন্ন তামাং, এসি কলেজের প্রত্যুষ ভট্টাচার্য ও শিলিগুড়ি কলেজের রোহিত রায়। মহিলাদের সিঙ্গলসে সেমিফাইনালে নামবেন ফালাকাটা কলেজের অরিত্রি সাহা, সেন্ট জোসেফের অনুষ্কা তামাং, এসি কলেজের দেবাদৃতা দে মজুমদার ও ফালাকাটা কলেজের আরাত্রিকা দে।

হার তিথি এন্টারপ্রাইজের

ময়নাগুড়ি, ১১ সেপ্টেম্বর : জোরপাকড়ি ফুটবল ইউনিটের ফুটবলে চতুর্থ কোয়ার্টার ফাইনালে হেরে গেল শিলিগুড়ির তিথি এন্টারপ্রাইজ। শুক্রবার তাদের ১-০ গোলে হারিয়ে ময়নাগুড়ি রোড ওয়েসিস অ্যাথলেটিক ক্লাব সেমিফাইনালে উঠল। গোল করেন অস্কার। সোমবার প্রথম সেমিফাইনালে ওয়েসিসের বিরুদ্ধে নামবে গরুবাথান মালচার এফসি।

উত্তরের খেলা